islamibookbd.wordpress.com

মি'রাজুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

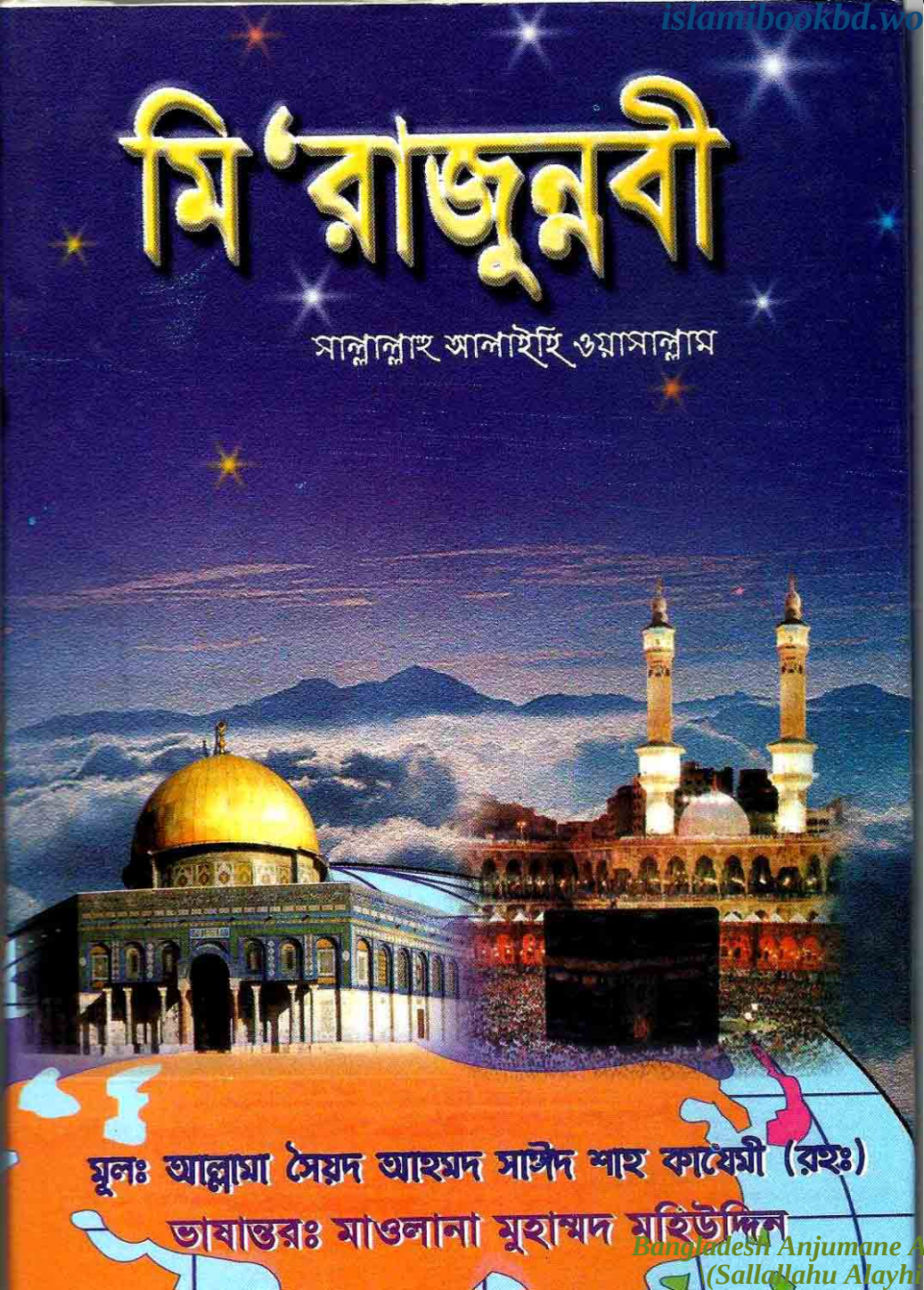

মূলঃ আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ শাহ কাযেমী (রহঃ)

ভাষান্তরঃ মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন

Banoladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

بسم الله الرحمن الرحيم

شب اسرٰی کے دولھا پہ دائم درود
نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام

মি'রাজুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মূল
গাযযালী-ই জমান আল্লামা
সৈয়দ আহমদ সাঈদ শাহ্ কাযেমী
রাহমাতুল্লাহি আলাইহি

ভাষান্তর
মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দিন
মুহাদ্দিস
ফয়জুলবারী সিনিয়র (ফাযিল) মাদ্‌রাসা
শাহামীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
মোবাইলঃ ০১৮১৮-৬৪৯৪৬৮

জান্‌নাত প্রকাশন
চট্টগ্রাম।

islamibookbd.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আরো বই পেতে ভিজিট করুনঃ

islamibookbd.wordpress.com

Special Thanks To:

Kazi Saifuddin Hossain

বাংলাদেশ আন্‌জুমানে আশেকানে মোস্তফা (দঃ)

Like us @FB.Com/BangladeshAnjumaneAshekaaneMostofa

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

islamibookbd.wordpress.com

মি'রাজুন্নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রকাশনায়

জান্নাত প্রকাশন

শাহামীরপুর, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল

১ম প্রকাশ ঃ ১৯৯৯ ইংরেজী

২য় প্রকাশ ঃ ২০০৪ ইংরেজী

৩য় প্রকাশ ঃ ২০০৯ ইংরেজী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণ তত্ত্বাবধানে

নিউ এট্যাচ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা বিনিময়

৮০.০০ (আশি) টাকা মাত্র।

MEERAJUNNABI SALLALLAHO ALAIHI WASALLAM

Writen by : Allama Sayad Ahmad Saeed Shah Kajemee (Roh.)

Translated by : **Moulana Muhammad Mohiuddin**

Published by: **Jannat Prokashan,** Chittagong, Bangladesh.

Price: 80.00 Taka Only.

অনুবাদকের আরজ

অসংখ্য মো'জেযা ও অলৌকিকতায় সমৃদ্ধ হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হল সশরীরে চর্মচক্ষে মহান আল্লাহর দীদার লাভের স্মৃতিবাহী বিস্ময়কার ঘটনা মি'রাজ, যা দ্বিতীয় কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। নবুওয়াত প্রকাশের পর হিজরতের পূর্বে এক শুভ সন্ধিক্ষণে সংঘটিত হয়েছিল মানব ইতিহাসের এ অনুপম ঘটনা। প্রসিদ্ধ মতানুসারে রজবের ২৭ তম রাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারাম থেকে জেরুজালেমের পবিত্র মসজিদুল আকসায় পৌঁছেন বিদ্যুতের গতির চেয়েও দ্রুততম জান্নাতী বাহক বুরাক যোগে। তথায় তাঁর ইমামতিতে নামায আদায় করেছেন সমস্ত নবী ও রাসূল। সেখান থেকে আকাশমন্ডলী পরিভ্রমণ করেন। সৃষ্টির গুঢ় রহস্যাবলী পর্যবেক্ষণ করতঃ উপনীত হন সিদরাতুল মুন্তাহায়। তারপর প্রিয় নবীর যাত্রা শুরু হয় রফরফ যোগে। এক পর্যায়ে রফরফও থেমে যায় প্রিয় নবী একাকী চলে যান লা-মকানে। কী শান নবী মোস্তফার! সৃষ্টিকুল নিচে, আরশ, কুরসী, লাওহ ও কলম নিচে, বায়তুল মা'মূর ও উম্মুল কিতাব নিচে, এর উপরে পৌঁছে যায় তাঁর জুতা মোবারক।

আল্লাহ তায়া'লা তাঁর প্রিয়তম বান্দাকে সাদরে ডেকে নিয়ে নিজের অনন্ত রূপ অবলোকন করিয়েছেন এবং অনেক কিছুই বলেছেন, যা 'ফাআওহা ইলা আবদিহী মা আওহা' অর্থাৎ তাঁর প্রিয়তম বান্দার প্রতি যা ওহী করার তা ওহী করলেন বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিশ্ব নবীর মি'রাজ প্রসঙ্গে গায্যালী-ই-জমান রাযী-ই-দাওরান আল্লামা সৈয়দ আহমদ সাঈদ শাহ কাযেমী (রহঃ) প্রণীত 'মি'রাজুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' এক অভূতপূর্ব গ্রন্থ, যার তুলনা কেবল সেটাকে দিয়েই হয়। মি'রাজের প্রত্যেকটা অংশ এবং এতদ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের যে চুলছেরা বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে, তা অকাট্য ও হৃদয়গ্রাহী। আল্লাহ পাকের ফজল ও করমে এ অমূল্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ পেশ করলাম বাংলা ভাষাভাষী পাঠক সমাজের খেদমতে। একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। যদি এ ব্যাপারে কোন অভিমত ও পরামর্শ পাই, আগামীতে কাজে লাগাবার চেষ্টা করব।

মহান রাব্বুল আলামীন ছাহেবে মি'রাজ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলায় এ প্রয়াসকে কবুল করতঃ দু'জাহানের কামেয়াবী দান করুন। আমীন॥

মুহাম্মদ মহিউদ্দিন

২৭শে রজব, ১৪২০ হিজরী

৭ই নভেম্বর, ১৯৯৯ ইংরেজী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
✪ ইস্‌রা ও মি'রাজ	৭
✪ ইস্‌রা ও মি'রাজের পার্থক্য	৭
✪ ইস্‌রা, মি'রাজ ও ই'রাজ	৮
✪ ইস্‌রা'র আয়াত	৮
✪ সূক্ষ্ম দিকদর্শন	৯
✪ আব্‌দিয়াত (বন্দেগী)'র মাকাম	১১
✪ আব্‌দিহী	১১
✪ 'আব্‌দ' এর প্রকারভেদ	১১
✪ 'আব্‌দুহু' শব্দই সশরীরে মি'রাজের দলীল	১২
✪ 'আব্‌দুহু' এর সম্বন্ধ	১৩
✪ লাইলান	১৪
✪ আল-মাসজিদুল হারাম	১৪
✪ মসজিদ-ই-আকসা	১৪
✪ সূক্ষ্ম দিকদর্শন	১৪
✪ মিন্ আ-য়া-তিনা	১৪
✪ 'মিন' শব্দের বিশ্লেষণ	১৫
✪ সামী' ও বাসীর	১৫
✪ সশরীরে মি'রাজ সম্পর্কে মতভিন্নতা	১৬
✪ একটি প্রশ্নের উত্তর	১৬
✪ স্তরত্রয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য	১৮
✪ স্তরত্রয়ের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার সম্পর্ক	১৯
✪ মি'রাজের হাদীস	২৪
✪ মি'রাজ স্বপ্নযোগে হওয়ার অভিমত পোষণকারীদের আপত্তিসমূহ ও তার অপনোদন	৩০
✪ প্রথম আপত্তি	৩০
✪ দ্বিতীয় আপত্তি	৩১
✪ তৃতীয় আপত্তি	৩৩
✪ চতুর্থ আপত্তি	৩৪
✪ ন্যাচারী ও মি'রাজ প্রসঙ্গ	৩৫
✪ মি'রাজ শরীফের অসম্ভব হওয়াই তা সংঘটিত হওয়ার দলীল	৩৬
✪ হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) সত্যায়ন	৩৭
✪ মুহাম্মদী দরজা	৪০
✪ প্রধান পাদ্রীর সাক্ষ্য	৪০
✪ হাদীসে মি'রাজের রাবী	৪২
✪ বক্ষ বিদারণ	৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
✪ রক্তপিণ্ড	৪৩
✪ বক্ষ বিদারণের রহস্য	৪৫
✪ হায়াতুন্নবীর দলীল	৪৫
✪ ক্বলব মোবারকের চোখ ও কান	৪৬
✪ স্থায়ী অনুভূতি	৪৬
✪ হুজুরের নূরী হওয়া	৪৭
✪ নূরানিয়ত এবং মানবীয় অবস্থাদির প্রকাশ	৪৭
✪ আকাশমন্ডলীর দরজাসমূহ	৪৮
✪ একটি প্রশ্ন	৪৮
✪ উত্তর	৪৯
✪ নবীদের পরিচিতি	৫০
✪ হযরত মূসা (আঃ) এর ক্রন্দন	৫০
✪ হযরত মূসা (আঃ) এর পরামর্শ	৫০
✪ সিদরাতুল মুনতাহা	৫২
✪ বেহেশতে গমন	৫৩
✪ বেহেশতে হযরত বেলাল (রাঃ)	৫৪
✪ এক দেহের দু'স্থানে অবস্থান	৫৪
✪ একটি প্রশ্নের জবাব	৫৫
✪ সিদ্‌রা থেকে আরশে	৫৫
✪ জিব্‌রীল (আঃ) এর পিছনে রয়ে যাওয়া	৫৬
✪ আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া	৫৬
✪ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দরবার	৫৮
✪ রফরফ	৫৮
✪ সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর আওয়াজ	৫৯
✪ খোদায়ী হিকমত	৫৯
✪ আতংকের রহস্য	৬০
✪ প্রয়োজনীয় সতর্কতা	৬০
✪ আল্লাহ তায়া'লার দরবার	৬০
✪ চূড়ান্ত ফায়সালা	৬৫
✪ একটি প্রশ্নের উত্তর	৬৬
✪ হযরত শরীকের হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনা	৬৬
✪ ক্বাবা কাউসাইন	৬৮
✪ প্রকৃত নৈকট্য	৬৮
✪ আল্লাহ তায়া'লার দর্শন লাভ	৬৮
✪ একটি আপত্তির অবসান	৬৯
✪ একটি সংশয়ের অবসান	৭০
✪ প্রথম আয়াত	৭১
✪ দ্বিতীয় আয়াত	৭১
✪ দর্শনের অস্বীকৃতি বিষয়ক হাদীসসমূহ	৭২
✪ চোখের দর্শন ও অন্তরের দর্শন	৭৩

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
✪ চোখে দর্শনের অভিমত পোষণকারীগণ	৭৩
✪ দর্শনের প্রমাণে হাদীসসমূহ	৭৪
✪ হযরত আবু যরের (রাঃ) হাদীস	৭৬
✪ সমাধান	৭৭
✪ অন্তরে দর্শনের অর্থ	৭৮
✪ দর্শন প্রসঙ্গে শেষ কথা	৭৯
✪ হুজুরের 'শাহিদ' হওয়া	৮০
✪ 'ফা আওহা ইলা আবদিহী মা আওহা'	৮১
✪ হাদীসে শরীকের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন	৮২
✪ সন্দেহের উৎস	৮৪
✪ মি'রাজ শব্দের বিশ্লেষণ	৮৫
✪ বক্ষ মোবারকের বার বার বিদারণ	৮৫
✪ কাফেলার হাদীসসমূহ	৮৫
✪ তথ্যসূত্র	৮৮
✪ সারসংক্ষেপ	৮৮
✪ বায়তুল মোকাদ্দাস প্রকাশিত হওয়া	৮৯
✪ ক্বলব মোবারকের চোখ ও কান	৮৯
✪ রহস্য ও প্রয়োজন	৯০
✪ সশরীরে মি'রাজের প্রতি আলোকপাত	৯০
✪ মি'রাজ ভ্রমণের উদাহরণ	৯১
✪ মি'রাজের উপর মানুষের বিস্ময়বোধ	৯২
✪ সশরীরে মি'রাজ ও বাশারিয়ত	৯২
✪ হুজুরের পবিত্র সত্তা স্বয়ং একটি মো'জেযা	৯৩
✪ বক্ষ মোবারকে সেলাই	৯৪
✪ তাৎপর্যবহ শিক্ষা	৯৫
✪ ক্বলব মোবারকের ধৌতকরণ	৯৬
✪ জিব্‌রীলের (আঃ) আবেদন	৯৬
✪ হযরত মূসা কালীমুল্লাহ ও ইমাম গায্‌যালীর কথোপকথন	৯৭
✪ একটি সন্দেহের অপনোদন	৯৯
✪ আরো একটি সন্দেহের অপনোদন	১০০
✪ মি'রাজের তোহফা	১০১
✪ হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীস	১০২
✪ সূক্ষ্ম দিকদর্শন	১০৬
✪ পৃথিবী ও আকাশমন্ডল	১০৬
✪ সূরা বাকারার শেষাংশ	১০৬
✪ মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তন	১০৭
✪ মি'রাজের সন, মাস ও তারিখ	১০৭
✪ প্রসিদ্ধ অভিমত	১০৮
✪ শবে মি'রাজের ফযীলত	১০৮
✪ একটি আপত্তি ও তার অপনোদন	১০৮
✪ আরব দেশে রজব উদ্‌যাপন	১১১-১১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

ইস্‌রা ও মি'রাজ

এটা বিশ্বকুল সরদার হুজুর নবী আকরাম নূরে মুজাস্‌সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবিশেষ বৈশিষ্ট্য, সর্বোত্তম ফযীলত ও গুণ, উজ্জ্বলতম মো'জেযা ও অলৌকিকতাসমূহের অন্তর্গত যে, আল্লাহ তায়া'লা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইস্‌রা (রাত্রি ভ্রমণ) ও মি'রাজের (আকাশারোহণ) ফযীলত দ্বারা সেই বিশেষত্ব ও সম্মান দান করেছেন, যা কোন নবী ও রাসূলকে দান করেননি এবং যেখানে তাঁর মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৌছিয়েছেন কাউকে সেখানে পৌছার সৌভাগ্য দান করেননি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়া'লা ইরশাদ করেনঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

অর্থঃ পবিত্র তিনি যিনি রজনীযোগে ভ্রমণ করিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তম বান্দাকে মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসায়, যার আশপাশে আমি (প্রচুর) বরকত নাযিল করেছি, যেন আমি তাঁকে আমার কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখাই; তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

ইস্‌রা ও মি'রাজের পার্থক্য

যদিও সাধারণ পরিভাষায় হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্‌সালামের এই মোঁবারক ভ্রমণ ও ঊর্ধ্ব গমন অর্থাৎ মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা এবং সেখান থেকে আকাশমন্ডলী ও লা-মকান পর্যন্ত পুরো ভ্রমণকে মি'রাজ বলা হয়। কিন্তু হাদীস বিশারদ ও তাফসীরকারদের পরিভাষায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত গমনকে ইস্‌রা বলা হয়। কারণ কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়া'লা এটাকে 'ইস্‌রা' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। আর মসজিদে আকসা থেকে আকাশপানে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াসসালামের ঊর্ধ্বগমনকে মি'রাজ বলা হয়। কেননা এর জন্যে মি'রাজ ও উরূজের শব্দ বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

islamibookbd.wordpress.com

ইস্‌রা, মি'রাজ ও ই'রাজ

হযরত খাজা নিযামুদ্দিন দেহলভী বলেন, মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ইস্‌রা, সেখান থেকে আকাশমন্ডলী পর্যন্ত মি'রাজ এবং আকাশমন্ডলী থেকে মাকামে 'ক্বা-বা কাওসাইন'* পর্যন্ত (প্রিয় নবীর গমন) ই'রাজ।

ইস্‌রা'র আয়াত

আল্লাহ তায়া'লা এই তাৎপর্যপূর্ণ মহান ঘটনার বর্ণনা শুরু করেছেন 'সোবহান' শব্দ দ্বারা, যার মর্মার্থ হল আল্লাহ তায়া'লার নিষ্কলুষতা ও সৃষ্টিকর্তার সত্তা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া। এতে এ রহস্য রয়েছে যে, মি'রাজ সশরীরে হওয়ার উপর অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে যত আপত্তি হতে পারে সেই সব আপত্তির উত্তর যেন হয়ে যায়। যেমন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সশরীরে বায়তুল মোকাদ্দাস কিংবা আকাশমন্ডলীতে গমন করা এবং সেখান থেকে 'ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লা'** এর মনযিল পর্যন্ত পৌঁছে স্বল্প সময়ে প্রত্যাবর্তন করা অবিশ্বাসীদের কাছে অসম্ভব ছিল। আল্লাহ তায়া'লা 'সোবহান' শব্দ বলে এটা প্রকাশ করেছেন যে, এ সমুদয় কর্ম আমার জন্যেও অসম্ভব হলে তা হবে আমার দুর্বলতা ও অক্ষমতা। দুর্বলতা ও অক্ষমতা হল দোষ। আর আমি যাবতীয় দোষ থেকে পবিত্র। এই রহস্যের ভিত্তিতে আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেন 'আস্‌রা' যার কর্তা আল্লাহ তায়া'লা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গমনকারী বলেননি বরং নিজের পবিত্র সত্তাকে লে-যানে ওয়ালা (যিনি নিয়ে যান) বলেছেন, যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশমান যে, আল্লাহ তায়া'লা 'সোবহান' ও 'আসরা' শব্দ বলে সশরীরে মি'রাজের উপর হতে পারে এমন সব আপত্তির উত্তর দিয়েছেন এবং তাঁর মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাকে আপত্তিসমূহ থেকে রক্ষা করেছেন। যেন এটাই বলেছেন, হে অবিশ্বাসীরা! সাবধান! মি'রাজের ঘটনায় আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপত্তি করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। কারণ তিনি মি'রাজে গমন এবং মসজিদে আকসা বা আকাশমন্ডলীতে স্বয়ং

---

* 'মাকামে কা-বা কাওসাইন'– ৬৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

** 'ছুম্মা দানা ফতাদাল্লা'– ৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যাওয়ার দাবী করেননি এমতাবস্থায় তাঁর প্রতি আপত্তি করার অধিকার তোমাদের থাকতো? এ দাবী তো আমার, আমি আমার হাবীবকে নিয়ে গেলাম। এখন যদি আমার নিয়ে যাওয়ার উপর তোমাদের আপত্তি থাকে যে, আল্লাহ তায়া'লা কিভাবে নিয়ে গেলেন? এই নিয়ে যাওয়া এবং স্বল্প সময়ে আকাশমন্ডলী ভ্রমণ করিয়ে ফিরিয়ে আনা তো সম্ভব নয়। তাহলে জেনে রাখো– আমি 'সোবহান'। যে কাজ সৃষ্টির জন্যে স্বভাবতঃ অসম্ভব, যদি আমার জন্যেও তা সেভাবে অসম্ভব হয় তবে আমি অক্ষম ও দুর্বল সাব্যস্ত হব। দুর্বলতা ও অক্ষমতা দোষ, আর আমি প্রত্যেক দোষ থেকে পবিত্র। প্রতীয়মান হল– আয়াতে ইস্‌রার প্রথম শব্দই সশরীরে মি'রাজের উজ্জ্বল দলীল। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

সূক্ষ্ম দিকদর্শন

আল্লাহ তায়া'লা এই আয়াত শরীফে না নিজের নাম উল্লেখ করেছেন না তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। নিজের পবিত্র সত্তাকে 'আল্-লাযী' এবং তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আবদুহূ' দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। 'আল্-লাযী' সম্বন্ধবাচক সর্বনাম (Relative Pronoun), যার অর্থ– "ঐ সত্তা"। এটা এমন এক শব্দ, প্রত্যেক কিছুর উপর যার ব্যবহার হতে পারে এবং প্রত্যেক কিছুকে 'আল্-লাযী' বলা যায়। 'আব্‌দ' শব্দটাও অনুরূপ, আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত প্রত্যেক কিছুই 'আব্‌দ।' সার কথা হল এই যে, আল্লাহ তায়া'লা নিজের ও তাঁর হাবীব উভয়ের জন্য এমন শব্দ বলেছেন, যা সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে। প্রত্যেক কিছুই 'আল্-লাযী' এবং প্রত্যেক কিছুই 'আব্‌দ।' যেন এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, 'আল্-লাযী' তো প্রত্যেক কিছুই কিন্তু তাকেই পূর্ণাঙ্গ 'আল্-লাযী' বলা যায় যিনি 'আস্‌রা' ক্রিয়ার কর্তা। কারণ 'আল্-লাযী'র অর্থ হল– ঐ সত্তা। আর প্রকাশমান যে, পূর্ণাঙ্গ সত্তা সত্তাগত চিরন্তনত্ব (وجوب ذاتی) উপাস্যত্ব (الوهیت) ও পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা বিহীন কল্পনা করা যায় না। অবিনশ্বর নশ্বরকে, ইলাহ ও উপাস্য প্রত্যেক বান্দা ও মালিকানাধীনকে এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রত্যেক ক্ষমতাধীনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অবিনশ্বর সত্তা মা'বূদে বরহক (প্রকৃত উপাস্য) ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়া'লা ব্যতীত কেউ নয়। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ 'আল্-লাযী' কেবল আল্লাহ তায়া'লাই এবং

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

পূর্ণাঙ্গতার প্রমাণ হল– 'আস্‌রা।' কেননা মি'রাজে নিয়ে যাওয়া সর্বময় ক্ষমতা ছাড়া অসম্ভব। সর্বময় ক্ষমতা যার থাকবে তিনিই হবেন মা'বূদে বরহক। আর মা'বূদে বরহকের জন্যে সত্তাগত চিরন্তনত্ব অপরিহার্য এবং সত্তাগত চিরন্তনত্বই আল্-লাযীর পূর্ণাঙ্গতা। আল্-লাযী শব্দ নির্দেশক এবং পূর্ণাঙ্গ সত্তাই (ذات كـــاملة) তার নির্দেশিত। নির্দেশকের সমগ্র জগতকে পরিবেষ্টন করা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, নির্দেশিত (مـــدلول) * জগতের প্রত্যেক অণূ-কণাকে সত্তাগতভাবে পরিবেষ্টন করে আছেন। (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ) **

এইভাবে প্রত্যেক কিছুই 'আব্‌দ' (বান্দা)। আল্লাহ তায়া'লার সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর 'আব্‌দ।' কিন্তু যাকে সমস্ত কামিল বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কামিল এবং আব্‌দে আকমল (পূর্ণাঙ্গতম বান্দা) বলা যায় সে তো তিনিই, যিনি 'আসরা' ক্রিয়ার কর্ম। যাকে আয়াতে ইস্‌রার মধ্যে 'আবদিহী' বলে ব্যক্ত করেছেন এবং তার দলীলও এই 'আস্‌রা' শব্দ, যার কর্ম হল এই পবিত্র বান্দা। কেননা 'আবদুহু' এর অর্থ 'আল্লাহর বান্দা।' আল্লাহর বন্দেগীর চরম উৎকর্ষ হচ্ছে তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য। ইস্‌রা ও মি'রাজে আল্লাহ তায়া'লার যে নৈকট্য এই পবিত্র বান্দা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাভ করেছেন এবং 'ক্বা-বা কাওসাইন' এর যে সান্নিধ্য তিনি পেয়েছেন, তা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যে অদ্যাবধি না কেউ পেয়েছে, না পাবে এবং না পেতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তায়া'লার সমস্ত বান্দাদের মধ্যে 'আব্‌দে কামিল' হলেন কেবল 'আব্‌দুহু-ই', আর না।

মোট কথা– যেভাবে প্রত্যেক কিছুই আল্-লাযী কিন্তু কামিল আল্-লাযী (চিরন্তন সত্তা) কেবল আল্লাহ তায়ালাই। অনুরূপভাবে সবাই আব্‌দ কিন্তু কামিল আব্‌দ কেবল হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। 'আবদ' শব্দটি নির্দেশক এবং কামিল ফিল উবূদিয়্যাত*** (হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন তার নির্দেশিত। নির্দেশকের সমস্ত জগতকে পরিবেষ্টন করণে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, নির্দেশিত সত্তা অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্তিত্বমান সকল জগতকে (আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায়) পরিবেষ্টন করে আছেন। (وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ) ****

---

* অর্থাৎ যা-তে ইলাহী।

** অর্থঃ তিনি প্রত্যেক কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

*** বন্দেগীতে সর্বোত্তম

**** অর্থঃ আমি আপনাকে জগতসমূহের জন্য কেবল রহমতরূপে পাঠিয়েছি।

'আল্-লাযী' ও 'আব্‌দ' এর সমগ্র জগত ও সৃষ্টি কুলকে পরিবেষ্টন করা এই বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিতবহ যে সমগ্র জগত 'আল্-লাযী ও আবদুহু'র রূপ ও সৌন্দর্যের দর্পন। যেভাবে প্রত্যেক সত্তায় পূর্ণাঙ্গ আল্-লাযী প্রকৃত সত্তা রাব্বুল আলামীনের ঝলক রয়েছে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক সৃষ্টিতে কামিল আব্‌দ রাহ্‌মাতুল লিল আলামীনের হাকীকতে নূরীর প্রকাশ রয়েছে। জাল্লাজালালুহু, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্-লাযী ও আবদুহু উভয়ের মধ্যে রয়েছে আচ্ছন্নতা। এটা এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, যেমনিভাবে আল্লাহ তায়া'লার সত্তারূপ সমগ্র জগত থেকে লুকায়িত, তেমনিভাবে মুহাম্মদী সত্তার রূপও জগতের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন ও লুকায়িত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অতঃপর اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ এর মধ্যে যেহেতু هو (তিনি) সর্বনাম আল্-লাযী ও আবদ উভয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। সুতরাং এই অবকাশ এ মূলতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে যে, মি'রাজ রজনীতে আল্-লাযী (আল্লাহ) আবদুহু'র (রাসূল) শ্রোতা ও দ্রষ্টা ছিলেন এবং আবদুহু আল্-লাযী'র। (রূহুল মাআনী, পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১৩, রূহুল বয়ান, পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১০৬)

আবদিয়াত (বন্দেগী)'র মাকাম

এটা আল্লাহর সান্নিধ্যের সেই উচ্চতর স্থান, যেখানে বান্দা নিজের সত্তাকে অস্তিত্বহীন পেয়ে মা'বূদের (উপাস্য) দীপ্তিতে নিমজ্জিত হয়ে যায়। এজন্যে আল্লাহ তায়া'লা এখানে 'রাসূলিহী' ও 'নবিয়্যিহী' বলেননি বরং বলেছেন, 'বিআবদিহী।'

আবদিহী

মি'রাজের বর্ণনায় 'আবদিহী' বলে এই মূলতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, মি'রাজ রজনীতে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাপ্ত এই মহা সান্নিধ্য সত্ত্বেও তিনি আমার বান্দাই, উপাস্য নন।

'আবদ' এর প্রকারভেদ

'আবদ' এর বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। তবে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তা তিন প্রকার। (১) আবদে রকীক (২) আবদে আবিক ও (৩) আবদে মা-যূন। আবদে রকীক দ্বারা ঐ মালিকানাধীন গোলামকে বুঝানো হয়, যে পূর্ণরূপে আপন মালিকের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানাভুক্ত থাকে। আপন মালিক থেকে পালিয়ে যাওয়া গোলামকে আবদে আ-বিক বলে। (যে রূপক মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয়)। আবদে মা-যূন হল সেই গোলাম যে স্বত্বাধিকারীর মালিকানা ও তার নিয়ন্ত্রণে থাকে। তার যোগ্যতা, কার্যক্ষমতা, কর্মদক্ষতা ও গুণে মুগ্ধ হয়ে মালিক তাকে নিজের কাজ-কর্মে অধিকার ও অনুমতি দিয়ে থাকে। তাকে এ বিষয়ের অধিকার প্রদান করা হয় যে, মালিকের কাজ-কর্মে সে বৈধ ও সম্ভব সব ধরনের লেন-দেন করবে। ঐ গোলামের বেচা-কেনা, আদান-প্রদান সব কিছু তার মালিকের বেচা-কেনা ও আদান প্রদান হিসেবে বিবেচিত হবে। সাধারণ মো'মিনগণ, অপরাধী হোক কিংবা অনুগত; সবাই আল্লাহ তায়া'লার আবদে রকীকের মতই। কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকগণ আবদে আ'বিকের (পালিয়ে যাওয়া) গোলামের মতই। আর আল্লাহ তায়া'লার প্রীতিভাজন ও বন্ধুগণ আবদে মাযূনের মতই। আল্লাহ তায়া'লা প্রত্যেককে তার নৈকট্যানুসারে অধিকার ও অনুমোদন দান করেন। সমগ্র জগতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমান আল্লাহ তায়া'লার নৈকট্য প্রাপ্ত কেউ নেই। এইজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়া'লার সর্বশ্রেষ্ঠ আবদে মাযূন।

এজন্যই আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى - وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى - مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ - اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ.

اَللّٰهُ يُعْطِيْ وَاَنَا قَاسِمٌ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন,

মোট কথা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদে মাযূন হওয়ার কারণে হুজুর আলাইহিস্‌সালামের আনুগত্য আল্লাহ তায়া'লারই আনুগত্য, হুজুরের কথা আল্লাহরই কথা, হুজুরের কর্ম আল্লাহরই কর্ম, হুজুরের বেচা আল্লাহরই বেচা, হুজুরের কেনা আল্লাহরই কেনা, হুজুরের দান আল্লাহরই দান এবং হুজুরের গ্রহণ আল্লাহরই গ্রহণ।

'আবদুহু' শব্দই সশরীরে মি'রাজের দলীল

আল্লাহ তায়া'লা 'আবদিহী' বলে এই সত্যকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে দিয়েছেন যে, মি'রাজ কেবল আত্মার হয়নি। বরং দেহধারী আত্মার হয়েছে। কেননা

কুরআন ও হাদীস কিংবা আরবী ভাষায় এমন কোন ব্যবহার পাওয়া যায় না, যা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কারো পার্থিব জীবনে তাকে আবদ বলা হয়েছে এবং আবদ শব্দ দ্বারা কেবল আত্মাকে বুঝানো হয়েছে। বরং তার বিপরীত আপনি কুরআন, হাদীস ও আরবের পরিভাষায় এটাই পাবেন, যখনই কাউকে তার বাহ্যিক জীবনে 'আবদ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে তখন ঐ শব্দ দ্বারা দেহধারী আত্মাকে বুঝানো হয়েছে। দেখুন, আল্লাহ তায়া'লা মূসা (আঃ)কে নির্দেশ দিয়েছেনঃ

فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا

হে মূসা! আমার বান্দাগণকে নিয়ে রজনী যোগে বের হয়ে পড়ুন। (সূরা দুখান, আয়াত-২৩)

এখানেও 'আবদ' শব্দ দ্বারা দেহধারী আত্মা এবং 'ইস্‌রা' দ্বারা সশরীরে ভ্রমণকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তায়া'লা আরো ফরমানঃ

اَرَاَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى

তুমি কি তাকে দেখেছ, যে বাধা দেয় এক বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে যখন তিনি নামায আদায় করেন। (সূরা আলাক, আয়াত-৯-১০)

দেখুন, এখানেও 'আবদ' দ্বারা দেহ ও আত্মার সমষ্টিকে বুঝানো হয়েছে।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়া'লা ফরমানঃ

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ

যখন আল্লাহর বান্দা (মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে ডাকার অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করার জন্য দন্ডায়মান হলেন। (সূরা জিন, আয়াত-১৯)

এই আয়াতেও 'আবদ' শব্দ দ্বারা দেহ ও আত্মা উভয়কে বুঝানো হয়েছে। ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।

'আবদুহু' এর সম্বন্ধ

আল্লাহ তায়া'লা ফরমায়েছেন, 'আসরা বিআবদিহী'। 'আবদ'কে সর্বনামের (ضمير مجرور) প্রতি সম্বন্ধ করেছেন, যা আল্লাহ তায়া'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এতে এ রহস্য রয়েছে যে, আমার মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ বান্দাদের মত বান্দা নন। বরং তিনি প্রিয়তম বান্দা, আবদ নন 'আবদুহু'। এ বিষয়টা

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

islamibookbd.wordpress.com

আল্লামা ইকবাল (রহঃ) এ পংক্তিতে ব্যক্ত করেছেনঃ

عبد دیگر عبده چیزے دگر او سراپا انتظار ایں منتظر

অর্থাৎ 'আব্‌দ' (বান্দা) এক কথা এবং আবদুহু (তাঁর প্রিয়তম বান্দা) আরেক কথা। 'আব্‌দ' হল যে অপেক্ষা করে এবং 'আবদুহু' হল যার অপেক্ষা করা হয়।

লাইলান

'ইসরা'র অর্থ হল রজনীযোগে ভ্রমণ করানো। তথাপি 'আস্‌রা' শব্দের পর 'লাইলান' ফরমায়েছেন যাতে স্পষ্ট হয়ে যায়– মি'রাজ পুরো রজনীতে হয়নি বরং রাতের অতি অল্প সময়ে হয়েছে।

মিনাল মসজিদিল হারাম

মসজিদ-ই-হারাম মক্কা মুকাররমার ঐ বরকতময় মসজিদ, যার মধ্যখানে বায়তুল্লাহ শরীফ অবস্থিত।

মসজিদ-ই-আকসা

মসজিদে আকসা বায়তুল মোকাদ্দাসের সেই বিখ্যাত মসজিদ যা পূর্ববর্তী আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামের কেন্দ্র ছিল।

উক্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস্‌সালাম এবং আল্লাহ তায়া'লার প্রিয়জনদের পবিত্র সত্তা থেকে ঐ ভূ-খণ্ড যে বরকতসমূহ লাভ করেছে, আল্লাহ তায়া'লা 'বা-রাকনা হাওলাহু' বলে সেগুলোর প্রকাশ করেছেন।

সূক্ষ্ম দিকদর্শন

আল্লাহ তায়া'লা 'বা-রাকনা হাওলাহু' ফরমায়েছেন, কারণ যার চার পাশে প্রচুর বরকত রয়েছে, তার ভিতরে তো মহান ও শ্রেষ্ঠ বরকতসমূহ থাকবে নিঃসন্দেহে। মোট কথা فِيْهِ বললে ভিতরের বরকতসমূহ প্রমাণিত হতো। কিন্তু তার চার পাশে যা রয়েছে, তা প্রমাণিত হতো না। আর حَوْلَهٗ বলাতে তার ভিতরে, বাইরে, সর্বত্র বরকতময় হওয়া প্রমাণিত হল।

লিনুরিয়াহু মিন আ-য়া-তিনা

এই আ-য়া-ত দ্বারা আসমানী নিদর্শনসমূহকে বুঝানো হয়েছে। অর্থ হল এই যে, যেন আমি তাঁকে আসমানসমূহে উন্নমিত করে সেখানকার বিস্ময়কর ও অদ্ভুত

নিদর্শনাবলী দেখাই। রূহুল মাআনীতে এই আয়াত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেনঃ

اَیْ لِنَرْفَعَهٗ اِلَی السَّمَاءِ حَتّٰی یَرٰی مَایَرٰی مِنَ الْعَجَائِبِ الْعَظِیْمَةِ.

অর্থাৎ যেন আমি তাকে আকাশমন্ডলীর দিকে উঠাই এবং তিনি অবলোকনযোগ্য বিস্ময়কর ও বিরল নিদর্শনাবলী অবলোকন করেন।

এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হল– এ আয়াত শরীফে ইস্‌রা ও মি'রাজ উভয়ের বিবরণ রয়েছে।

'মিন' শব্দের বিশ্লেষণ

'মিন' শব্দ দ্বারা এটা উপলব্ধি করা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন কতেক নিদর্শনাবলী দেখানো হয়েছে এবং কতেক দেখানো হয়নি, তখন সমস্ত নিদর্শনাবলীর জ্ঞান হুজুর আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াসসালামের হয়নি; কোন রূপেই শুদ্ধ নয়। কারণ নিদর্শন বিভিন্ন প্রকারের ছিল। কতেকের সম্পর্ক ছিল দেখার সাথে এবং কতেক এরূপ ছিল যেগুলোর সম্পর্ক শ্রবণ, অনুধাবন ও আস্বাদনের সাথে ছিল। যেমন লাওহে মাহফূযে চলন্ত কলমের আওয়াজ শোনা এবং দুধ আস্বাদন করা ইত্যাদি। যদি 'মিন' (تبعیضیہ) কতেক বুঝানোর জন্য হয়ে থাকে, তাহলে এর দ্বারা সমস্ত নিদর্শনের কতেক বুঝানো হবে। আর প্রকাশমান যে, অবলোকনযোগ্য নিদর্শনাবলী সমস্ত নিদর্শনের কতেকই। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সমস্ত নিদর্শনাবলীর মধ্যে যেগুলো অবলোকনযোগ্য ছিল, তা দেখানোর জন্য আমি আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকাশমন্ডলীতে উন্নমিত করেছি। এমতাবস্থায় কতেক নিদর্শন সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞানহীনতা প্রমাণিত হয়নি।

ইন্নাহু হুয়াস্ সামীউল বাসীর

নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। কতেক তাফসীরকারের মতে اِنَّهٗ এর সর্বনাম দ্বারা কেবল আল্লাহ তায়া'লাকে বুঝানো হয়েছে এবং কতেকের মতে কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লামা যুরকানী (রহঃ) ইমাম সুবকী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (যুরকানী শরীফ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১২৪) আর কতেক তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ সর্বনাম যদি আল্লাহ তায়া'লার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তাও ঠিক। আর যদি ওই সর্বনাম দ্বারা রাসূলুল্লাহ

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

islamibookbd.wordpress.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয় তাও ঠিক। (দেখুন– রূহুল মাআনী, পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১৩)

সশরীরে মি'রাজ সম্পর্কে মতভিন্নতা

কতেকের অভিমত হল– মি'রাজ রূহানীভাবে স্বপ্নযোগে হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মি'রাজ একাধিক বার হয়েছে একবার হয়েছে জাগ্রতাবস্থায় এবং অপরাপর সময়ে স্বপ্নযোগে। কেউ কেউ বলেন মি'রাজ মক্কা মুকাররমা থেকে হয়েছে আবার কতেকের মতে মদীনা থেকে। কেউ কেউ বলেন, ইসরা হল, সশরীরে এবং মি'রাজ রূহানী। কিন্তু সাধারণ ওলামা, সাহাবা, তাবেয়ীন, তবয়ে তাবেয়ীন এবং তাঁদের পরে মুহাদ্দেসীন, ফোকাহা ও কালাম শাস্ত্রবিদ সকলের অভিমত হল এই যে, 'ইসরা' ও মি'রাজ উভয়ই জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে হয়েছে এবং এটাই সঠিক। আরিফ (আধ্যাত্মিক ব্যক্তি)দের অভিমত হল– ইসরা ও মি'রাজ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেকবার করানো হয়েছে। কেউ কেউ চৌত্রিশের সংখ্যাও লিখেছেন। কিন্তু একবার ব্যতীত সবগুলো স্বপ্নযোগে রূহানীভাবে সংঘটিত হয়েছে। যেমন সাধারণ উম্মতের মাযহাব।

একটি প্রশ্নের উত্তর

যদি প্রশ্ন করা হয়– ইসরা ও মি'রাজ উভয়ই সশরীরে ও জাগ্রতাবস্থায় সংঘটিত হয়ে থাকলে আল্লাহ তায়া'লা কুরআন মজীদে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা শরীফ থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার বর্ণনা দিয়ে কেন শেষ করলেন? ইসরার সাথে আসমানী মি'রাজের বর্ণনা দান না করার মধ্যে কি রহস্য রয়েছে? উত্তরে বলা হবে, আয়াত শরীফে বিশেষভাবে মসজিদে আকসাকে উল্লেখ করেছেন এইজন্য যে, কুরাইশের কাফিরগণ মসজিদে আকসা দেখেছিল এবং সে সম্পর্কে ছিল তাদের অভিজ্ঞতা। এইজন্য তারা মি'রাজের ঘটনাকে অস্বীকার করতঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার চিহ্ন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেছে এবং প্রবল বাদ-প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উত্তর দিয়ে নিশ্চুপ করে দিয়েছেন। মসজিদে আকসার সমুদয় চিহ্ন ও নিদর্শন যা কুরাইশের কাফিরগণ জিজ্ঞাসা করেছিল; হুবহু বর্ণনা করে দিলেন এবং অত্যন্ত সুচারুরূপে তাদের নিকট দলীল প্রতিষ্ঠা করে দিলেন, যার পর তাদের জন্য অস্বীকারের অবকাশ থাকেনি। এইভাবে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের ইসরা ও মি'রাজের সত্যায়নে এক আযীমুশ্শান দলীল কায়েম করা

হয়েছে। এইজন্য আল্লাহ তায়া'লা বিশেষভাবে মসজিদে আকসার উল্লেখ করেছেন। যদি সামান্য উপলব্ধিকে কাজে লাগানো হয় তাহলে কুরআন শরীফে মি'রাজের ঘটনার সত্যায়নে যে অকাট্য দলীল দাঁড় করা হয়েছে তা হল মসজিদে আকসার উল্লেখ। কেননা একদিকে তো মক্কার মুশরিকদের স্মৃতিতে মসজিদে আকসার সমুদয় চিহ্ন সংরক্ষিত ছিল এবং অপর দিকে তারা এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ আরবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আকসা কখনই দেখেননি। যখন তারা শুনল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আকসা ও মি'রাজে যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করছেন তখন তারা ভাবলো– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিথ্যা প্রতিপাদনে এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আসমান ইত্যাদি তো আমরা দেখিনি যার চিহ্ন ও নিদর্শনাবলী তাঁকে জিজ্ঞেস করতে পারি। কিন্তু মসজিদে আকসার নক্শা তো আমাদের স্মৃতিতে সংরক্ষিত, চলো সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করি। যখন আমাদের জিজ্ঞাস্য নিদর্শনাবলী তিনি বলতে পারবেন না তখন (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর দাবী আপনা-আপনি মিথ্যায় পর্যবসিত হবে। কিন্তু ঘটনা তার বিপরীত হলো। কুরাইশের কাফিরগণ যে নিদর্শনাবলী জিজ্ঞাসা করেছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুবহু বলে দিয়েছেন। যা শুনে তারা মনে মনে বলতে বাধ্য হয়েছে যে, তিনি তাঁর দাবীতে সত্যবাদী। মসজিদে আকসা পর্যন্ত গমনে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদিতা প্রমাণিত হল তখন আকাশমন্ডলীর মি'রাজও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কেননা যেভাবে আকাশমন্ডলীতে যাওয়া অসম্ভব ঠিক তেমনিভাবে রাতের সামান্য অংশে মক্কা থেকে মসজিদে আকসায় গমন করতঃ প্রত্যাবর্তন করাও অসম্ভব। যখন এই যাওয়া ও আসা অসম্ভব রইল না তখন আসমানে গমন করতঃ ফিরে আসা তাঁর জন্যে কিভাবে অসম্ভব থাকতে পারে?

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, মসজিদে আকসার উল্লেখ মি'রাজের সত্যতার দলীল এইজন্য হয়েছে যে, অবিশ্বাসীরা মসজিদে আকসা দেখেছিল। এখন যদি মসজিদে আকসার ন্যায় আকাশমন্ডলীর উল্লেখও সবিস্তারে করা হতো তাহলে সেটা এই আজীমুশ্শান অলৌকিক মি'রাজের ঘটনার সত্যতার দলীল হতো না। কারণ অবিশ্বাসীরা কখনই আসমান দেখেনি, তাদের স্মৃতিতে সেখানকার কোন বস্তুর কোন ধারণাই ছিল না। এইজন্য তারা যদি আকাশমন্ডলী সম্পর্কে কোন নিদর্শন জিজ্ঞাসা করতো এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলে দিতেন, তাদের জ্ঞানহীনতার কারণে হুজুর আলাইহিস সালামের বাতলে দেয়া তাদের কোন কাজে আসতো না এবং মি'রাজের ঘটনার সত্যতার অনুকূলে কোন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

দলীল কায়েম হতো না।

এই রহস্যের ভিত্তিতে আল্লাহ তায়া'লা আসমানী মি'রাজের উল্লেখ সবিস্তারে করেননি বরং 'লিনুরিয়াহু মিন আ-য়া-তিনা'র মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে তা বর্ণনা করেছেন। যাতে মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া তাঁকে আকাশমন্ডলীতে উন্নমিত করে সেখানকার নিদর্শনাবলী দেখানোর উপর দলীল হয়। মোট কথা– আয়াত শরীফে 'ইসরা'র বর্ণনা রয়েছে বিস্তারিত এবং মি'রাজের উল্লেখ সংক্ষিপ্ত আর বিস্তারিত অংশ সংক্ষিপ্ত অংশের দলীল। আয়াত শরীফে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বরকতময় গোটা সফরকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এর তিনটি স্তর পৃথক পৃথকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রথম স্তর মসজিদে হারাম থেকে শুরু হয়ে মসজিদে আকসায় শেষ হয়, দ্বিতীয় স্তরের বর্ণনা এসেছে– 'লিনুরিয়াহু মিন আ-য়া-তিনা'র মধ্যে এবং তৃতীয় স্তরের বর্ণনা রয়েছে 'ইন্নাহু হুয়াস্ সামীউল বাসীর' এ। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিশ্লেষণ হল এই যে, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারাম থেকে রওয়ানা হয়ে মসজিদে আকসায় পৌছলেন এবং মসজিদে আকসা থেকে আকাশ মন্ডলী অতিক্রম করতঃ আরশে ইলাহী পর্যন্ত গমন করেন। অতঃপর আরশে ইলাহী থেকে إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ (যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা) ভ্রমণ করেন। স্থান ও কাল এমনকি সৃষ্টি জগতের সীমানা পেরিয়ে আল্লাহ তায়া'লার বিশেষ সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন, এবং কোন পর্দা ছাড়াই স্বীয় প্রতিপালকের রূপ স্বচক্ষে অবলোকন করেন।

'সোবহানাল্লাযী' থেকে শুরু করে 'আল্লাযী বা-রাক্না হাওলাহু' পর্যন্ত ইসরার বিস্তারিত বিবরণ, 'লিনুরিয়াহু মিন্ আ-য়া-তিনা'র মধ্যে গোটা আসমানী সফরের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং 'ইন্নাহু হুয়াস্ সামীউল বাসীর'-এ রয়েছে আল্লাহ তায়া'লার বিশেষ সান্নিধ্য, তাঁর কথা শ্রবণ ও রূপ দর্শনের বিবরণ।

স্তরত্রয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য

মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত জড় জগত। মসজিদে আকসার ঊর্ধ্বে আকাশমন্ডলী ও আরশের জগত হল রূহানী, নূরানী ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগত। অতঃপর আরশের ঊর্ধ্বে রয়েছে আল্লাহ তায়া'লার পবিত্র দরবার। যেখানে কোন জগত ও সৃষ্টির লেশ মাত্রও কল্পনা করা যায় না। বরং স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে আল্লাহ তায়া'লার আযমত (বুযুর্গী) ও মাহাত্ম্যের ঝল্ওয়া প্রকাশের সেই জগত যাকে

জগত বলাও কেবল রূপক অর্থে। প্রকৃতপক্ষে সেটা জগত ও জগদ্বাসী হতে অনেক ঊর্ধ্বে। কেননা স্থান ও কালের সীমনায় খোদায়ী রূপের পূর্ণ বিকাশ সীমাবদ্ধ হতে পারে না।

স্তরত্রয়ের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তার সম্পর্কঃ

এই তিনটি স্তরের সাথে হুজুর নবী করীমের পবিত্র সত্তার সংযোগ ও সম্পর্ক হল এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি শান রয়েছে।

১। বাশারিয়ত (মানবীয় রূপ), জড় জগতের সাথে রয়েছে যার সম্পর্ক।

২। মালাকিয়ত ও রূহানিয়ত (নূরী ও আত্মিক রূপ), নূরী জগত ও ঊর্ধ্ব জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের সাথে রয়েছে যার সম্পর্ক।

৩। মুহাম্মদীয়ত (প্রকৃত রূপ), অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লার যাত ও সিফাত, রূপ ও গুণের পূর্ণ বিকাশ স্থল হওয়া, আল্লাহর পবিত্র দরবার এবং খোদায়ী রূপের সাথে রয়েছে যার গভীর সম্পর্ক।

মি'রাজ ভ্রমণের তিনটি স্তর এবং হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি শানের সম্পর্ক ও পারস্পরিক সম্বন্ধকে হৃদয়ঙ্গম করার পর আয়াত শরীফের আলোকে মি'রাজ দর্শন অত্যন্ত সহজভাবে উপলব্ধি করা যায়। যার সারমর্ম হল এই যে, মি'রাজের উদ্দেশ্য বিশ্বকুল সরদার হুজুরের নিজ শান যোগ্য উন্নত ও উচ্চ পদ মর্যাদায় পৌছে যাওয়া। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত শানত্রয় এইরূপ যে, সমস্ত মুহাম্মদী গুণ এগুলোর প্রতিই প্রত্যাবর্তন করে এবং এই তিনটি শানই প্রত্যেক নবী গুণের প্রস্রবণ। সুতরাং এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটার উত্থান মি'রাজের পূর্ণতার জন্যে জরুরী হয়ে পড়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাশারিয়ত (মানবীয় রূপ) নূরানিয়ত (নূরী রূপ) ও মাযহারিয়ত (প্রকৃত রূপ) সবটার উত্থান জরুরী হয়ে পড়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক কিছুর উত্থান সেই জগতেই কল্পনা করা যায় যে জগতের সাথে তার সম্পর্ক পাওয়া যায়। এইজন্য বাশারিয়তের মি'রাজ হবে মানব জগতে, নূরানিয়ত ও রূহানিয়তের মি'রাজ আত্মা ও নূরের জগতে এভাবে হাকীকতে মুহাম্মদীয়া অর্থাৎ খোদার মাযহারিয়তের (রূপ বিকাশের) মি'রাজ হবে আল্লাহ তায়া'লার দরবারে।

আয়াত শরীফের আলোচ্য বিষয়ে চিন্তা করলে প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ মোবারক অবিকল এই ধারায় সংঘটিত হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

দেখুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারাম থেকে রওয়ানা হয়ে মসজিদে আকসায় পৌঁছেন যেখানে সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম হুজুর আলাইহিস সালামের ইকতেদা করেছেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়েছেন সবার ইমাম। মসজিদে আকসা রয়েছে জড় জগতে এবং ওতে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র বাশারিয়তের এমন উত্থান হয়েছে যে, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র বাশারিয়তের পিছনে ইকতেদা করেছেন। মসজিদে আকসায় হুজুরের বাশারিয়ত আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের ইমাম হওয়া, তাঁর বাশারিয়তের মি'রাজ এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, মানব জগতে মনুষ্যত্ব ও বাশারিয়তের (মানবতা) পূর্ণতাধারীরা অর্থাৎ হযরাতে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম পিছনে রয়েছেন এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের বাশারিয়ত রয়েছে সবার আগে। তারপর যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম মসজিদে আকসা থেকে আকাশমন্ডলীতে গমন করেন এবং সপ্তম আসমান অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন, এ হল সেই স্থান যেখান থেকে আল্লাহ তায়া'লার বড় বড় ফেরেশতারাও অগ্রসর হতে পারে না। প্রথম আসমান থেকে শুরু করে সিদ্‌রা পর্যন্ত সকল রূহানী ও নূরানী মাখলূক অর্থাৎ সম্মানিত ফেরেশতাগণ পিছনে রয়ে যান এমন কি জিব্‌রীল আলাইহিস সালামও ওখান থেকে অগ্রসর হতে পারেননি। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে পিছনে রেখে সিদ্‌রাতুল মুনতাহার উপরে চলে যান। হুজুর আলাইহিস্ সালামের সিদরা অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়া হুজুর আলাইহিস্ সালামের হাকীকতে মালাকিয়া এবং তাঁর নূরানিয়ত ও রূহানিয়তের উজ্জ্বল মি'রাজ ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ফেরেশ্‌তা জগতে হুজুর আলাইহিস সালামের নূরানিয়ত ও রূহানিয়ত প্রকৃতপক্ষে মালাকিয়াতের মি'রাজ।

অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থান ও কালের সীমানা পেরিয়ে আরশের উপরে পৌঁছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে উপস্থিত হওয়া, এবং 'ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা ক্বা-বা কাউসাইনে আও আদ্‌না'র* উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং কোন পর্দা ছাড়াই স্বচক্ষে আল্লাহ তায়া'লাকে অবলোকন করা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের হাকীকতে মুহাম্মদীয়া ও প্রকৃত রূপের মি'রাজ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ঐ আরশে

* ৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আযীম, যা প্রকৃত রূপের (অর্থাৎ খোদায়ী রূপ) কিরণসমূহের উচ্চতম বিকাশস্থল, সেভাবে পিছনে রয়ে গেল যেভাবে মসজিদে আকসায় মনুষ্যত্বের পূর্ণতাধারী আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম পিছনে রয়ে যান এবং সিদরাতুল মুন্‌তাহায় মালাকিয়ত ও নূরানিয়তধারী মুকার্‌রব (আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত) ফেরেশতাগণ পিছনে রয়ে যান। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের আগে চলে যান। ঠিক সেভাবে খোদায়ী রূপের উচ্চতম বিকাশস্থল আরশে আযীমও পিছনে রয়ে গেল আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থান, কাল, উর্ধ্ব ও অধকে পিছনে রেখে এমন জগতে, যাকে জগত বলা প্রকৃতপক্ষে রূপক অর্থে (বুঝানোর সুবিধার্থে); নিজ হাকীকতে মুহাম্মদীয়া ও প্রকৃত রূপ সহকারে ঐ আরশে আযীমের উচ্চতার চেয়ে উচ্চ হয়ে সেই শুণ (সিফাত) বিশিষ্ট সত্তার (যাত) সাথে মিলিত হন যার যাত ও সিফাতগত রূপের পূর্ণাঙ্গতম বিকাশ স্থল ছিলেন তিনি। তাঁর কথা শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর রূপ অবলোকন করেছেন। না তাঁর কথা শ্রবণ কারী এবং তাঁকে অবলোকনকারী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ ছিল, না আল্লাহর কথা শ্রবণকারী এবং তাঁকে অবলোকনকারী তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ছিল। হুজুর আলাইহিস সালাম আল্লাহর সামী' ও বাসীর ছিলেন এবং আল্লাহ তায়া'লা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামী' ও বাসীর ছিলেন।

মাহ্‌বূবে ইলাহী হযরত খাজা নিযামউদ্দিন দেহলভী (রহঃ) এর মলফূযাত 'ফাওয়ায়িদুল ফুওয়াদে'র একখানা উদ্ধৃতি তো ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি বলেন, মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ইসরা, ওখান থেকে আকাশ মন্ডলী পর্যন্ত মি'রাজ এবং আকাশমন্ডলী থেকে 'ক্বা-বা কাউসাইন' পর্যন্ত ই'রাজ। এই মোবারক বাণীও অধমের সাবেক আলোচনার প্রতি দ্ব্যর্থহীন ও সুস্পষ্ট নির্দেশ করছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতির ফার্সী ইবারতের বাংলা সারমর্ম নিম্নরূপঃ

'কোন খাদেম আরজ করল, হুজুর! লোকেরা বলে– ক্বলবেরও মি'রাজ হয়েছিল, কায়ারও এবং আত্মারও, প্রত্যেকটার মি'রাজ কিভাবে হয়েছিল? হুজুর খাজা গরীবে নাওয়ায উত্তরে এই পংক্তি পাঠ করলেনঃ

تَظُنُّ خَيْرًا وَلَاتَسْئَلْ عَنِ الْخَيْرِ

অর্থাৎ ভাল ধারণা রেখো এবং ভালর বিশ্লেষণ করতে যেয়ো না" (ফাওয়ায়িদুল ফুওয়াদ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২০৮)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

উদ্দেশ্য হল এ যে, এই ঘটনা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যকার রহস্য বিশেষ, যাকে মেনে নাও এবং তার আকৃতি-প্রকৃতির অনুসন্ধানে যেয়ো না। এই বক্তব্য থেকেও অধমের আলোচনার উপর এভাবে আলোক রশ্মি পড়ছে যে,

কায়া হল বাশারিয়ত, আত্মা মালাকিয়ত এবং ক্বলব আল্লাহর মাযহারিয়ত, তিনটারই মি'রাজ হয়েছে। এ হল সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এর বিশ্লেষণ সেটাই ছিল যা অধম সবিস্তারে বর্ণনা করেছি।

সংক্ষিপ্ত সার হল– আল্লাহ তায়া'লা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাশারিয়ত, মালাকিয়ত ও মাযহারিয়ত তিনটারই মি'রাজ করিয়েছেন।

বাশারিয়ত এই জগতের বস্তু, তার মি'রাজ এখানে অর্থাৎ মসজিদে আকসায় হয়েছে। মালাকিয়ত ও নূরানিয়ত আকাশ জগতের সাথে সম্পর্ক রাখে, তার মি'রাজ হয়েছে আকাশমন্ডলীতে। মাযহারিয়তে হক্কিয়া আল্লাহ তায়া'লার যা-ত ও সিফাতের সাথে সম্পর্কিত, এইজন্য তার মি'রাজ হয়েছে আরশের উপরে লা-মকানে, যেখানে হুজুর আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তায়া'লার দর্শন লাভ করেছেন। বাশারিয়তের মি'রাজ 'ইলাল মসজিদিল আকাসা'য় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আসমানী মি'রাজ 'লিনুরিয়াহু মিন আ-য়া-তিনা'য় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আরশোর্ধ্ব মি'রাজ, খোদার নৈকট্য ও দীদারে ইলাহীর উল্লেখ 'ইন্নাহু হুয়াস সামীউল বাসীর'এ রয়েছে।

প্রতীয়মান হল– মি'রাজ ভ্রমণের তিনটি অংশ কেবল এইজন্য যে, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি গুণ রয়েছে। প্রত্যেকটা গুণের মি'রাজ স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছে। আমাদের এই বর্ণনা থেকে কেউ যেন ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত না হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাশারিয়তের যখন মি'রাজ হয়েছে তখন রূহ মোবারক ছিল না অথবা যখন হুজুর আলাইহিস্ সালামের মালাকিয়তের মি'রাজ আকাশমন্ডলীতে হয়েছে তখন শরীর মোবারক সঙ্গে ছিল না। এইভাবে যখন হুজুর আলাইহিস্ সালামের মায্হারিয়তের (প্রকৃত রূপ) মি'রাজ হয়েছিল তখন রূহ মোবারক অথবা শরীর মোবারক উপস্থিত ছিল না। কারণ ঐ সমুদয় স্তরে হুজুর আলাইহিস্ সালামের শরীর মোবারকও ছিল রূহ মোবারকও। যখন মসজিদে আকসা থেকে আকাশমন্ডলী ও সিদরাতুল মুনতাহায় গমন করেন তখনও রূহ মোবারক তাঁর শরীর মোবারকে বর্তমান ছিল। তবে এটা অবশ্যই হয়েছে যে, এই মনুষ্য জগতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র

বাশারিয়ত ছিল সক্রিয় এবং মালাকিয়ত সুপ্ত। যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম শরীর ও রূহ মোবারক সহকারে ফেরেশতা জগতে পৌঁছলেন তখন হুজুর আলাইহিস্ সালামের বাশারিয়ত সুপ্ত এবং মালাকিয়ত সক্রিয় হয়ে যায়। আর যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম 'দানা ফাতাদাল্লা'র মাকামে আত্মপ্রকাশ করেন তখন বাশারিয়ত ও মালাকিয়ত উভয়ই সুপ্ত হয়ে যায় এবং মাযহারিয়তের গুণ সুপ্ততা থেকে সক্রিয় হয়ে উঠে। উদাহরণ স্বরূপ– মানুষ যখন কারো প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তখন তার মধ্যে দয়ার গুণও বর্তমান থাকে, কথা বলার সময় নীরবতার এবং নীরবতার সময় কথা বলার শক্তি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। নড়াচড়ার সময় স্থিতিশিলতা এবং স্থিতির সময় নড়াচড়ার শক্তি মানুষের মধ্যে বর্তমান থাকে।

অনুরূপভাবে বাশারিয়তের মি'রাজের সময় হুজুর আলাইহিস্ সালামের মালাকিয়ত ও মাযহারিয়ত বর্তমান ছিল এবং মালাকিয়তের মি'রাজের সময় বাশারিয়ত ও মাযহারিয়ত উভয় গুণই বহাল ছিল। অতঃপর মাযহারিয়তের মি'রাজ হয়েছে তখন বাশারিয়ত ও মালাকিয়ত উভয়ই যথারীতি ছিল। এ গুণত্রয়ের প্রত্যেকটার মি'রাজের সময় সেই হাকীকতেরই প্রাবল্য ছিল। মসজিদে আকসায় বাশারিয়ত, আকাশমন্ডলীতে মালাকিয়ত ও রূহানিয়ত এবং আরশের উপর হাকীকতে মাযহারিয়তকে আল্লাহ তায়া'লা প্রাবল্য দান করেছিলেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

মি'রাজের হাদীস

(সংক্ষিপ্ততার লক্ষ্যে কেবল অনুবাদই উল্লেখ করা হল)

হযরত আনাস ইবনে মালেক হযরত মালেক ইবনে সা'সাআহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের কাছে সেই রজনীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে রজনীতে তাঁর মি'রাজ হয়েছিল। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ফরমায়েছেনঃ একদা আমি কা'বার 'হাতীম' অংশে শুয়ে ছিলাম, হঠাৎ আমার কাছে একজন আগন্তুক এল। সে আমার বক্ষকে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত বিদীর্ণ করল। রাবী বলেন, আমি 'জারূদ'কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমার নিকটে বসা ছিলেন– 'এখান থেকে এই পর্যন্ত' এর অর্থ কি? তিনি বললেন, কণ্ঠণালী থেকে নাভী মোবারক পর্যন্ত। হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমায়েছেন, ঐ আগন্তুক আমার বক্ষ বিদীর্ণ করার পর আমার ক্বলব (হৃৎপিণ্ড) বের করল। অতঃপর আমার কাছে স্বর্ণের একখানা থালা আনা হয় যা ঈমান ও বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। তারপর আমার ক্বলব ধৌত করা হয় অতঃপর তা ঈমান ও বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ঐ ক্বলবকে বক্ষ মোবারকে যথাস্থানে রেখে দেয়া হল। এরপর আরোহণের জন্য একটি জানোয়ার (বাহন) আনা হয় যা (আকারে) খচ্চরের চাইতে ছোট এবং গাধার চাইতে বড় ছিল। (জারূদ হযরত আনাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হামযা! ওটাই কি বোরাক ছিল? হযরত আনাস বললেন হ্যাঁ।) তার দৃষ্টি যতদূর যেত সেখানে সে পা রাখতো। আমি ওতে আরোহণ করলাম। অতঃপর জিব্‌রীল আমাকে সঙ্গে নিয়ে (ঊর্ধ্বলোকে) যাত্রা করলেন। এমনকি আমরা প্রথম আসমানে পৌঁছে গেলাম।* তখন জিব্‌রীল (আঃ) তার দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল, এ কে? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। অতঃপর আসমানের ফেরেশ্‌তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনার সাথে কে আছে? তিনি বললেন,

* মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আসমানে যাওয়ার পূর্বে বায়তুল মোকাদ্দাসে গমন করার উল্লেখ এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমায়েছেন, আমি বোরাকে আরোহণ করে বায়তুল মোকাদ্দাসে এলাম। আমি আমার সওয়ারীকে সেই স্থানে বেঁধে রাখলাম যেখানে আম্বিয়া (নবীগণ) আলাইহিমুস্ সালাম তাঁদের সওয়ারী বেঁধে রাখতেন। অতঃপর আমি মসজিদে আকসায় প্রবেশ করলাম। (মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা-৯১) মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে–অতঃপর নামাযের সময় হয়ে গেল এবং আমি আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামের ইমামতি করলাম। (মুসলিম শরীফ, পৃষ্ঠা-৯৬) মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে– বায়তুল মোকাদ্দাস শরীফ যাওয়ার সময় আমি মূসা আলাইহিস্ সালামের কবরের নিকট দিয়ে গমন করেছি, তখন তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবার জিজ্ঞেস করা হল– তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জিব্‌রীল (আঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। বলা হল, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম ও বরকতময়। দরজা খুলে দেয়া হয়। যখন আমি ওখানে পৌঁছলাম তখন আদম (আঃ) এর সাক্ষাৎ হল। জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম (আঃ), তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম, তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান পুত্র ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর জিব্‌রীল আলাইহিস্ সালাম (আমাকে নিয়ে) ঊর্ধ্বে গমন করতঃ দ্বিতীয় আসমানে পৌঁছলেন এবং তার দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সাথে কে আছে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবার জিজ্ঞেস করা হল– তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ। তিনি (দ্বিতীয় আসমানের দারোয়ান) বললেন, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ, তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম ও বরকতময়। এ বলে তিনি দরজা খুলে দিলেন। যখন আমি ওখানে পৌঁছলাম তখন য়াহয়া ও ঈসা (আঃ) এর সাক্ষাৎ হয় তাঁরা দু'জন পরস্পর খালাতো ভাই। জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, এঁরা হলেন য়াহয়া ও ঈসা, আপনি তাঁদের সালাম করুন। আমি তাঁদেরকে সালাম করলাম। তাঁরা উভয়ে সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর জিবরীল (আঃ) আমাকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যান এবং তার দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে আছে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ। তার উত্তরে বলা হল, তাঁকে স্বাগতম, তাঁর শুভাগমন খুবই বরকতময় হয়েছে এবং দরজা খুলে দেয়া হয়। যখন আমি ওখানে পৌঁছলাম তখন য়ূসুফ (আঃ) এর সাক্ষাৎ হয়। জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, ইনি য়ূসুফ, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। এরপর জিব্‌রীল (আঃ) চতুর্থ আসমানে আমাকে নিয়ে যান এবং তার দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে আছে? জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। চতুর্থ আসমানের দারোয়ান বললেন, তাঁর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম ও বরকতময় এবং দরজা খুলে দেয়া হয়। অতঃপর যখন আমি ওখানে পৌঁছলাম তখন ইদ্রীস (আঃ) এর সাক্ষাৎ হয়। জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, ইনি ইদ্রীস, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর জিব্‌রীল (আঃ) আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করেন এবং পঞ্চম আসমানে পৌঁছে যান। তিনি তার দরজা খুলতে বললেন, জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে আছে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। পঞ্চম আসমানের দারোয়ান বললেন, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম ও বরকতময়। যখন আমি ওখানে পৌঁছলাম তখন হারূন (আঃ) এর সাক্ষাৎ হয়। জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, ইনি হারূন, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর জিব্‌রীল (আঃ) আমাকে ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যান এমনকি আমরা ষষ্ঠ আসমানে পৌঁছে যাই। জিব্‌রীল (আঃ) তার দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে আছে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ঐ ফেরেশতা বললেন, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম ও বরকতময়। আমি ওখানে পৌঁছলাম তখন মূসা (আঃ) এর সাক্ষাৎ হল। জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, ইনি মূসা, তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর যখন আমি (তাঁকে অতিক্রম করে) অগ্রসর হলাম তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল– আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, আমি এইজন্য কাঁদছি যে, আমার পরে এমন একজন পবিত্র যুবককে (নবীরূপে) পাঠানো হল যার উম্মত আমার উম্মতের চাইতে অধিক সংখ্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর জিব্‌রীল (আঃ) আমাকে নিয়ে সপ্তম আসমানে আরোহণ করলেন এবং দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হল, কে? তিনি বললেন, জিব্‌রীল। আবার জিজ্ঞেস করা হল, আপনার সঙ্গে কে আছে? তিনি বললেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি

বললেন, হ্যাঁ। ঐ ফেরেশতা বললেন, তাঁর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। তাঁর শুভাগমন কতই না উত্তম ও বরকতময়। যখন আমি ওখানে পৌঁছলাম তখন ইব্‌রাহীম (আঃ) এর সাক্ষাৎ হয়। জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, ইনি আপনার পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ), তাঁকে সালাম করুন। হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমায়েছেন, আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, পুণ্যবান পুত্র ও পুণ্যবান নবীর প্রতি সাদর সম্ভাষণ। অতঃপর আমাকে 'সিদরাতুল মুন্‌তাহা' পর্যন্ত উঠানো হয়। সিদ্‌রা বৃক্ষের ফল ছিল 'হাজর' অঞ্চলের মটকার ন্যায় এবং তার পাতা হাতীর কানের মত। জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, এটাই 'সিদ্‌রাতুল মুনতাহা।'* ওখানে চারটি নহর ছিল, দু'টো অপ্রকাশ্য এবং দু'টো প্রকাশ্য। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্‌রীল! এই নহরের তাৎপর্য কি? তিনি বললেন, অপ্রকাশ্য নহর দু'টো হল জান্নাতের দু'টি ঝর্ণাধারা। আর প্রকাশ্য দু'টো হল (মিশরের) নীল ও (ইরাকের) ফোরাত নদী। অতঃপর 'বায়তুল মা'মূর'কে আমার সম্মুখে প্রকাশ করা হয়। তারপর আমাকে দেয়া হল এক পাত্র মদ, একপাত্র দুধ ও এক পাত্র মধু। আমি দুধই গ্রহণ করলাম। জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, এটাই স্বভাবজাত ধর্ম (ইসলামের) নিদর্শন। আপনি এবং আপনার উম্মত এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তারপর আমার উপর দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। যখন আমি ফিরে চললাম তখন মূসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মত দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে সক্ষম হবে না। খোদার কসম! আপনার পূর্বে আমি লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইস্রাঈলের সাথে আমি কঠোর নীতি অবলম্বন করেছি। অতএব (সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাকে বলছি) আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং আপনার

---

* একদা হযরত ইবনে আব্বাস সায়্যিদিনা কা'ব আহবার (রাঃ) এর কাছে আগমন করেন এবং বললেন, আপনি আল্লাহ তায়া''লার বাণী 'সিদরাতুল মুনতাহা'র অর্থ বর্ণনা করুন। হযরত কা'ব আহবার বলেছেন– সিদরাতুল মুন্‌তাহা হল আরশে ইলাহীর গোড়ায় একটি কুল বৃক্ষ। সমগ্র জগত ও মুকার্‌রব (আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য প্রাপ্ত) ফেরেশ্‌তা, নবী ও রাসূলদের ইলম ওখানেই থেকে যায়। এরপরে রয়েছে এমন অদৃশ্য যা আল্লাহ তায়া''লা ব্যতীত কেউ জানে না। (তাফসীরে ইবনে জারীর, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-২৮ ও তাফসীরে দুর্রে মান্‌সূর, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-১২৪)

সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহায় জিব্‌রীল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে রয়ে যান এবং (অপারগতা প্রকাশ করতঃ) আরজ করলেন لو دنوت انملة لاحترقت (তাফসীরে নীশাপূরী পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৩২) অনুরূপভাবে রূহুল বয়ানে রয়েছে– জিব্‌রীল (আঃ) যখন 'সিদরাতুল মুনতাহা' থেকে অগ্রসর হতে পারেননি তখন এটাই আরজ করলেন, হুজুর! যদি আমি আঙ্গুলের এক পাক পরিমাণও অগ্রসর হই তাহলে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাব। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সিদরা' অতিক্রম করে আরশেরও উপরে চলে যান এবং জিব্‌রীল (আঃ) বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে রয়ে যান। যা থেকে প্রমাণিত হল– (হুজুরের) নূরী শক্তি মালাকী শক্তির চেয়েও অনেক প্রবল। (রূহুল বয়ান, খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬৭)

islamibookbd.wordpress.com

উম্মতের জন্যে নামায হ্রাসের আবেদন করুন। তখন আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তায়া'লা আমার উপর থেকে দশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। তারপর আমি মূসা (আঃ) এর নিকট এলাম। তিনি এবারও অনুরূপ বললেন। আমি দ্বিতীয়বার (আল্লাহর কাছে) ফিরে গেলাম। আল্লাহ তায়া'লা আমার উপর থেকে আরো দশ ওয়াক্ত নামায মাফ করে দিলেন। তারপর আমি মূসা (আঃ) এর নিকট এলাম। তিনি আবারও অনুরূপ বললেন। আমি আবার আল্লাহর কাছে ফিরে গেলাম। তখন আমাকে প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ দেয়া হল। আমি মূসা (আঃ) এর কাছে আবার ফিরে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকে কি আদেশ দেয়া হল? আমি বললাম, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তেও সক্ষম হবে না। আপনার পূর্বে আমি লোকদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং বনী ইস্রাঈলের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করেছি। তাই আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের দরবারে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য (নামায) আরো হ্রাসের আবেদন করুন। হুজুর ফরমালেন, আমি আমার মহান প্রতিপালকের কাছে কয়েকবার (নামায হ্রাসের) আবেদন করেছি, (পুনর্বার আবেদন করতে) আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। অতএব এখন আমি (এতটুকুতেই) সন্তুষ্ট এবং আমার প্রতিপালকের আদেশে আনুগত্য প্রকাশ করছি। হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমায়েছেন, আমি (মূসা (আঃ)কে অতিক্রম করে) অগ্রসর হলাম, তখন জনৈক আহ্বানকারী আওয়াজ দিয়ে বললেন, আমার আদেশ আমি জারী করে দিলাম এবং আমার বান্দাদের জন্য তা লঘু করে দিলাম। (বুখারী শরীফ- খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৪৮)

বুখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায় সিদরাতুল মুনতাহার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়া'লার এইরূপ নৈকট্যের উল্লেখ রয়েছে যাকে 'ক্বা-বা কাওসাইনে আও আদনা' দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। হাদীস শরীফের ভাষা নিম্নরূপঃ

حَتّٰى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى دَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلّٰى حَتّٰى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়া'লা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিংবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়া'লার আরো নৈকট্য চাইলেন এমনকি আল্লাহ তায়া'লা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই ধনুক পরিমাণ

কিংবা তার চেয়েও নিকটতম হয়ে যান। (বুখারী শরীফ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১২০) আল্লাহ তায়া'লার বরকতময় রূপ স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। (আইনী, খণ্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৭০, ফাতহুল বারী, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা- ৪১৭, নিব্রাস, শরহে আকায়েদ)

আসমানী মি'রাজ কতদূর পর্যন্ত হয়েছে- এতে আহলে সুন্নাতের ওলামাদের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কতেকের অভিমত হল- সিদ্রাতুল মুনতাহা ও জান্নাতুল মাওয়া পর্যন্ত হুজুর আলাইহিস্ সালাম তশরীফ নিয়েছেন। কেউ কেউ বলেছেন, আরশ পর্যন্ত হুজুরের মি'রাজ হয়েছে। আর একটি অভিমত হল- হুজুর আলাইহিস্ সালাম আরশের উর্ধ্বে তশরীফ নিয়েছেন। অর্থাৎ বস্তু জগতের শেষ পরিসীমা যার পরে কিছুই নেই; না বায়ু, না স্থান ও কাল বরং অস্তিত্বহীনতাই রয়েছে। (শরহে আকায়েদ নাসাফী, নিব্রাস)

'ইস্রা' অর্থাৎ মসজিদে হারাম থেকে বায়তুল মোকাদ্দস পর্যন্ত গমন করা অকাট্য ও সন্দেহাতীত যার অস্বীকারকারী মুসলমান নয়। পৃথিবী থেকে আকাশ পানে মি'রাজ হওয়া 'মশহুর'* হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যার অস্বীকারকারী ফাসিক, বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর। অতঃপর আকাশমন্ডলী থেকে জান্নাত পানে, আরশ কিংবা আরশের উর্ধ্বে লা-মকান পর্যন্ত 'আ-হাদ'** হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যার অস্বীকারকারী গুরুতর অপরাধী ও গুনাহগার। (শরহে আকায়েদ, নিব্রাস, পৃষ্ঠা-৪৭৪)

وَلِذَا اخْتُلِفَ فِى الْاِنْتِهَاءِ فَقِيْلَ اِلَى الْجَنَّةِ وَقِيْلَ اِلَى الْعَرْشِ وَقِيْلَ اِلٰى مَافَوْقَهٗ وَهُوَ مَقَامُ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى.

এই কারণে মত পার্থক্য হয়েছে যে, মি'রাজ কতদূর পর্যন্ত হয়েছিল? এক মতে আরশ পর্যন্ত অপর এক মতে বর্ণিত হয়েছে- হুজুর আরশের উর্ধ্বে তশরীফ নিয়েছেন আর তা হল- 'দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা ক্বা-বা কাওসাইনে আও আদনা'র মাকাম। (শরহে ফিক্হে আকবর, পৃষ্ঠা- ১৩৬)

دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى (وَجَاوَزَ السَّبْعَ الطِّبَاقَ) وَهِىَ السَّمٰوٰتُ اَوْ جَاوَزَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى وَوَصَلَ اِلٰى مَحَلٍّ مِّنَ الْقُرْبِ سَبَقَ بِهِ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ اِذْ لَمْ يَصِلْ اِلَيْهِ نَبِىٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ.

* হাদীসে মশহুর- যে হাদীসের বর্ণনার প্রতি স্তরে অন্ততঃ তিনজন বর্ণনাকারী রয়েছেন।
** আ-হাদ হাদীস- যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা 'মশহুর' এর পর্যায়ে পৌঁছেনি।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রজনীতে সপ্ত আসমান ও সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে চলে যান এবং নৈকট্যের এমন মাকামে পৌছেন যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সবাইকে ডিঙ্গিয়ে যান। কেননা যেখানে হুজুর আলাইহিস্ সালাম পৌছেছেন সেখানে না কোন নবী পৌছেছেন, না রাসূল, না কোন মুকার্‌রব ফেরেশতা। (যুরকানী, খণ্ড- ৬ পৃষ্ঠা- ১০১)

وَدُنُوِّالرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَتَدَلِّيْهِ عَلٰى مَافِىْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ عَنْ اَنَسٍ (كَانَ فَوْقَ الْعَرْشِ لَاإِلَى الْاَرْضِ)

আল্লাহ তায়া'লার (তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নিকটবর্তী হওয়া এবং অধিক নৈকট্য চাওয়া, তা ছিল আরশের উপরে যমীনে নয়। (যুরকানী- খণ্ড- ৬, পৃষ্ঠা-৯৯)

মি'রাজ স্বপ্নযোগে হওয়ার অভিমত পোষণকারীদের আপত্তিসমূহ ও তার অপনোদন

যারা সশরীরে মি'রাজ হওয়াকে স্বীকার করে না এবং স্বপ্নযোগে হওয়ার অভিমত পোষণ করে তাদের আপত্তিসমূহ উত্তর সহ নিম্নরূপঃ

প্রথম আপত্তিঃ

আল্লাহ তায়া'লা কুরআন মজীদে ফরমানঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ.

আর (হে মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত- ৬০)

কতেক তাফসীরকার এ আয়াতের প্রসঙ্গ মি'রাজ বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মি'রাজ হয়েছে স্বপ্নযোগে। কেননা 'রুয়া' আরবী ভাষায় স্বপ্নকে বলে।

এর উত্তর হল এই যে, একদল তাফসীরকার আয়াতের প্রসঙ্গ হোদাইবিয়া অথবা বদরের স্বপ্ন বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব উক্ত আয়াত মি'রাজ প্রসঙ্গে হওয়া অকাট্য ও সন্দেহমুক্ত রইল না। এছাড়া 'রুয়া' শব্দটি 'চাক্ষুষ দর্শন' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বিশেষতঃ রাত্রি বেলায় চর্মচক্ষে অবলোকনের অর্থে এই শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। দেখুন, দেওয়ানে মুতানাব্বীতে রয়েছে।

مَضَى اللَّيْلُ وَالْفَضْلُ الَّذِىْ لَكَ لَايَمْضِىْ
وَرُؤْيَاكَ اَحْلٰى فِى الْعُيُوْنِ مِنَ الْغَمْضِ

রাত শেষ হয়ে গেল কিন্তু তোমার অনুগ্রহ শেষ হবার নয় এবং তোমার রূপ দর্শন চোখের কাছে নিদ্রা অপেক্ষা মজাদার। (দেওয়ানে মুতানাব্বী, পৃষ্ঠা-১৮৮)

এই পংক্তিতে 'রুয়া' শব্দটি 'চাক্ষুষ দর্শন' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

هِىَ رُؤْيَا عَيْنٍ اُرِيَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِهٖ اِلٰى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ.

তা হল চাক্ষুষ দৃশ্য (স্বপ্ন নয়), যা সেই রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করানো হয়েছিল যে রাতে তাঁকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। (বুখারী শরীফ- খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ৫৫০)

কিরমানী এই হাদীস প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

رُؤْيَا عَيْنٍ قَيَّدَ بِهٖ لِلْاِشْعَارِ بِاَنَّ رُؤْيَا بِمَعْنَى الرُّؤْيَةِ فِى الْيَقْظَةِ لَارُؤْيَا النَّائِمِ.

'রুয়া' কে চর্ম চক্ষের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন এটা প্রকাশ করার জন্য যে, 'রুয়া' শব্দ এখানে জাগ্রতাবস্থায় অবলোকন অর্থে ব্যবহৃত। ঘুমন্ত লোকের স্বপ্ন অর্থে নয়। (কিরমানী, হাশিয়া-৫)

দ্বিতীয় আপত্তিঃ

বুখারী শরীফে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে হযরত আনাস মি'রাজের পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছেনঃ

فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হলেন তখন তিনি মসজিদে হারামে ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ কোন কোন হাদীসে وَهُوَ نَائِمٌ بَيْنَا اَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এসেছে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে- بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ. এই সমস্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ স্বপ্নাবস্থায় হয়েছে।

এর উত্তর ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী ফাতহুল বারীতে এবং ইমাম বদরুদ্দিন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

আইনী ওমদাতুল ক্বারীতে দিয়েছেন। আমরা সেটাই উল্লেখ করছি।

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ প্রসঙ্গে বলেনঃ

وَاَقَلُّهُ قَوْلُهُ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاِنْ حُمِلَ عَلٰى ظَاهِرِهٖ جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ نَامَ بَعْدَ اَنْ هَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَجَازَ اَنْ يُّؤَوَّلَ قَوْلُهُ اِسْتَيْقَظَ اَىْ اَفَاقَ مِمَّا كَانَ فِيْهِ فَاِنَّهُ كَانَ اِذَا اُوْحِىَ اِلَيْهِ يَسْتَغْرِقُ فِيْهِ فَاِذَا انْتَهٰى رَجَعَ اِلٰى حَالَةِ الْاُوْلٰى فَكَنٰى عَنْهُ بِالْاِسْتِيْقَاظِ اِنْتَهٰى.

তার নিম্নতম হল রাবীর এই উক্তি– অতঃপর হুজুর আলাইহিস্ সালাম জাগ্রত হলেন তখন তিনি মসজিদে হারামে ছিলেন। এই উক্তিকে প্রকাশ্য অর্থে প্রয়োগ করাও জায়েয আছে এবং তার বিশ্লেষণও করা যেতে পারে। প্রকাশ্য অর্থে প্রয়োগ করা হলে বলব যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমান থেকে প্রত্যাগত হয়ে মসজিদে হারামে শুয়ে ছিলেন। অতঃপর যখন জাগ্রত হন তখন তিনি মসজিদে হারামেই ছিলেন। আর যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তার অর্থ হবে এই– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মি'রাজের অবস্থা থেকে স্বাভাবিক হলেন তখন তিনি মসজিদে হারামে ছিলেন। কেননা যখন হুজুর আলাইহিস্ সালামের কাছে ওহী আসতো তখন তিনি তাতে ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন যখন ওহী শেষ হতো তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম ধ্যানমগ্নতার অবস্থা থেকে স্বাভাবিক হয়ে যেতেন। হুবহু এই অবস্থা মি'রাজের সময়ও হয়েছে যতক্ষণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে ছিলেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঐ ধ্যানমগ্নতার অবস্থা বিরাজ মান ছিল। যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম মসজিদে হারামে প্রত্যাগত হন তখন ঐ অবস্থা চলে যায় এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাম পূর্বাবস্থায় ফিরে আসেন। রাবী 'ইস্তায়কাযা' বলে ইঙ্গিতে সেটাই বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৪১০)

ইমাম ইবনে হাজর আরো অগ্রসর হয়ে এই প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবীর অভিমত বর্ণনা করেছেন, যার সারসংক্ষেপও এই– হুজুর আলাইহিস্ সালামের এই জাগ্রত হওয়া সেই নিদ্রা হতে যা হুজুরকে পেয়েছিল মি'রাজ থেকে প্রত্যাগত হওয়ার পর। কেননা মি'রাজ সমগ্র রাতে হয়নি, তা তো হয়েছিল অতি অল্প সময়ে এবং হুজুর

আলাইহিস্ সালাম মি'রাজ থেকে প্রত্যাগত হয়ে মসজিদে হারামে ঘুমিয়ে পড়েন। সকালে যখন জাগ্রত হলেন তখন মসজিদে হারামেই ছিলেন।

এও হতে পারে যে, এখানে 'ইস্তীকায' (اِسْتِيْقَاظ) অর্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা। কেননা ঊর্ধ্ব জগত ও বৃহত্তম নিদর্শনাবলী অবলোকনের অবস্থা হুজুর আলাইহিস্ সালামের উপর এতই প্রবল ছিল যে, বাশারিয়ত ও জড় জগতের প্রতি হুজুর আলাইহিস্ সালামের কোন ধ্যানই ছিল না। এমনকি মসজিদে হারামে পৌছা পর্যন্ত এই অবস্থাই বহাল থাকে। যখন মসজিদে হারামে উপস্থিত হন তখন বাশরিয়তের রূপ ধারণ করেন এবং সাবেক অবস্থা হতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। এই স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাগমনকে রাবী اِسْتَيْقَظَ বলে ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঊর্ধ্ব জগত এবং বৃহত্তম নিদর্শনাবলীর অবস্থা হতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম মসজিদে হারামে ছিলেন। আর হুজুর আলাইহিস্ সালামের মোবারক বাণী 'আমি ঘুমিয়েছিলাম' এ দ্বারা মি'রাজের রজনীতে জিব্রাঈল (আঃ) এর আগমনের পূর্বে নিদ্রা যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্রাঈল (আঃ) এর আগমনের পূর্বে ঘুমিয়েছিলেন। জিব্রাঈল (আঃ) এসে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে জাগিয়ে তুলেছেন। অপর এক বর্ণনায় হুজুর আলাইহিস সালামের যে মোবারক বাণী এসেছে اَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ اَتَانِى الْمَلَكُ আমি নিদ্রা ও জাগার মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম, আমার কাছে জিব্রাঈল এলেন। তার অর্থ হল এই যে, হুজুর আলাইহিস্ সালামকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যখন জিব্রাঈল (আঃ) হাজির হয়েছিলেন তখন হুজুর আলাইহিস্ সালামের ঘুম মোবারক এতই হালকা ও পাতলা ছিল যাকে নিদ্রা ও জাগার মধ্যবর্তী অবস্থা বলে ব্যক্ত করা যায়। যখন জিব্রাঈল (আঃ) এলেন তখন তিনি এই হালকা নিদ্রা থেকে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে জাগিয়ে তুলেছেন। তারপর জাগ্রতাবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজে তশরীফ নিয়ে যান। (ফাতহুল বারী, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা- ৪১৭, উমদাতুল ক্বারী, খন্ড-২৫, পৃষ্ঠা-১৭৩)

অতএব প্রমাণিত হল– এই রেওয়ায়েতত্রয় থেকে একটাও মি'রাজ স্বপ্নযোগে হওয়ার দলীল নয় এবং অস্বীকারকারীদের আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

তৃতীয় আপত্তিঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

مَافَقَدَتْ جَسَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ

মি'রাজের রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক হারাইনি।

তার উত্তর হল এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ হয়েছিল নবুওয়াত প্রকাশের এক বা দেড় অথবা পাঁচ বছর পর ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে। এই অভিমতসমূহের আলোকে মি'রাজ মোবারক হিজরতের আট বছর বা সাড়ে এগার বছর অথবা বার বছর পূর্বে হয়েছিল। আর হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) শাদী মোবারক হয়েছে হিজরতের পর যখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার বয়স ছিল নয় বছর। প্রকাশমান যে, এমতাবস্থায় কোন কোন অভিমতের প্রেক্ষিতে মি'রাজের সময় হযরত আয়েশার জন্মও হয়নি। আর যদি তাঁর জন্ম স্বীকারও করা হয় তথাপি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর উপস্থিতি ছিল হিজরতের পরেই। অতএব তাঁর এই উক্তিকরণ যে, 'আমি মি'রাজের রাতে হুজুর আলাইহিস্ সালামের দেহ মোবারক হারাইনি' কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে? বাকী এই আপত্তি যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) এ হাদীস এই শব্দাবলীতেও বর্ণিত হয়েছে যে,

مَافُقِدَ جَسَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ *

তার উত্তর হল এই যে, মুহাদ্দেসীনের মতে এই রেওয়ায়েত সন্দেহমুক্তভাবে প্রমাণিত নয় বরং সংশয়পূর্ণ। মোট কথা, مَافَقَدَتْ এবং مَافُقِدَ উভয় রেওয়ায়েতই যুক্তি (দেরায়ত) ও বর্ণনার (রেওয়ায়েত) দৃষ্টিকোণ থেকে শুদ্ধ নয়। সুতরাং এ দ্বারা আপত্তি উত্থাপন করা অযথার্থ।

আর যদি এই হাদীসকে সহীহ বলে স্বীকার করতঃ এই অর্থ বুঝানো হয় যে, উম্মুল মো'মেনীন (রাঃ) মি'রাজ মোবারকের দ্রুততা এবং তা স্বল্প সময়ে হওয়ার কথা বর্ণনা করছেন যে, হুজুর আলাইহিস্ সালামের গমনাগমন এতই দ্রুততার সাথে সম্পন্ন হয়েছে– যেন দেহ মোবারক অদৃশ্যই হয়নি। তাহলে এই অর্থ অপরাপর রেওয়ায়েতসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে সহীহ সাব্যস্ত হবে।

চতুর্থ আপত্তিঃ

এই যে, কুরআন শরীফের আয়াত ** مَاكَذَبَ الْفُؤَادُ مَارٰى দ্বারাও বুঝা যাচ্ছে যে,

* অর্থাৎ মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক হারায়নি।

** অর্থাৎ যা তিনি দেখেছেন তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি।

মি'রাজ স্বপ্নযোগে হয়েছে। এর উত্তর হল এই যে, এখানে এমন কোন শব্দ নেই যাকে নিদ্রা ও স্বপ্ন অর্থে ব্যবহার করা যাবে। আয়াতের অর্থ হল– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বলব মোবারক সেই বস্তুকে অস্বীকার করেনি যা চোখ মোবারক অবলোকন করেছে। অর্থাৎ মি'রাজের রাতে হুজুর আলাইহিস্ সালাম নিজ চোখে যা কিছু অবলোকন করেছেন, তাতে হুজুর আলাইহিস্ সালামের কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয় ঘটেনি। তার প্রমাণ হল এই আয়াতঃ مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَغٰى (তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, এবং লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি) 'বসর' (بصر) শব্দ সচক্ষে অবলোকনের জন্য ব্যবহৃত হয়। স্বপ্নে অবলোকনকে 'বসর' বলা হয়না। আলহামদুলিল্লাহ! মি'রাজ স্বপ্নযোগে হওয়ার অভিমত পোষণকারীদের সমুদয় আপত্তির অপনোদন হয়ে গেল।

ন্যাচারী ও মি'রাজ প্রসঙ্গ

প্রকৃতপক্ষে মি'রাজের ঘটনা ঈমানের একটি কষ্টিপাথর। যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়া'লার যা'ত ও সিফা'ত, জ্ঞান ও শক্তি, মাহাত্ম্য ও প্রজ্ঞার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান রাখে এবং হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালত, সততা ও মহানুভবতাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, সে মি'রাজের ঘটনা বা এ জাতীয় অলৌকিক বিষয়াবলী কখনই অস্বীকার করতে পারে না; যখন কুরআন ও হাদীসে তার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা রয়েছে। নবুওয়াতের কাল থেকে শুরু করে প্রত্যেক যুগের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান মি'রাজকে কোন কুটিল ব্যাখ্যা ছাড়াই স্বীকার করে আসছে।

বাকী ঐ দ্বিধা ও আপত্তিসমূহ যেগুলো দার্শনিকদের অনুসরণে ন্যাচারীগণ উপস্থাপন করে যে, স্বভাবজাত, ধাতুগত, মৌল উপাদান (মাটি, হাওয়া, আগুন ও পানি) দ্বারা গঠিত শরীরের মৌল উপাদানের সীমা রেখা অতিক্রম করা এবং আকাশমন্ডলীতে আরোহণ করা অসম্ভব। আর আকাশমন্ডলীতে ছেঁড়া-ফাটাও সম্ভব নয়। অতঃপর স্থান ও কাল বিহীন কোন শরীরের অস্তিত্ব লাভও অসম্ভব। তাছাড়া রাতের সামান্যতম অংশে আকাশমন্ডলী ভ্রমণ করে ফিরে আসা কোন রূপেই সম্ভব নয়।

এ জাতীয় দ্বিধা ও আপত্তিসমূহের উত্তর হল এই যে, এই সমস্ত বিষয়ের অসম্ভব হওয়া বলতে তারা কি 'মুহালে আকলী' (বিবেকগত অসম্ভব) বুঝায় না 'আ-দী' (স্বভাবগত অসম্ভব)? যদি প্রথমটা হয়, তাহলে অদ্যাবধি 'ইস্তেহালায়ে আক্‌লিয়া' (বিবেকের দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব হওয়া)'র অস্তিত্বের উপর কোন প্রমাণ দাঁড় করা যায়নি। যত প্রমাণাদি দার্শনিকদের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে সে সব দ্বারা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

'ইস্তেহালায়ে আদীয়া' (স্বভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব হওয়া)-ই বুঝানো হয়। সুতরাং প্রতীয়মান হল– এ সমুদয় বিতর্কিত বিষয় 'মুহালাতে আদীয়া'র অন্তর্ভুক্ত। 'মুহালে আদী' 'মুমকিন বিয্যা'ত' (মূলের দিক থেকে সম্ভব) হয়ে থাকে। আর 'মুমকিন বিয্যা'ত' হল নশ্বর ও কুদ্‌রতের অধীন। অতএব এ সমুদয় বিষয় আল্লাহ তায়া'লার কুদরতের অধীনে প্রমাণিত হল। মি'রাজ করানো আল্লাহ তায়া'লার কাজ সুতরাং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে মৌল উপাদানের জগত থেকে আকাশমন্ডলীতে নিয়ে যাওয়া এবং রাতের সামান্যতম অংশে ফিরিয়ে আনা সব কিছুই আল্লাহ তায়া'লার কুদরত ও ক্ষমতা প্রয়োগের কৃতিত্ব সাব্যস্ত হয়েছে। যার উপর দার্শনিকদের কোন আপত্তি আসছে না। এইজন্য আল্লাহ তায়া'লা سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی ফরমায়েছেন। নিয়ে যাওয়ার সম্বন্ধ নিজের প্রতি করেছেন যেন আপত্তি উত্থাপনের কোন অবকাশ না থাকে।

মি'রাজ শরীফের অসম্ভব হওয়াই তা সংঘটিত হওয়ার দলীল

আমি তো এটাই আরজ করব– যদি দার্শনিকগণ মি'রাজ শরীফের অসম্ভব হওয়ার প্রমাণাদি দাঁড় না করতো তাহলে আমাদের দাবী প্রমাণিত হতো না। কারণ আমরা বলি মি'রাজ হুজুর আলাইহিস্ সালামের মো'জেযা, মো'জেযা হল সেটাই যা সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিকভাবে অসম্ভব হয়। অবিশ্বাসীদেরকে দুর্বল করার জন্য প্রয়োজন ছিল– প্রথমে তার স্বাভাবিক সম্ভবহীনতাকে প্রমাণ করা। যেন আল্লাহর কুদ্‌রত দ্বারা তার প্রকাশ ও সংঘটিত হওয়া মো'জেযা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

এখন প্রকাশমান যে, এ কাজ কোন মুসলমানের পক্ষে তো সম্ভব ছিল না– সে আল্লাহ তায়া'লার পূর্ণাঙ্গ কুদ্‌রতের উপর ঈমান রাখা সত্ত্বেও মি'রাজ অসম্ভব হওয়ার উপর প্রমাণ দাঁড় করবে। অতএব যে আল্লাহ তাঁর কুদ্‌রত দ্বারা মি'রাজের মত অসম্ভবকে সম্ভব নয় বরং ঘটিয়ে দিয়েছেন সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর পূর্ণাঙ্গ কুদ্‌রত দ্বারা দার্শনিকদের মত পথভ্রষ্ট ও ধর্মহীন লোকদের মাধ্যমে তা অসম্ভব হওয়ার উপর প্রমাণাদি দাঁড় করিয়েছেন। যেন অসম্ভব হওয়ার দাবী উত্থাপন সত্ত্বেও তা সংঘটিত হওয়া তার মো'জেযা হওয়ার দলীল সাব্যস্ত হয়। وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ السَّامِيَةُ (চূড়ান্ত প্রমাণ তো আল্লাহরই)

আশ্চর্য-যান্ত্রিক উন্নতির এ যুগেও মি'রাজ প্রসঙ্গে মানুষের সংশয়! অথচ কেবল যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক শক্তি বলে মানুষ পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কড়া যুক্ত করছে। পৃথিবী থেকে আকাশ পানে উড়ো জাহাজের উড্ডয়ন, নভোযানের গ্রহ

সমূহে পৌছার দাবী, কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করার দাবী তাও কেবল বৈদ্যুতিক শক্তি বলে! কিন্তু মি'রাজের ব্যাপারে এই বাস্তব বিষয়ের প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত না করা যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়া'লা নিজের পূর্ণাঙ্গ কুদ্‌রত দ্বারা তাঁর এইরূপ রূহানী ও নূরানী প্রেমাস্পদকে রাতারাতি ভ্রমণ করিয়েছেন, যার রূহানিয়তের অস্বীকার প্রকৃতি পূজারীরাও করতে পারে না। তারপর সওয়ারী হিসেবে নিয়েছেন 'বোরাক' যা بَرْقٌ (বর্‌ক) থেকে নির্গত। বর্‌ক বলা হয় বিদ্যুৎকে, যে বিদ্যুতের বলে দুর্বল মানুষ আজ মিনিটের মধ্যে হাজার হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। জগতের মহাশূন্য বিদীর্ণ করে আসমান ও গ্রহসমূহের দিকে উড্ডয়নের দাবী করতে পারে। অপরাপর সকল বিষয় বাদ দিয়ে কেবল এই বৈদ্যুতিক শক্তিকে যদি সামনে রাখা হয়, তবেও মি'রাজ প্রসঙ্গে কোন প্রকার সংশয় বাকী থাকে না।

এখন থাকছে আসমনের ছেঁড়া-ফাটার প্রশ্ন এ যুগের লোকেরা তো আসমানের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। সুতরাং ছেঁড়া-ফাটার অবকাশ কোথায় রইল।

আমাদের মতে আসমান এইরূপ সূক্ষ্মদেহী, যার মধ্যে ছেঁড়া-ফাটার প্রশ্নই উঠে না। বিস্তারিত জানার জন্য আমার পুস্তিকা 'কুরআন ও আসমান' পাঠ করুন, যার মধ্যে আসমানের শরীর সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রাঃ) সত্যায়ন

যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কোরাইশদের সম্মুখে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন তারা (নাউযুবিল্লাহ) উপহাস করল। মক্কার কোরাইশদেরকে সমবেত করে বিদ্রুপ করল আবু জাহ্‌ল। চতুর্দিক থেকে ছুটে এল লোকজন। প্রচুর মানুষ জমায়েত করে মিথ্যা প্রতিপাদন ও উপহাস করার উদ্দেশ্যে শুনানো হল মি'রাজের ঘটনা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর কাছে লোক পাঠান হল তাঁকে ডাকার জন্যে এবং তাঁকে বলল, আপনাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলছেন আমি রাতারাতি মক্কা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস এবং ওখান থেকে আকাশমন্ডলীতে পৌছেছি। অতঃপর সমগ্র আকাশমন্ডলী ভ্রমণ করে ফিরে এসেছি। তাঁর এইরূপ কথাও কি আপনি বিশ্বাস করবেন? সিদ্দীক আকবর (রাঃ) বললেন, আমি তো এর চেয়েও অধিক দুঃসাধ্য বিষয়ে তাঁর সত্যায়ন করি। যদি তিনি বলে থাকেন তাহলে তার সত্যতায় কোন সন্দেহ নেই। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হুজুর! আমি বায়তুল মোকাদ্দাস দেখেছি। হুজুর! আমার সম্মুখে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

তার ধরন বর্ণনা করুন। তখন বায়তুল মোকাদ্দাস (হুজুরের সম্মুখে) প্রকাশিত হয়ে যায়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আকসার গঠন ও তার আকৃতি-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়াবলী বর্ণনা করেন। (মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, ২য় খণ্ড)

কোরাইশের কাফিরগণ যারা মিথ্যা প্রতিপাদন ও উপহাস করার সুযোগ সন্ধানে ছিল, বলতে লাগল– আমরা আসমান তো দেখিনি কিন্তু মসজিদে আকসা দেখেছি। আপনি আমাদের সম্মুখে তার পূর্ণ আকৃতি, ধরন ও প্রকৃতি বর্ণনা করুন। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম বর্ণনা করতে শুরু করেন। বর্ণনার মাঝখানে এক বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। তখন আল্লাহ তায়া'লা মসজিদে আকসাকে হুজুর আলাইহিস সালামের সম্মুখে হযরত আকীল ইবনে আবি তালেবের (রাঃ) ঘরের নিকটে রেখে দিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দেখে বর্ণনা করতে থাকেন। এই স্থানে হুজুর আলাইহিস সালামের জ্ঞানকে অস্বীকার করা ভুল। কারণ, যদি জ্ঞান না হতো তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিতেন– প্রত্যেক কিছুর জ্ঞান আমার নেই। এছাড়া সিদ্দীক আকবর (রাঃ) এর সম্মুখে সবকিছু বর্ণনা করেছিলেন, তারপর জ্ঞান না থাকার কোন মানে হয়? জানা থাকা সত্ত্বেও কতেক বস্তুর প্রতি হুজুর আলাইহিস্ সালামের ধ্যান ছিল না, যার কারণে হুজুর আলাইহিস সালামের এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ তায়া'লা তাঁর মাহ্বূব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ অবস্থাকে দূরীভূত করার জন্যে মসজিদে আকসাকে হুজুরের সম্মুখে রেখে দেন। এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তায়া'লার পক্ষ থেকে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা দান প্রমাণিত হচ্ছে, সামান্যতম ধ্যানহীনতার কারণে যে বিব্রতকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, আল্লাহ তায়া'লা তা, দূরীভূত করার জন্যে অলৌকিকভাবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ শক্তি (কদরতে কামিলা) প্রকাশ করেছেন। যেমনিভাবে মি'রাজের ঘটনা মো'জেযা ছিল তেমনিভাবে তার দলীলেও মো'জেযা প্রকাশ করেছেন। যেন অলৌকিকভাবে দাবী ও দলীল পরস্পরে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে যায় এবং মো'মিনদের কাছে এই বাস্তব বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে যায়– যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ হযরত সোলায়মান (আঃ) এর জন্যে চোখের পলক ফেলার পূর্বে রাণী বিলকীসের বিশাল সিংহাসন আনতে পারেন তিনি তার পূর্ণাঙ্গ শক্তি দ্বারা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে মসজিদে আকসাকেও হাজির করতে পারেন। বাকী এই প্রশ্ন– ঐ অবস্থায় ফিলিস্তীনের অধিবাসীরা মসজিদে আকসাকে কেন অনুপস্থিত পায়নি? তার উত্তর হল এই– আল্লাহর মহাশক্তির কাছে এটা দুঃসাধ্য নয় যে, শাম দেশে মসজিদে আকসার

দর্শকদের সম্মুখে তার এইরূপ একটি সদৃশ স্থাপন করবেন যার দর্শন মসজিদে আকসা দর্শনের সমতুল্য হবে। * وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে আকসা সম্পর্কে প্রত্যেক প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন তখন কোরাইশের কাফিরগণ আশ্চর্যান্বিত হল। কেননা তারা জানতো– হুজুর আলাইহিস সালাম কখনই মসজিদে আকসা দেখেননি। অগত্যা তারা বলতে বাধ্য হয়েছে– মসজিদে আকসা সম্পর্কে যা কিছু হুজুর ফরমায়েছেন সবটাই সঠিক। তবে হয়তো কারো নিকট থেকে শুনে বর্ণনা করে দিয়েছেন, এই ধারণা করতঃ কোরাইশের কাফিরগণ বলতে লাগল– মসজিদে আকসার নকশা তো আপনি ঠিকভাবে বর্ণনা করলেন কিন্তু এটা বলুন– মসজিদে আকসায় যাওয়া বা আসার সময় আমাদের কোন কাফেলার সাথে আপনার দেখা হয়েছে কি না? হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন, হ্যাঁ। এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে ইরশাদ ফরমালেন, আমি রাওহা নামক স্থানে অমুক গোত্রের কাফেলার নিকট দিয়ে গমন করেছি। তাদের একটি উট হারিয়ে যায়। তারা সেটা তালাশ করছিল। তাদের পালানে পানি ভর্তি একটি পেয়ালা রেখেছিল। আমার পিপাসা লেগেছিল, আমি পেয়ালাটা তুলে তার পানি পান করে ফেললাম। তারপর পেয়ালাটা যথাস্থান সেভাবে রেখে দিলাম যেমন তা পূর্বে রাখা হয়েছিল। যখন তারা আসবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা যখন তাদের হারানো উট তালাশ করে পালানে ফিরে এসেছে তখন তারা ঐ পেয়ালায় পানি পেয়েছিল কি না? তারা বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে। এটা এক বৃহত্তম নিদর্শন। অতঃপর হুজুর আলাইহিস্ সালাম এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে ফরমালেন, আমি অমুক গোত্রের কাফেলার নিকট দিয়েও গমন করেছি। অমুক, অমুক (যাদের নাম হুজুর আলাইহিস্ সালাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু রাবীর স্মরণ থাকেনি)– দু'ব্যক্তি 'যি-তাওয়া' নামক স্থানে একটি উটের উপর সওয়ার ছিল। তাদের উট আমার (বোরাক যোগে যাত্রার) কারণে চমকে উঠে পালিয়ে যায় এবং আরোহীদ্বয় পড়ে যায়। তাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তির হাত ভেঙ্গে গেছে। যখন তারা আসবে, তাদের কাছে এ কথা জিজ্ঞেস করবে। তারা বলল, ঠিক আছে, এ হল দ্বিতীয় নিদর্শন। অতঃপর তারা হুজুর আলাইহিস্ সালামের কাছে একটি কাফেলা সম্পর্কে জানতে চাইল। হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন, আমি তান্ঈম নামক স্থানে ঐ কাফেলা অতিক্রম করেছি। তারা বলল, তাদের সংখ্যা বলুন, আর ঐ কাফেলা কি বোঝাই করে আনছে, তার আকৃতি কি এবং

* অর্থাৎ এটা আল্লাহ তায়া'লার কাছে জটিল কিছু নয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

ওতে কে কে আছে? হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ফরমালেন, হ্যাঁ। তার আকৃতি এইরূপ, কাফেলার সম্মুখভাগে একটি নীল রংয়ের উট রয়েছে। তার উপর বোঝাই করা হয়েছে রেখাযুক্ত দু'টি বস্তা। তারা সূর্যোদয়ের ক্ষণেই মক্কায় পৌঁছে যাবে। তারা বলল, এ হল তৃতীয় নিদর্শন। অতঃপর তারা পাহাড়ের ঘাঁটির দিকে ছুটলো এবং বলছিল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। তারা 'কাদা' পর্বতে এসে বসল এবং অপেক্ষা করতে থাকে– সূর্যোদয় কখন হচ্ছে, যাতে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারি (নাউযুবিল্লাহ)। হঠাৎ তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলে উঠলো, খোদার কসম! এই তো সূর্যোদয় হয়েছে অপরদিকে তাদেরই একজন সে সময়েই বলে উঠল, খোদার কসম! এই তো কাফেলাও এতে পৌঁছেছে। তার সম্মুখভাগে রয়েছে নীল রংয়ের একটি উট। কাফেলায় রয়েছে অমুক অমুক লোক হুবহু সেইরূপ, যেমন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সাল্লাম বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান আনয়ন করেনি বরং এটাই বলল, এতো সুস্পষ্ট যাদু। (নাউযুবিল্লাহ)

বায়তুল মোকাদ্দাসে মুহাম্মদী দরজা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ইবনে আবি হাতিম আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মি'রাজের রজনীতে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোরাকের উপর সওয়ার করে জিব্‌রীল (আঃ) বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছলেন এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাম ঐ স্থানে দন্ডায়মান হলেন, যাকে বাবে মুহাম্মদ (মুহাম্মদী দরজা) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা হয়। তখন জিবরীল (আঃ) একটি পাথরের নিকট এলেন, যা ওখানে ছিল। জিব্‌রীল (আঃ) ঐ পাথরে তাঁর আঙ্গুল মেরে ছিদ্র করলেন এবং বোরাককে তার সাথে বেঁধে দিলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬)

মি'রাজ শরীফ প্রসঙ্গে জেরুজালেমের প্রধান পাদ্রীর সাক্ষ্য

হাফেজ আবু নাঈম ইস্পাহানী দালায়িলুন্নবুওয়ার মধ্যে হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত দেহ্‌য়া ইবনে খলীফা (রাঃ)কে রোম সম্রাটের কাছে পাঠালেন। রাবী হযরত দেহয়ার যাওয়া ও পৌঁছার পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং এও বলেছেন যে, রোম

সম্রাট (হুজুর আলাইহিস সালামের মোবারক পয়গাম শুনে) শাম দেশ হতে আরবের বনিকদের তলব করলেন। হযরত আবু সুফিয়ান ও তাঁর সাথীদেরকে রোম সম্রাটের সম্মুখে পেশ করা হয়। রোম সম্রাট তাদের কাছে সেই প্রসিদ্ধ প্রশ্নাবলী করেছেন, যেগুলো বর্ণনা করেছেন বুখারী ও মুসলিম। (তখন) আবু সুফিয়ান অনেক চেষ্টা করেছেন কিভাবে রোম সম্রাটের সম্মুখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়টাকে হেয় ও হীন করা যায়। ঐ বর্ণনায় আবু সুফিয়ানের উক্তি রয়েছে– আমি চাইছিলাম, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সম্মুখে এমন কোন কথা বলব, যা দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাটের দৃষ্টি থেকে পড়ে যাবেন। কিন্তু আমার আশংকা ছিল– এমন যেন না হয় যে, মিথ্যার জন্য তিনি আমাকে পাকড়াও করবেন এবং আমার সমস্ত কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন। এইভাবে মানুষের মধ্যে আমার দুর্নাম হয়ে যাবে এবং আমার নেতৃত্বে দাগ লাগবে। আবু সুফিয়ান বলেন, আমি এই চিন্তায় ছিলাম হঠাৎ শবে মি'রাজ প্রসঙ্গে তাঁর কথা আমার স্মরণ হয়। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, হে বাদশাহ (রোম সম্রাট)! আমি কি আপনাকে এমন একটা কথা বলব না, যা শুনে (নাউযুবিল্লাহ) আপনি তাঁর মিথ্যাবাদিতার পরিচয় পাবেন? বাদশাহ বললেন, সে কথাটা কি? আবু সুফিয়ান উত্তর দিলেন, তিনি বলেছেন, আমি এক রাতে হেরেমের ভূমি (বায়তুল হারামের মসজিদ) থেকে রওয়ানা হয়ে জেরুজালেমের (বায়তুল মোকাদ্দাস) মসজিদে আকসায় এসেছি এবং ঐ রাতেই সকালের পূর্বে মক্কায় প্রত্যাগমন করেছি। আবু সুফিয়ান বলেন, যখন আমি একথা বলছিলাম তখন খৃস্টানদের পুরোহিত যিনি ছিলেন মসজিদে আকসার প্রধান পাদ্রী; রোম সম্রাটের নিকট দন্ডায়মান ছিলেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের সেই প্রধান পাদ্রী বললেন, ঐ রাত সম্পর্কে আমার জানা আছে। বাদশাহ বললেন, আপনার কি জানা আছে? তিনি বললেন, আমার নিয়ম হল– আমি প্রত্যেক দিন রাত্রে শয়নের পূর্বে মসজিদের সকল দরজা বন্ধ করে দিই। ঐ রাতেও সকল দরজা বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু খুব চেষ্টা সত্ত্বেও একটি দরজা আমি বন্ধ করতে পারিনি। আমি আমার কর্মচারী ও উপস্থিত লোকদের সাহায্য নিলাম। সবাই পূর্ণ জোর দিয়ে এবং সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দেখল কিন্তু দরজা নড়ল না। এইরূপ মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন পর্বতকে তার স্থান থেকে সরাতে চাচ্ছি। অবশেষে আমি মিস্ত্রীদের ডাকলাম। তারা সেটা দেখে বলল, (মনে হচ্ছে) উপর থেকে দালান নিচে চাপা পড়েছে এবং দরজার ফ্রেম (উপরের চৌকাট) বেঁকে গেছে। এখন রাতে কিছু করা যাবে না, সকালে দেখব– কোন কোন্ দিক থেকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

এই অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান পাদ্রী বললেন, দরজার উভয় কপাট খোলা রেখে আমরা চলে গেলাম। প্রত্যুষেই আমি ওখানে এলাম, হঠাৎ দেখি- মসজিদের দরজা পুরোপুরি ঠিক। মসজিদের কোণার পাথরে রয়েছে ছিদ্র এবং ওতে সওয়ারীর জানোয়ার বাঁধার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। (এই দৃশ্য দেখে আমি উপলব্ধি করলাম-অদ্য রাত এত চেষ্টা সত্ত্বেও দরজা বন্ধ না হওয়া এবং পাথরে ছিদ্র হওয়া অতঃপর ঐ ছিদ্রে জানোয়ার বাঁধার চিহ্ন থাকা রহস্যশূন্য নয়) আমি আমার সাথীদেরকে বললাম, অদ্য রাত দরজার খোলা থাকা কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই ছিল। নিঃসন্দেহে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই মসজিদে আকসায় নামায পড়েছেন। অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করলেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৫৪)

হাদীসে মি'রাজের রাবী

ইসরা ও মি'রাজের হাদীসকে নিম্নলিখিত সাহাবায়ে কেরাম রেওয়ায়েত করেছেন। যেমন হাফেজ ইবনে কাসীর হাফেজ আবুল খাত্তাব থেকে তাফসীরে ইবনে কাসীরে বর্ণনা করেছেন ঃ

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ), হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আবু যর(রাঃ), হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ), হযরত মালেক ইবনে সা'সাআহ (রাঃ), হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত সাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে ক্বোরায (রাঃ), হযরত আবু হাব্বাহ (রাঃ),হযরত আবু লাইয়া (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত জাবির আনসারী (রাঃ), হযরত হোযায়ফা ইবনে য়ামান (রাঃ), হযরত বোরাইদা আসলামী (রাঃ), হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ),হযরত আবু উমামা (রাঃ), হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ), হযরত আবুল হামরা (রাঃ), হযরত সোহাইব রূমী (রাঃ), হযরত উম্মে হানী (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ও হযরত আসমা বিনতে আবি বকর সিদ্দীক (রাঃ)। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-২৪)

কোন কোন আলেমগণ এই মহাত্মগণ ছাড়াও নিম্নলিখিত সাহাবায়ে কেরামের নাম বর্ধিত করেছেন, হযরত সিদ্দীক আকবর (রাঃ), হযরত উসমান গনী(রাঃ), হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ), হযরত বেলাল ইবনে সা'দ

(রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ (রাঃ), হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) ও হযরত সাইয়্যেদা উম্মে কুলসুম (রাঃ) বিনতে রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মি'রাজ রজনীতে বক্ষ মোবারক বিদারণ

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে-ফেরেশতাগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ মোবারক উপর থেকে শুরু করে নিচে পর্যন্ত বিদীর্ণ করে ক্বলব মোবারক বের করেছেন। অতঃপর তা ফেটে সেখান থেকে একটি রক্তপিণ্ড বের করে ফেলে দিয়েছেন এবং বলেছেন-এ ছিল আপনার মধ্যে শয়তানের একটি অংশ।

রক্তপিণ্ড বা শয়তানের অংশ

আল্লামা তক্বীউদ্দীন সুব্কী (রহঃ) বলেছেন-আল্লাহ তায়া'লা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে রক্তপিণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তার কাজ হল এই যে, মানুষের অন্তরে শয়তান যা কিছু পৌঁছায়, এই রক্তপিণ্ড তা কবুল করে। (যেভাবে শ্রবণশক্তি আওয়াজকে, দৃষ্টিশক্তি দর্শনীয় বস্তুসমূহের আকৃতিকে, ঘ্রাণশক্তি সুগন্ধ ও দুর্গন্ধকে, আস্বাদন শক্তি টক, তিক্ত ইত্যাদিকে এবং স্পর্শশক্তি ঠাণ্ডা, গরম ইত্যাদি অবস্থাসমূহকে গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে অন্তরের মধ্যে এই জমাট বাঁধা রক্ত শয়তান প্রদত্ত কু-মন্ত্রণাসমূহকে কবুল করে।) এই রক্তপিণ্ড যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের ক্বলব মোবারক থেকে অপসারণ করা হয়েছে, তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় এমন কিছু বাকী থাকেনি যা শয়তানী কু-মন্ত্রণাকে গ্রহণ করবে। আল্লামা তক্বীউদ্দীন (রহঃ) বলেন, এই হাদীস শরীফ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্ত্বায় শয়তানের কোন অংশ কখনই ছিল না।

যদি কেউ প্রশ্ন করে-যখন এ ছিল ব্যাপার, তাহলে আল্লাহ তায়া'লা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র সত্তায় ঐ রক্তপিণ্ড কেন সৃষ্টি করলেন? কারণ প্রথমেই পবিত্র সত্তায় তা সৃষ্টি না করে পারতেন। তার উত্তরে বলা হবে-সেটা সৃষ্টি করার পেছনে এই রহস্য রয়েছে যে, ওটা মানবীয় অঙ্গসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা সুষ্টি করা মানবীয় সৃজন প্রক্রিয়ার পূর্ণতার জন্যে আবশ্যক এবং তা অপসারণ করা অন্য ব্যাপার, যা সৃষ্টির পর সম্পাদিত হয়েছে।

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, তার উপমা যেন মানবদেহে অতিরিক্ত বস্তুসমূহের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

সৃজন। যেমন লিঙ্গের মাথায় চর্ম হওয়া, (যা খত্নার সময় অপসারণ করা হয়) নখ ও গোঁফের বৃদ্ধি এবং এভাবে অপরাপর অতিরিক্ত বস্তুসমূহ। (যেগুলোর সৃজন মানবদেহের পূর্ণাঙ্গতার জন্য আবশ্যক এবং এগুলোর অপসারণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্যে জরুরী।) সংক্ষিপ্তসার হল, এই অতিরিক্ত বস্তুসমূহের সৃজন মানব দেহের অঙ্গসমূহের পূর্ণাঙ্গতা এবং এগুলোর অপসারণ পরিপূর্ণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার দাবী। (মোল্লা আলী ক্বারী বিরচিত শরহে শিফা, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৭৪)

আমি বলব (আল্লাহই তাওফীকদাতা), যেহেতু পবিত্র সত্তায় কোন শয়তানী অংশ অবশিষ্টই ছিল না তাই হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের হাম্‌যাদ*মুসলমান হয়ে যায়। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ফরমায়েছেন-

وَلٰكِنْ اَسْلَمَ فَلَا يَاْمُرُنِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ

আমার হামযাদ মুসলমান হয়ে যায়, সুতরাং সে আমাকে ভাল কথাই বলে। আল্লামা শিহাবুদ্দীন খিফাজী (রহঃ) নাসীমুর রিয়াযে বলেন, ক্বলব ফলের মতই, যা ভিতরের বীজ ও আঁটির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার মাধ্যমে পক্কতা ও রং লাভ করে। অনুরূপভাবে ঐ জমাট বাঁধা রক্ত মানুষের ক্বলবের জন্য এইরূপ যেমন খেজুরের জন্য আঁটি। যদি শুরু থেকেই তাতে আঁটি না হতো তাহলে ওটা পরিপক্ক হতে পারতো না। কিন্তু পরিপক্ক হওয়ার পর আঁটিকে বাকী রাখা হয় না বরং বের করে ফেলে দেয়া হয়। খেজুরের আঁটি কিংবা আঙ্গুরের বীজ বের করে নিক্ষেপ করার সময় কারো মনে এ ধারণা আসে না, যে বস্তু নিক্ষেপযোগ্য ছিল তা শুরুতেই কেন সৃষ্টি করা হল? এভাবে যদি একথাটা হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ক্বলব মোবারকে রক্তের ঐ পিণ্ড সেইরূপই ছিল যেমন আঙ্গুরে বীজ কিংবা খেজুরে আঁটি থাকে এবং ক্বলব মোবারক থেকে ঠিক সেভাবেই তা বের করে ফেলে দেয়া হয়েছে যেভাবে খেজুর ও আঙ্গুর থেকে আঁটি ও বীজ বের করে ফেলে দেয়া হয়। সুতরাং এ প্রশ্নই উঠতে পারে না যে, ঐ রক্তপিণ্ডকে ক্বলব মোবারকে শুরু থেকে কেন সৃষ্টি করা হল? (নাসীমুর রিয়ায শরহে শিফায়ে ক্বাযী আয়ায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৯)

বাকী এই বিষয়- ফেরেশতাগণ হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে এটা কেন বললেন, هٰذَا حَظُّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ (এ হল আপনার মধ্যে শয়তানের অংশ)? তার উত্তর হল এই, হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর পবিত্র সত্তায় বাস্তবিকই শয়তানের কোন অংশ ছিল। নয় কখনো নয়। এটা বাস্তব বিষয় যে, হুজুরের পবিত্র সত্তা যাবতীয় শয়তানী প্রভাব থেকে পাক ও পবিত্র।

* হাম্‌যাদ-সেই শয়তান বা জিন যা প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সৃষ্টি হয় এবং সর্বদা সঙ্গে থাকে।

বরং হাদীস শরীফের অর্থ হল-যদি আপনার পবিত্র সত্তায় শয়তানের সম্পর্কের কোন স্থান থাকা সম্ভব হতো তাহলে সেটা এই রক্তপিণ্ডই হতো। যখন এটাকে আপনার ক্বলব মোবারক থেকে বের করে ফেলে দেয়া হল, সুতরাং এরপর আপনার পবিত্র সত্তায় এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না যার সাথে শয়তানের কোন সম্পর্ক সম্ভব হবে। মোটকথা, হাদীসের স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন অর্থ হল এই যে, যদি আপনার সত্তায় শয়তানের কোন অংশ হতো তবে এই রক্তপিণ্ডই হতে পারতো কিন্তু যখন এটাও থাকছে না সুতরাং এখন সম্ভবই নয় যে, পবিত্রতম সত্তার সাথে শয়তানের কোন সম্পর্ক কোনভাবেই হতে পারে। অতএব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক সত্তা সেই সমুদয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র, যা ঐ রক্তপিণ্ডের সাথে শয়তানের সম্পর্ক হওয়ার ফলে সৃষ্টি হতে পারে।

বক্ষ মোবারক বিদারণের পর একটি নূরানী থালা যা ছিল ঈমান ও হিকমতে (বিজ্ঞান) পরিপূর্ণ; হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ মোবারকে পুরে দেয়া হয়। ঈমান ও হিকমত যদিও শরীর ও আকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় তবে আল্লাহ তায়া'লা শরীরবিহীন বস্তুসমূহকে শারীরিক আকৃতি দান করতে সক্ষম। সুতরাং আল্লাহ তায়া'লা ঈমান ও হিকমতকে শারীরিক আকৃতি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আর এই আকৃতি দান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় অত্যন্ত মাহাত্ম্য ও উচ্চ শানের পরিচায়ক।

বক্ষ মোবারক বিদারণের রহস্য

মি'রাজের রাতে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের বক্ষ মোবারকের বিদারণে অসংখ্য রহস্য নিহিত। যার মধ্যে একটি রহস্য এও রয়েছে-ক্বলব মোবারকে যেন এইরূপ কুদ্‌সী শক্তি (আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ রূহানী শক্তি) সক্রিয় হয়ে যায়, যা দ্বারা আকাশমণ্ডলীতে গমন করা এবং ঊর্ধ্ব জগত প্রত্যক্ষ করা বিশেষতঃ আল্লাহর দর্শন লাভে ধন্য হওয়ার পথে কোন দুষ্করতা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে না হয়।

হায়াতুন্নবীর দলীল

এছাড়া বক্ষ মোবারক বিদারণে একটি উৎকৃষ্ট রহস্য এও রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের জন্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন তাঁর ইন্তেকালের পরও (বহাল থাকার) উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এই বিবরণের বিশদ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

আলোচনা হল এই যে, স্বাভাবিকভাবে 'রূহ' (প্রাণ) ছাড়া দেহের মধ্যে জীবন থাকে না। কিন্তু নবীগণের(আঃ) পবিত্র দেহ রূহ কবজ হওয়ার পরও জীবিত থাকে। যেহেতু জীবনের রূহ বা প্রাণের স্থিতিস্থান হল মানুষের ক্বলব। সুতরাং যখন কোন মানুষের অন্তর তার বক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বের করা হয় তখন সে জীবিত থাকে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বলব মোবারক বক্ষ মোবারক থেকে বিচ্ছিন্ন করে বের করা হয়েছে। তারপর সেটা বিদীর্ণ করা হয়েছে এবং ঐ রক্তপিণ্ড যা শারীরিক দিক থেকে অন্তরের জন্য মৌল উপাদান স্বরূপ; পরিষ্কার ফেলে দেয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম যথারীতি জীবিত। যা এই বিষয়ের উজ্জ্বল দলীল যে, রূহ মোবারক কবজ হওয়ার পরও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত। কেননা যার অন্তর দেহের বাইরে থাকে তারপরেও তিনি জীবিত, যদি তাঁর রূহ কবজ হয়ে বের হয়ে যায়, তখন তিনি কিভাবে মৃত হতে পারেন?

ক্বলব মোবারকে চোখ ও কান

বক্ষ মোবারক বিদারণের পর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) ক্বলব মোবারককে যখন যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন তখন বলছিলেনঃ

قَلْبٌ سَدِيْدٌ فِيْهِ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَاُذُنَانِ تَسْمَعَانِ

অর্থাৎ ক্বলব মোবারক যাবতীয় বক্রতা থেকে পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত। ওতে দু'টি চোখ রয়েছে যা অবলোকন করে এবং দু'টি কান রয়েছে যা শ্রবণ করে। (ফাতহুল বারী, খণ্ড-১৩ পৃষ্ঠা-৪১০)

ক্বলব মোবারকের এই কান ও চোখ ইন্দ্রিয় জগত বহির্ভূত বিষয়াবলীর অবলোকন ও শ্রবণের জন্যই। যেমন স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেনঃ

اِنِّىْ اَرٰى مَالَاتَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَالَاتَسْمَعُوْنَ

অর্থাৎ আমি তা দেখি যা তোমরা দেখতে পাও না এবং তা শুনি যা তোমরা শুনতে পাও না।

স্থায়ী অনুভূতি

আল্লাহ তায়া'লা যখন অলৌকিকভাবে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের ক্বলব মোবারকে চোখ ও কান সৃষ্টি করেছেন, এখন এটা বলা অকাট্যভাবে বাতিল হয়ে গেল যে, হুজুর আলাইহিস্ সালামের ইন্দ্রিয় জগত বহির্ভূত বিষয়াবলীর

অবলোকন ও শ্রবণ মাঝে মধ্যে হয়, স্থায়ী নয়। বাহ্যিক চোখ ও কানের অনুভূতি যখন স্থায়ী তাহলে ক্বলব মোবারকের কান ও চোখের অনুভূতি কিরূপে অস্থায়ী এবং মাঝে মধ্যে হতে পারে? তবে খোদায়ী কোন হিকমতের (প্রজ্ঞা) ভিত্তিতে বিশেষ কোন বিষয়ের প্রতি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধ্যান না থাকা এবং দৃষ্টি অনাকর্ষণ ও অমনোযোগিতার ভাব সৃষ্টি হওয়া অন্য বিষয়, যাকে কেউ অস্বীকার করে না এবং তা জ্ঞানহীনতা নয়। অতএব এই হাদীসের আলোকে এ সত্য একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতেনী (প্রচ্ছন্ন) শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি অস্থায়ী নয় বরং স্থায়ী।

বক্ষ মোবারক বিদারণ এবং হুজুর আলাইহিস্ সালামের নূরী হওয়া

আল্লামা শিহাবুদ্দীন খিফাজী (রহঃ) বলেন, কতেক লোক এ ধারণা পোষণ করে যে, বক্ষ মোবারক বিদারণ হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নূর থেকে সৃষ্টি হওয়ার বিরুদ্ধ। কিন্তু এ ধারণা ভুল ও ভ্রান্ত। তাঁর বক্তব্য হল এই

وَكَوْنُهٗ مَخْلُوْقًا مِّنَ النُّوْرِ لَايُنَافِيْهِ كَمَا تُوَهِّمَ

(নাসীমুর রিয়ায শরহে শিফায়ে ক্বাযী আয়ায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৮)

নূরানিয়ত এবং মানবীয় অবস্থাদির প্রকাশ

আমি বলব (আল্লাহই তওফীকদাতা), যে বাশারিয়ত মানবীয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হয়, কোন নূরী সত্তায় তার অস্তিত্ব নূরানিয়তের বিরুদ্ধ হয় না। আল্লাহ তায়া'লা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে নূর হতে সৃষ্টি করে পূত-পবিত্র বাশারিয়তের পোশাকে প্রেরণ করেছেন। বক্ষ বিদীর্ণ হওয়া তাঁর পবিত্র বাশারিয়তের প্রমাণ এবং বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও রক্ত বের না হওয়া তাঁর নূরানিয়তের দলীল।

فَلَمْ تَكُنِ الشَّقُّ بِاٰلَةٍ وَلَمْ يَسِلِ الدَّمُ

অর্থাৎ বক্ষ বিদারণ কোন অস্ত্রের সাহায্যে হয়নি এবং তা থেকে রক্তক্ষরণও হয়নি। (রূহুল বয়ান, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৬)

নূর হতেই হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সৃজন এবং বাশারিয়ত একটি পোশাক মাত্র। আল্লাহ তায়া'লা শক্তি রাখেন যে, যখন ইচ্ছে তাঁর হিকমত অনুযায়ী মানবীয় অবস্থাদিকে নূরানিয়তের উপর প্রবল করে দিবেন এবং যখন ইচ্ছে নূরানিয়তকে মানবীয় অবস্থাদির উপর প্রবল করে দিবেন। বাশারিয়ত না হলে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

বিদারণ কিরূপে হতো আর নূরানিয়ত না হলে অস্ত্রেরও প্রয়োজন হতো এবং রক্ত ক্ষরণও অবশ্যই হতো।

যখন কোন সময় রক্তক্ষরণ হয়েছে (যেমন উহুদ যুদ্ধে) তখন মানবীয় অবস্থাদির প্রাবল্য ছিল আর যখন রক্তক্ষরণ হয়নি। (যেমন মি'রাজ রজনীর বক্ষ বিদারণে) ওখানে নূরানিয়ত প্রবল ছিল।

সশরীরে মি'রাজের অবস্থাও এটাই -তাঁর রূপত্রয়ের কোনটাই অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন হতো না। তবে কোথাও বাশারিয়তের প্রকাশ কোথাও নূরানিয়তের এবং কোথাও হাক্বীকতে মুহাম্মদীয়া তথা প্রকৃত রূপের।

وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْهَا غٰفِلُوْنَ *

আকাশমণ্ডলীর দরজা এবং তা খুলতে বলা

আসমান হল সূক্ষ্মদেহী এবং তার দরজাও অনুরূপ সূক্ষ্ম। এ দরজাসমূহ দ্বারা সম্মান ও মর্যাদার সেই পথসমূহকে বুঝানো হয়েছে যা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কারো জন্যে খোলা হয়নি। এইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত জিব্রাঈল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক বলেননি, সপ্ত আসমান থেকে কোন আসমানের দরজা খোলা হয়নি। যদি মনোযোগ সহকারে দেখা হয়, তাহলে এটা প্রিয়নবীর মাহাত্ম্যের সেই উজ্জ্বল নিদর্শন, যা চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

একটি প্রশ্ন

জিব্‌রীল (আঃ) যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের সাথে আকাশ মন্ডলীতে পৌঁছেন, তখন প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ প্রশ্ন করেছেন, আপনি কে? জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, 'জিব্‌রীল।' ফেরেশতাগণ বলেছেন, আপনার সাথে কে আছেন? তিনি উত্তর দিলেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতঃপর ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেছেন, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জিব্‌রীল (আঃ) বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ বলেছেন, مَرْحَبًا بِهٖ اَهْلًا অপর এক বর্ণনায় রয়েছে نِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ এই সকল প্রশ্নোত্তর ও ঘটনার ধরন থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে- হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের তশরীফ নিয়ে যাওয়ার পূর্বে মি'রাজ সম্বন্ধে ফেরেশতাদের কিছুই জানা ছিল না।

* অর্থাৎ- কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সে সম্পর্কে অনবহিত।

উত্তর

মি'রাজ শরীফের পূর্বে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের তশরীফ নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে ফেরেশতাদের কোন জ্ঞান না থাকা, হাদীস শরীফের পরিপন্থী। বুখারী শরীফে মি'রাজের হাদীসে এই শব্দাবলী রয়েছে –

فَيَسْتَبْشِرُ بِهٖ اَهْلُ السَّمَآءِ

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সু-সংবাদ আকাশবাসীরা শুনতো। (বুখারী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১২০)

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী ফাতহুল বারীতে এর ব্যাখ্যায় লিপিবদ্ধ করেনঃ

قَوْلُهٗ فَيَسْتَبْشِرُ بِهٖ اَهْلُ السَّمَآءِ كَاَنَّهُمْ كَانُوْا عَلِمُوْا اَنَّهٗ سَيُعْرَجُ بِهٖ فَكَانُوْا مُتَرَقِّبِيْنَ لِذٰلِكَ.

যেন ফেরেশতাগণকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্বর মি'রাজ করানো হবে। অতঃপর তারা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের শুভাগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। (ফাতহুল বারী, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৪১১)

তবে এতে সন্দেহ নেই যে, জানানো না হলে আসমানবাসীরা জানতে পারেন না যে, আল্লাহ তায়া'লা পৃথিবীতে কি করতে চান? কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে যেহেতু তাদেরকে আগাম সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল, এজন্য তারা সবাই হুজুর আলাইহিস্ সালামের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

এখন থাকছে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ। দলীলাদির আলোকে এ কথা মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়েছে যে, প্রশ্ন সব সময় জ্ঞানহীনতার কারণে হয় না। বরং কোন কোন সময় রহস্যের ভিত্তিতেও হয়ে থাকে। এখানে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দু'টি নিগূঢ় রহস্য রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১। এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, সপ্ত আসমানে সম্মান ও মর্যাদার বিশেষ দরজাগুলো হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কারো জন্যে খোলা হয় না, এমনকি জিব্‌রীল আলাইহিস্ সালামের জন্যেও নয়।

২। যদি ফেরেশতাগণ এটা জিজ্ঞেস না করতেন যে, "তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে?" তাহলে জিব্রাঈল (আঃ) نَعَمْ 'হ্যাঁ' বলে স্বীকারও করতেন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

না। জিব্রাঈল (আঃ) যখন এটা স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো একটি ফযীলত প্রমাণিত হল। আর তা হচ্ছে হুজুর আলাইহিস্ সালামের আমন্ত্রিত হওয়া। যদি এই প্রশ্নোত্তর না হতো তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমন্ত্রিত হওয়া কিভাবে প্রমানিত হতো।

আসমানসমূহে জিব্‌রীল (আঃ) কর্তৃক হুজুর আলাইহিস্ সালামকে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) এর পরিচিতি দান

জিব্‌রীল (আঃ) এর পরিচয় করানো দ্বারা হুজুর আলাইহিস্ সালামের জ্ঞানহীনতা প্রমাণিত হয় না। কেননা হুজুর আলাইহিস্ সালাম বায়তুল মোকাদ্দাসে সমস্ত নবীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কোন কোন নবীদের কবরের নিকট দিয়েও গমন করেছেন তখন জিব্‌রীল (আঃ) এর পরিচয় ছাড়াই হুজুর আলাইহিস্ সালাম জানতে পারলেন যে, এটা অমুক নবীর কবর মোবারক। যেমন হুজুর আলাইহিস্ সালাম 'কাসীব-ই-আহমারে' মূসা (আঃ) এর কবর শরীফের নিকট দিয়ে গমন করেছেন তখন ফরমালেন, আমি মূসা (আঃ)কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। (মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড)

অতএব জিব্‌রীল (আঃ) কর্তৃক পরিচয় প্রদান হুজুর আলাইহিস্ সালামের অনবধানতার কারণে কিংবা নিজের খাদেমানা শান (খাদেমের মত ব্যবহার) প্রকাশ করার জন্যই ছিল।

মূসা আলাইহিস্ সালামের ক্রন্দন

নাউযুবিল্লাহ, কোন হিংসার বশীভূত হয়ে মূসা (আঃ) ক্রন্দন করেননি বরং উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে তাঁর উম্মতের অবস্থার প্রতি তিনি ক্রন্দন করেছেন।

নামায হ্রাসের আবেদন করার জন্যে হযরত মূসা (আঃ) এর পরামর্শ দান

কতেক লোক মনে করে– যদি হুজুর আলাইহিস্ সালামের এটা জানা থাকত যে, আমার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায পড়তে পারবে না, তাহলে মূসা (আঃ) এর বলা ছাড়া নিজেই নামায হ্রাসের আবেদন করতেন। কিন্তু হুজুর আলাইহিস সালাম নিজের

পক্ষ থেকে এইরূপ করেননি। বরং মূসা (আঃ) এর বলাতেই ফিরে যান এবং নামায কমিয়ে দেয়ার আবেদন করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হল– অভিজ্ঞতার আলোকে মূসা (আঃ) এর জানা ছিল এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তা জানা ছিল না।

এর উত্তর হল এই যে, আল্লাহ তায়া'লা 'আলিমুল গায়ব' (অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা) হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন এবং প্রথমে নিজের পক্ষ থেকে কোন হ্রাস করেননি। আল্লাহ তায়া'লা প্রজ্ঞাময়, তাঁর কোন কর্ম প্রজ্ঞাশূন্য হয় না। আল্লাহ তায়া'লার এই কর্মে রহস্য ছিল এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীরবতায়ও ছিল সেই রহস্য। হিকমত (প্রজ্ঞা)কে জ্ঞানহীনতা বলা মূর্খতা।

এই ঘটনার মধ্যে রহস্য ছিল এই– হযরত মূসা (আঃ) পার্থিব জীবনের পরেও আমরা দুনিয়াবাসীদের উপকারের অসীলা হয়ে যান। যারা বলে– কবরবাসীরা চাই তারা আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামও হোন না কেন, দুনিয়াবাসীদের কোন উপকার করতে পারেন না। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর পরিপক্ক হিকমত দ্বারা তাদের এই উক্তিকে খন্ডন করে দিয়েছেন। তা এভাবে যে, পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামায মওকুফকারী আল্লাহ তায়া'লা, যিনি মওকুফ করিয়েছেন তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে মওকুফ করানোর জন্যে পাঠিয়েছেন এবং মাধ্যম (অসীলা) হয়েছেন হযরত মূসা (আঃ), যিনি একজন কবরবাসী। আর খুব সম্ভব, এই রহস্যকে প্রকাশ করার জন্য হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ফরমায়েছেন– فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ আমি মসজিদে আকসা যাচ্ছিলাম, তখন আমি মূসা (আঃ) এর কবরের নিকট দিয়ে গমন করলাম, তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। বিশেষভাবে 'কবর' শব্দ ইরশাদ করার মধ্যে এই রহস্য প্রতীয়মান হচ্ছে– যেন কবরবাসীগণ কর্তৃক দুনিয়াবাসীদের উপকার করা প্রমাণিত হয়ে যায়। আর সে উপকারটাও কেমন, সমগ্র দুনিয়াবাসী মিলে সেইরূপ উপকার কাউকে করতে পারে না। যদি সমস্ত জগদ্বাসীও জোর দিয়ে চেষ্টা করে, ফরযসমূহের একটি সাজদাও কমিয়ে আনতে পারে না। কিন্তু মূসা (আঃ) হুজুরের মাধ্যমে পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামায মওকুফ করিয়েছেন। তাছাড়া এ রহস্যও হতে পারে– হযরত মূসা (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায মওকুফ করানোর জন্যে বারবার প্রেরণ করছিলেন যেন হুজুর আলাইহিস্ সালাম প্রত্যেকবার আল্লাহ তায়া'লার দর্শন লাভ করেন এবং মূসা (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা

সপ্ত আসমানের বিস্ময়কর ও বিরল বিষয়াবলী এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রত্যক্ষ করে হুজুর আলাইহিস্ সালাম সিদরাতুল মুন্‌তাহায় পৌঁছেন। সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা হল একটি কুলবৃক্ষ এবং সৃষ্টির জ্ঞানের শেষপ্রান্ত। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়া'লার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছেন– হে আল্লাহ! আপনার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনছেন। আমাদেরকে তাঁর পবিত্র রূপ দর্শনের অনুমতি দান করুন। আল্লাহ তায়া'লা নির্দেশ দিলেন– সমস্ত ফেরেশতা যেন সিদরাতুল মুন্‌তাহায় সমবেত হয়ে যায়। যখন আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারী আসবে, সবাই দর্শন করবে। অতএব ফেরেশতাগণ সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহায় সমবেত হয়ে যান, যার বর্ণনা আল্লাহ তায়া'লা এভাবে দিয়েছেন– اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى যখন বৃক্ষটি যদ্দারা আচ্ছাদিত হওয়ার তদ্দারা আচ্ছাদিত ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর ফেরেশতাদের মহা সমাবেশ, যাদের সম্পর্কে ইরশাদ রয়েছে– وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই (আল্লাহ) জানেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্‌রা বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম সিদ্‌রা বৃক্ষকে ফেরেশতাদের দ্বারা আচ্ছাদিত দেখতে পেলেন এবং ফেরেশতাগণ আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হন।

তাফসীরে দুর্রে মান্‌সূরে রয়েছেঃ

اَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حَمِيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى قَالَ اِسْتَأْذَنَتِ الْمَلَائِكَةُ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنْ يَّنْظُرُوْا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَذِنَ لَهُمْ فَغَشِيَتِ الْمَلٰئِكَةُ السِّدْرَةَ لِيَنْظُرُوْا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হযরত আব্দ ইবনে হামিদ হযরত সালমা ইবনে ওয়াহারাম থেকে 'ইজ য়াগ্‌শাস্ সিদ্‌রাতা মা য়াগশা'র ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন– ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়া'লার কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা তাঁদেরকে অনুমতি দান করলেন। অতঃপর তাঁরা সবাই সিদরায় এসে অবস্থান নেন এবং মুহাম্মদী রূপ দর্শনের জন্যে সিদরাকে

আচ্ছাদিত করেন। (তাফসীরে দুর্রে মান্‌সূর, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১২৬ রূহুল মাআনী, পারা-২৭ পৃষ্ঠা-৪৪)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আমি সিদ্‌রার প্রত্যেক পাতায় একেকজন ফেরেশতা দেখেছি যারা দন্ডায়মান অবস্থায় 'সোব্‌হানাল্লাহ' 'সোব্‌হানাল্লাহ' বলছেন।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেহেশতে গমন

তাফসীরে ইবনে জারীরে রয়েছেঃ

حَتّٰى دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ – الْحَدِيْث

হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমায়েছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি হঠাৎ ওখানে ছিল সেই সমুদয় নে'মত, যা কোন চক্ষু অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং না কোন মানুষের অন্তরে তার ধারণা এসেছে। (ইবনে জারীর, পারা-৫, পৃষ্ঠা-১১)

অপর হাদীসে রয়েছেঃ

وَاللّٰهِ مَانَزَلَ عَنِ الْبُرَاقِ حَتّٰى رَاَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَمَا اَعَدَّ اللّٰهُ فِى الْاٰخِرَةِ اَجْمَعَ

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুরাক থেকে অবতরণ করেননি যতক্ষণ না হুজুর আলাইহিস্ সালাম জান্নাত, দোযখ এবং আল্লাহ তায়া'লা পরকালে যা কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন, সবকিছু অবলোকন করেন। পরকালের প্রত্যেক কিছু হুজুর আলাইহিস্ সালাম প্রত্যক্ষ করেছেন। (তাফসীরে ইবনে জারীর, পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১২)

এই হাদীসদ্বয় থেকে প্রমাণিত হল– যারা কুরআনের আয়াত فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ * পড়ে হুজুর আলাইহিস্ সালামের পবিত্র জ্ঞানকে অস্বীকার করে, তারা মিথ্যাবাদী। আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে হয়ত যা-তী (নিজস্ব) ইলমের অস্বীকৃতি অথবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বোধিত হওয়ার কারণে এর ব্যাপকতায় অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা তাফসীরে ইবনে জারীরের এই হাদীসদ্বয় থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়েছে যে, পরকালের কোন কিছুই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে লুকায়িত নয়।

* অর্থ– কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কী লুকায়িত রাখা হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

বেহেশতে হুজুর আলাইহিস্ সালামের সম্মুখে হযরত বেলালের জুতার আওয়াজ

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, হে বেলাল! আমি বেহেশতে আমার সম্মুখে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি। হযরত বেলাল (রাঃ) তখন বেহেশতে ছিলেন না। বরং পৃথিবীর আওয়াজ হুজুর আলাইহিস্ সালাম শুনেছেন। তবেও হুজুর আলাইহিস্ সালামের জন্য দূরের আওয়াজ শ্রবণ করা প্রমাণিত হল। যদি কিয়ামতের পর তাঁর চলার আওয়াজ বুঝানো হয়ে থাকে, তাহলে আওয়াজ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে শ্রবণ করা প্রমাণিত হবে। এটা প্রথমটার চেয়েও উৎকর্ষের পরিচায়ক। অথবা এটাই বলুন, হযরত বেলাল (রাঃ) পৃথিবীতেও ছিলেন এবং হুজুর আলাইহিস্ সালামের গোলামীর বদৌলতে ঐ সময় বেহেশতেও ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হেঁটে যাচ্ছিলেন, যার পদধ্বনি হুজুর আলাইহিস্ সালাম শুনেছেন। তখন হুজুর আলাইহিস্ সালামের গোলামদের জন্য একই সময় দু'স্থানে উপস্থিত হওয়া প্রমাণিত হল। যার গোলামদের এই শান হয়, তাঁদের মনিবের শান কে অনুমান করতে পারে?

একই সময়ে এক দেহের দু'স্থানে অবস্থান

পূর্বে সহীহ মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করেছি যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম মূসা (আঃ) এর মাযার শরীফের নিকট দিয়ে গমন করেছেন তখন তিনি তাঁর কবর শরীফে নামায পড়ছিলেন এবং সমস্ত নবীদের অবস্থাও এটাই যে, তাঁরা জীবিত এবং স্ব স্ব কবরে নামায পড়েন। (বায়হাকী) এতদসত্ত্বে মসজিদে আকসায়ও সবাই উপস্থিত ছিলেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

قَالَ جِبْرِيْلُ صَلّٰى خَلْفَكَ كُلُّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ

হযরত জিবরীল (আঃ) আরজ করেছেন, হুজুর! আল্লাহ তায়া'লার প্রেরিত প্রত্যেক নবী আপনার পিছনে নামায পড়েছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬)

কিন্তু যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম আকাশমন্ডলীতে পৌঁছলেন তখন হযরাতে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামকে সপ্ত আসমানেও দেখেছেন। ইমাম শা'রানী (রহঃ) মি'রাজের শিক্ষণীয় বিষয়াবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মি'রাজের একটি শিক্ষণীয় বিষয় হল এই– شُهُوْدُ الْجِسْمِ الْوَاحِدِ فِيْ مَكَانَيْنِ فِيْ آنٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ একই সময়ে একই দেহের দু'স্থানে উপস্থিত হওয়া। (আল-য়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬)

এরপর ইমাম শা'রানী (রহঃ) বলেন, যার অনুবাদ হল এই– হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমায়েছেন, আমি আদমকে দেখেছি, মূসাকে দেখেছি, ইব্রাহীমকে দেখেছি, (এখানে) তাঁর বাণীকে রেখেছেন শর্তমুক্ত। রূহের শর্তযুক্ত করে এটা বলেননি যে, আমি আদমের রূহ এবং মূসার রূহকে দেখেছি। (আলা নাবিয়্যিনা ওয়া আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস সালাম) মসজিদে আকসার পর হুজুর আলাইহিস্ সালাম আসমানের উপর যে মূসা (আঃ) এর সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করেছেন তিনি হুবহু সেই মূসা (আঃ) যিনি তাঁর কবর শরীফে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। সুতরাং যারা এক দেহের দু'স্থানে উপস্থিতিকে অস্বীকার করে মি'রাজের এই হাদীসের প্রতি তাদের ঈমান কিরূপে হতে পারে? (আল-য়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬০)

একটি প্রশ্নের জবাব

কতেক লোক বলে থাকে– মি'রাজের মাসআলা হাজের ও নাজের হওয়ার বিরুদ্ধ। কেননা যিনি সর্বত্র বিরাজমান, তার আসা-যাওয়ার কি অর্থ? এর জবাব হল এই যে, আমরা বারংবার বলেছি– বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজের ও নাজের হওয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানিয়ত ও রূহানিয়তের দিক থেকে এবং আসা যাওয়া হল তাঁর বাশারিয়তের দিক থেকে। অতএব কোন বিরোধ নেই। এই একটা জবাবই বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যেক প্রকারের শারীরিক আসা-যাওয়া, জিহাদের সফর, হিজরত ইত্যাদির উপর উত্থাপিত সমুদয় আপত্তি অপনোদনের জন্য যথেষ্ট।

বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা অতিক্রম করে আরশে ইলাহীতে অধিষ্ঠিত হওয়া

ইমাম শা'রানী (রহঃ) আল-য়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহিরে বলেন, যেমনিভাবে আল্লাহ তায়া'লা তাঁর আরশে সমাসীন হওয়াকে নিজের প্রশংসার সূচক স্থির করেছেন, তেমনিভাবে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরশের উপর অধিষ্ঠিত করে হুজুর আলাইহিস্ সালামের মাহাত্ম্যের প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেনঃ

حَيْثُ كَانَ الْعَرْشُ اَعْلٰى مَقَامٍ يَنْتَهِيْ اِلَيْهِ مَنْ اُسْرِيَ بِهٖ مِنَ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَالَ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الْاِسْرَاءَ كَانَ بِجِسْمِهٖ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ

(আল-য়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭)

জিব্‌রীল (আঃ) এর পিছনে রয়ে যাওয়া

হুজুর আলাইহিস সালাম ফরমায়েছেনঃ

ثُمَّ انْطَلَقَ بِىْ حَتّٰى اِنْتَهَيْتُ اِلَى الشَّجَرَةِ فَغَشِيَ سَحَابَةٌ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْنٍ فَرَفَفْنِىْ جِبْرِيْلُ وَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى.

অতঃপর জিব্‌রীল (আঃ) আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এমনকি আমি সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা পর্যন্ত পৌঁছলাম। তাকে মেঘের মত কোন বস্তু আচ্ছাদিত করেছিল। ওতে ছিল প্রত্যেক প্রকারের রং। অতঃপর জিব্‌রীল (আঃ) আমার সঙ্গ ত্যাগ করলেন এবং আমি আমার প্রতিপালকের জন্যে সাজদায় পড়ে গেলাম। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৬)

তাফসীরে নীশাপূরীতে রয়েছেঃ

وَذٰلِكَ اَنَّ جِبْرِيْلَ تَخَلَّفَ عَنْهُ فِىْ مَقَامٍ لَوْ دَنَوْتُ اَنْمُلَةً لَاحْتَرَقْتُ

আর তা হল এই– জিব্‌রীল (আঃ) এমন স্থানে পিছনে রয়ে যান, যার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, যদি আমি এখান থেকে এক আঙ্গুলি পরিমাণও অগ্রসর হই তাহলে জ্বলে ছাই হয়ে যাব। (তাফসীরে নীশাপূরী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৩২)

হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে মতভেদ

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ প্রসঙ্গে উম্মতে মুহাম্মদীর আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে– হুজুর আলাইহিস্ সালামের ঊর্ধ্বগমন কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে? কতেকের অভিমত হল সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা। কেউ কেউ বলেছেন, জান্নাতুল মাওয়া। কেউ বলেছেন, আরশ। কেউ বলেছেন, আরশের ঊর্ধ্বে। কতেকের অভিমত হল, আরশের ঊর্ধ্বও অতিক্রম করে ওখানে পৌঁছেছেন যেখানে সৃষ্টির লেশমাত্রও কল্পনা করা যায় না। যেমন শরহে আকায়েদে নাসাফী, নিব্‌রাস, শরহে ফিক্‌হে আকবর ইত্যাদির উদ্ধৃতি সহকারে বর্ণনা করেছি। যদিও কতেক ওলামা আরশ ও আরশের ঊর্ধ্বে গমনের হাদীসসমূহকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। যেমন

যুরকানী ইত্যাদিতে রয়েছে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা। কেউ কেউ একেবারেই অস্বীকার করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসে কবীর ইবনে আবিদ্ দুনিয়া বর্ণনা করেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ اُسْرِىَ بِىْ بِرَجُلٍ مُغَيَّبٍ فِىْ نُوْرِ الْعَرْشِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, মি'রাজের রাতে আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করেছি যিনি আরশের নূরে অদৃশ্য ছিলেন। (যুরকানী, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১০৬)

আরশের নূরের নিকট দিয়ে হুজুরের গমন করা আরশের নূর অতিক্রম করে যাওয়ার দলীল। খুব সম্ভব, এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে বুখারীর ভাষ্যকার ইমাম কুসতুলানী মাওয়াহিবুল লাদুনিয়ায় বলেছেনঃ

وَلَمَّا انْتَهٰى اِلَى الْعَرْشِ تَمَسَّكَ الْعَرْشُ بِاَذْيَالِهِ.

অর্থাৎ যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আরশে পৌঁছলেন তখন আল্লাহর আরশ হুজুর আলাইহিস্ সালামের মোবারক আঁচল ধরে বরকত হাসিল করেছে। (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৪)

সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা অতিক্রম করে যাওয়া হুজুর আলাইহিস্ সালামের আরশে অধিষ্ঠিত হওয়াকে জোরদার করে। ইবনে আবি হাতিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহায় পৌঁছলেন তখন সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহাকে মেঘের মত কোন বস্তু আচ্ছাদিত করেছে যার মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের রং ছিল। তারপর জিব্‌রীল (আঃ) পিছনে রয়ে যান। জিব্‌রীল (আঃ) এর পিছনে রয়ে যাওয়া এবং হুজুর আলাইহিস্ সালামের সিদ্‌রা অতিক্রম করা এই বিষয়কে জোরদার করে যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

আল্লামা সৈয়দ মাহমূদ আলূসী হানাফী বাগদাদী (রহঃ) সূরা নাজমের ব্যাখ্যায় বলেন, নাজম দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।

قَالَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ هُوَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوِيَّةُ نُزُوْلِهٖ مِنَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ وَجُوِّزَ عَلٰى هٰذَا اَنْ يُّرَادَ بِهُوِيِّهٖ صُعُوْدُهٗ وَعُرُوْجُهٗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِلٰى مُنْقَطَعِ الْاَيْنِ.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) বলেছেন, 'নাজ্‌ম' দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে এবং 'হাওয়া' (هوى) দ্বারা মি'রাজের রাতে হুজুরের অবতরণ করাকে বুঝানো হয়েছে। এই ভিত্তিতে হতে পারে যে, 'হাওয়া' দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঊর্ধ্বারোহণ এবং লা-মকান পর্যন্ত মি'রাজ করাকে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে রূহুল মাআনী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৩৮)

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দরবার

ইমাম শা'রানী (রহঃ) বলেনঃ

إِذَا مَرَّ عَلَى حَضَرَاتِ الْأَسْمَاءِ الْإِلٰهِيَّةِ صَارَ مُتَخَلِّصًا بِصِفَاتِهَا فَإِذَا مَرَّ عَلَى الرَّحِيْمِ كَانَ رَحِيْمًا أَوْ عَلَى الْغَفُوْرِ كَانَ غَفُوْرًا أَوْ عَلَى الْكَرِيْمِ كَانَ كَرِيْمًا أَوْ عَلَى الْحَلِيْمِ كَانَ حَلِيْمًا أَوْ عَلَى الشَّكُوْرِ كَانَ شَكُوْرًا أَوْ عَلَى الْجَوَّادِ كَانَ جَوَّادًا أَوْ كَذَا فَمَا يَرْجِعُ مِنْ ذٰلِكَ إِلَّا وَهُوَ فِيْ غَايَتِهِ الْكَمَالِ.

অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের দরবারের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন ঐ গুণবাচক নামসমূহের গুণে গুণান্বিত হতে থাকেন। যখন আর-রাহীমের নিকট দিয়ে গমন করেন তখন রাহীম হয়ে যান এবং আল-গফূর, আল-করীম, আশ্‌-শাকূর, আল জাউওয়াদ এর নিকট দিয়ে গমন করেন, তখন গফুর, করীম, হালীম, শাকূর ও জাউওয়াদ হয়ে যান। এভাবে যত গুণবাচক নাম রয়েছে, আল্লাহর সেসব গুণ দ্বারা গুণান্বিত হতে থাকেন। যখন মি'রাজ থেকে প্রত্যাগত হলেন তখন তিনি চরম গুণোৎকর্ষের অবস্থায় ছিলেন। (আল-য়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৬)

রফরফ

ইমাম শা'রানী (রহঃ) বলেন, যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ স্থানে পৌঁছলেন যা ছিল জিব্‌রীল (আঃ) এর শেষ প্রান্ত, তখন জিব্‌রীল (আঃ) থেমে যান। একখানা সবুজ রঙের সিংহাসন প্রকাশিত হয় যার নাম রফরফ। তার সঙ্গে ছিল একজন ফেরেশ্‌তা। জিব্‌রীল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রফরফওয়ালা ফেরেশতার কাছে সোপর্দ করলেন। হুজুর আলাইহিস্‌ সালাম জিব্‌রীল (আঃ)কে সঙ্গে যেতে বললেন, তখন জিব্‌রীল (আঃ) আরজ করলেনঃ

لَاَقْدِرُ وَلَوْ خَطَوْتُ خُطْوَةً لَاحْتَرَقْتُ

হুজুর! আমি আর যেতে পারব না, যদি এক পাও অগ্রসর হই, তাহলে জ্বলে ছাই হয়ে যাব।

হুজুর আলাইহিস্‌ সালাম রফরফে সমাসীন হলেন। অবশেষে রফরফ এবং তাঁর সঙ্গে নিয়োজিত ফেরেশতাও একস্থানে গিয়ে থেমে যায়। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরের মধ্যে দাখিল করা হয় এবং হুজুর আলাইহিস্‌ সালাম সম্পূর্ণ একাকী হয়ে যান, কেউ তাঁর সঙ্গে ছিল না।

সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর আওয়াজ

ইমাম শা'রানী (রহঃ) বলেন, ঐ সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্য ভীতি অনুভূত হল। তখন হুজুর আলাইহিস্‌ সালাম একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যা ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর আওয়াজের মত। ঐ আওয়াজ টি ছিল এই– قِفْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّيْ (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! থামুন, আপনার প্রতিপালক সালাত পড়ছেন। হুজুর আলাইহিস্‌ সালাম মনে মনে ধারণা করলেন, আমার প্রতিপালক নামায পড়েন কি? যখন হুজুর আলাইহিস্‌ সালামের ক্বলব মোবারকে এই সম্বোধন দ্বারা বিস্ময়ের ভাব সৃষ্টি হল এবং সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর আওয়াজ দ্বারা হুজুর আলাইহিস্‌ সালামের নিঃসঙ্গভাব কেটে যায়, তখন আল্লাহ তায়া'লা ফরমালেন, هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهٗ আল্লাহ তায়'লা ও তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের প্রতি দরূদ পাঠান। ইমাম শা'রানী (রহঃ) বলেন, فَعَلِمَ عِنْدَ ذٰلِكَ مَا هُوَ الْمُرَادُ بِصَلَاةِ الْحَقِّ আল্লাহ তায়া'লার এই ফরমান শুনে হুজুর জানতে পারলেন– আল্লাহ তায়া'লার 'সালাত' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে। (আল-য়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫)

খোদায়ী হিকমত

ভীতির সময় কোন বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া এবং কোন বিষয়ের প্রতি বিস্ময়ের ভাব জাগা ভীতি বিদূরিত হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। এইজন্য খোদায়ী হিকমতের চাহিদানুসারে সিদ্দীকের কণ্ঠস্বরের মত إِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّيْ এর আওয়াজ শুনে দরূদ ও রহমতের অর্থের স্থলে নামাযের অ... নূর আলাইহিস্‌ সালামের ধ্যান যায়, যাতে বিস্ময়ের ভাব জাগে এবং বিস্ময় ও ধ্যানের কারণে আতংক দূরীভূত হয়। তদুপরি আওয়াজও অন্তরঙ্গ সাথী হযরত আবু বকর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

সিদ্দীকের আওয়াজের মত যা অনুরাগ সৃষ্টির কারণ। অতএব ঐ হিকমত পূর্ণ হয়েছে এবং আতংকের যে ভাব হুজুর আলাইহিস্ সালামের উপর প্রকাশিত হয়েছিল, তা দূরীভূত হয়ে যায়। এরপর যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম স্বীয় প্রতিপালকের এই বাণী শুনলেন هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهٗ তখন হুজুর আলাইহিস্ সালামের ধ্যান সালাতের সেই অর্থের দিকে চলে গেল যা বুঝানো হয়েছে।

আতংকের রহস্য

ইমাম শা'রানী (রহঃ) আল-য়াওয়াকীত ওয়াল জাওয়াহির ২য় খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠায় বলেন, শায়খে আকবর মহিউদ্দিন ইবনুল আরবী (রহঃ) বলেছেন, যখন হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরের মধ্যে দাখিল করা হয় এবং চতুর্দিক কেবল নূরই হুজুরকে ঘিরে ধরে তখন সেই নিঃসঙ্গ জগতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আতংকভাব প্রকাশিত হয়, যা এই বিষয়ের দলীল যে, হুজুর আলাইহিস্ সালামের মি'রাজ সশরীরে হয়েছে। কেননা শুধুমাত্র রূহানী মি'রাজ হলে শরীর বিহীন রূহের আতংকভাব সৃষ্টি হতো না।

প্রয়োজনীয় সতর্কতা

হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) সম্ভবতঃ মাদারিজুন্নবুওয়াতে اِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّىْ এর অনুবাদ করেছেন پروردگار تو نماز میگذارد কতেক লোক এর উপর আপত্তি উত্থাপন করে। আমাদের সাবেক বর্ণনা থেকে এই বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধ্যান يُصَلِّىْ এর সেই অর্থের দিকে গিয়েছিল। অতএব হযরত শায়খে দেহলভীর (রহঃ) অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে সঠিক। তবে এটা সেই অর্থ নয় যা বুঝানো হয়েছে। যেমন আমরা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছি।

আল্লাহ তায়া'লার দরবার

যখন নূরের জগত অতিক্রম করে হুজুর আলাইহিস্ সালাম চলে গেলেন, তখন আল্লাহ তায়া'লার বিশেষ দরবারে পৌছে যান এবং ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এর মর্যাদা লাভ করেন অতঃপর فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى দ্বারা ধন্য হন এবং আল্লাহর দীদার (দর্শন) লাভ করেন।

এই আয়াতসমূহের উপর আলোকপাত করার পূর্বে এটা উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে, কুরআনুল করীমের তিন স্থানে মি'রাজ শরীফের বর্ণনা এসেছে।

প্রথমতঃ سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ ... **দ্বিতীয়তঃ** وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ **তৃতীয়তঃ** সূরা নাজমের শুরুর আয়াত সমূহ। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতের উপর আলোচনা করা হয়েছে। এখন সূরা নাজ্‌মে বর্ণিত মি'রাজের আয়াতসমূহের আলোচনা খুব সংক্ষেপে পাঠকদের সম্মুখে পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তায়া'লা ফরমানঃ

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

শপথ নক্ষত্রের (মুহাম্মদী সত্ত্বা) যখন তিনি মি'রাজ রজনীতে অবতরণ করেন, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত হননি, বিপথগামীও হননি এবং তিনি মনগড়া কথাও বলেন না; এতো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়, তাঁকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী, অধিক ক্ষমতাধর, তারপর স্থির হয়েছিলেন তিনি তাঁর ঊর্ধ্ব দিগন্তে, অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী হলেন, তখন আরো নৈকট্য চাইলেন, ফলে তাঁদের মধ্যে দু' ধনুকের ব্যবধান রইল অথবা তারও কম। তখন তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন। যা চোখে দেখেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি; তিনি যা দেখেছেন তোমরা কি সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিতর্ক করবে? নিশ্চয়ই তিনি তাঁকে আরেকবার দেখেছিলেন সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহার নিকট, যার নিকট অবস্থিত জান্নাতুল মাওয়া। যখন বৃক্ষটি (সিদ্‌রা), যদ্দারা আচ্ছাদিত হবার তদ্দারা ছিল আচ্ছাদিত, তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুত হয়নি। তিনি তো তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছেন। (সূরা নাজ্‌ম, আয়াত-১-১৮)

এই আয়াতসমূহে তাফসীরকারদের কতিপয় অভিমত রয়েছে। 'আন-নাজম' প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অভিমতসমূহ বর্ণিতহয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

(১) নাজ্‌ম দ্বারা সপ্তর্ষিমন্ডলস্থ নক্ষত্রকে বুঝানো হয়েছে। (২) নাজ্‌ম দ্বারা সাধারণতঃ নক্ষত্ররাজিকে বুঝানো হয়েছে। (৩) নাজ্‌ম দ্বারা সেই তৃণকে বুঝানো হয়েছে যার কোন কাণ্ড থাকে না এবং তার লতা মাটিতে প্রসারিত হয়। (৪) কতেকের মতে আন-নাজ্‌ম দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। (৫) ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আন্ নাজ্‌ম দ্বারা হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে।

তাফসীরে আরায়িসুল বয়ানে রয়েছেঃ

قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ اَلنَّجْمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(আরায়িসুল বয়ান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৮৫)

আর তাফসীরে মাআলিমুত্ তানযীলে রয়েছেঃ

وَقَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ يَعْنِىْ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ.

ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) বলেছেন, অর্থাৎ কসম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন তিনি মি'রাজের রাতে আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। (তাফসীরে মাআলিমুত তানযীল, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-২১২)

আর صَاحِبُكُمْ দ্বারা বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে এবং شَدِيْدُ الْقُوٰى দ্বারা সাধারণ তাফসীরকারদের মতে জিব্‌রীল (আঃ)কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু ইমাম হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, 'শাদীদুল ক্বওয়া' হলেন, আল্লাহ তায়া'লা। রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার বলেনঃ

فَعَنِ الْحَسَنِ اَنَّ شَدِيْدَ الْقُوٰى هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَمْعُ الْقُوٰى لِلتَّعْظِيْمِ وَيُفَسِّرُ ذُوْ مِرَّةٍ عَلَيْهِ بِذِىْ حِكْمَةٍ وَنَحْوِهٖ مِمَّا يَلِيْقُ اَنْ يَّكُوْنَ وَصْفًا لَهٗ عَزَّ جَلَّ.

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'শাদীদুল ক্বওয়া' হলেন আল্লাহ তায়া'লা, সম্মানার্থে 'ক্বওয়া' কে বহু বচনে প্রয়োগ করা হয়েছে। ذُوْ مِرَّةٍ এর তাফসীর করেছেন প্রজ্ঞাময় ইত্যাদি দ্বারা, যা আল্লাহ তায়া'লার গুণ হতে পারে। (তাফসীরে রূহুল মাআনী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৪৪)

তারপর اَوْحٰى ও كَانَ – تَدَلّٰى – دَنَا – هُوَ – اِسْتَوٰى এর সর্বনামসমূহ এইভাবে তার পরবর্তী কর্তৃবাচক ও কর্মবাচক সর্বনামসমূহ দ্বারা সাধারণ তাফসীরকারগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত জিব্‌রীলকে উদ্দেশ্য

করেছেন। যার মর্মার্থ হল এই যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম জিব্‌রীল (আঃ) এর নৈকট্য লাভ করেছেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে জিব্‌রীল (আঃ)কে দেখেছেন। রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার এই নিয়মে তাফসীর করার পর বলেছেনঃ

وَفِى الْاٰيَاتِ اَقْوَالٌ غَيْرُ مَاتَقَدَّمَ

অর্থাৎ এই আয়াতসমূহে পূর্বোক্ত বর্ণনা ছাড়াও আরো অভিমত রয়েছে। অতঃপর হযরত হাসান বসরীর একটি রেওয়ায়েত উপস্থাপন করেছেন, যা আমরা এখনই বর্ণনা করেছি। তারপর বলেছেনঃ

وَجَعَلَ اَبُوْ حَبَّانِ الضَّمِيْرَيْنِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى (فَاسْتَوٰى) وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى عَلَيْهِ لَهٗ سُبْحَانَهٗ اَيْضًا وَقَالَ اِنَّ ذٰلِكَ عَلٰى مَعْنَى الْعَظْمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ وَلَعَلَّ الْحَسَنَ يَجْعَلُ الضَّمَائِرَ فِىْ قَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَااَوْحٰى لَهٗ عَزَّ وَجَلَّ اَيْضًا وَكَذَا الضَّمِيْرُ الْمَنْصُوْبُ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى (وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى) فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ يَحْلِفُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى لَقَدْ رَاٰى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهٗ وَفَسَّرَ دُنُوَّهٗ تَعَالٰى مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَفْعِ مَكَانَتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهٗ سُبْحَانَهٗ وَتَدَلِّيْهِ جَلَّ وَعَلَا بِجَذْبِهٖ بِشَرَاشِرِهٖ اِلٰى جَنَابِ الْقُدْسِ وَيُقَالُ لِهٰذَا الْجَذْبِ الْفَنَاءُ فِى اللّٰهِ تَعَالٰى عِنْدَ الْمُتَاَلِّهِيْنَ وَاُرِيْدَ بِنُزُوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ نُوْعٌ مِنْ دُنُوِّهِ الْمَعْنَوِىِّ جَلَّ شَانُهٗ وَمَذْهَبُ السَّلَفِ فِىْ مِثْلِ ذٰلِكَ اِرْجَاءُ عِلْمِهٖ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بَعْدَ نَفْىِ التَّشْبِيْهِ.

'শাদীদুল ক্বওয়া' ও 'যূ-মির্‌রাহ' দ্বারা আল্লাহ তায়া'লাকে বুঝানো হয়েছে, এই ভিত্তিতে আবু হাব্বান আল্লাহ তায়া'লার বাণী فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى এর মধ্যে (উহ্য ও প্রকাশ্য) উভয় সর্বনামকে আল্লাহ তায়া'লার জন্যে সাব্যস্ত করেছেন এবং আবু হাব্বান বলেছেন, আল্লাহ তায়া'লার স্থিরতা, মাহাত্ম্য, শক্তি ও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

islamibookbd.wordpress.com

পরাক্রমশালিতা অর্থে ব্যবহৃত। খুব সম্ভব, ইমাম হাসান বসরীও ثُمَّ دَنٰى থেকে مَاۤ اَوْحٰى পর্যন্ত আল্লাহ তায়া'লার বাণীতে সব সর্বনামকে আল্লাহ তায়া'লার জন্যেই সাব্যস্ত করেন। অনুরূপভাবে ثُمَّ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى এর মধ্যে কর্মবাচক সর্বনামও আল্লাহ তায়া'লার জন্যে সাব্যস্ত করেন। কেননা হাসান বসরী (রহঃ) কসম করে বলতেন, নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তায়া'লার নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ তিনি এটা বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের মাকাম আল্লাহ তায়া'লার দরবারে অতি উচ্চ এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ তায়া'লার 'তাদাল্লী' (নৈকট্য চাওয়া)'র এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের সান্নিধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে নিয়েছেন আল্লাহ ওয়ালাদের মতে এই বিলীনতাকে 'ফানা ফিল্লাহ' বলা হয়। আর আল্লাহ তায়া'লার অবতরণ দ্বারা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন নৈকট্যকে বুঝানো হয়েছে। এই জাতীয় মাসআলাসমূহে পূর্বেকার ওলামাদের মাযহাব হল এই যে, তাঁরা সদৃশ্যদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতঃ তার প্রকৃত জ্ঞানকে আল্লাহ তায়া'লার প্রতি সোপর্দ করেন।

এরপর রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার বলেন, ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এর সর্বনামসমূহ দ্বারা যেমনিভাবে আল্লাহ তায়া'লাকে উদ্দেশ্য করা জায়েয আছে তেমনিভাবে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে উদ্দেশ্য করাও জায়েয আছে। যেমন ইমাম হাসান বসরী (রহঃ) থেকে এই সর্বনামসমূহ দ্বারা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম উদ্দেশ্য হওয়া বর্ণিত হয়েছে। এই ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ হল এই যে, অতঃপর হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তাঁর মহান প্রতিপালকের নিকটবর্তী হলেন তখন আল্লাহ তায়া'লা নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের দু'ধনুক পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা নিকটতম হয়ে যান। فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى এর সর্বনামগুলো আল্লাহ তায়া'লার। (তাফসীরে রূহুল মাআনী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৪৪-৪৫)

এতদসংলগ্ন রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার বলেন, عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى থেকে وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى পর্যন্ত আল্লাহ তায়া'লার বাণীর অর্থ হল এই যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে জিব্‌রীল (আঃ) শিক্ষা দিয়েছেন তখন জিব্‌রীল (আঃ) ছিলেন আসমানের ঊর্ধ্ব প্রান্তে। তারপর ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى এর সর্বনামগুলো

আল্লাহ তায়া'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং وَلَقَدْ رَاٰهُ এর কর্মবাচক সর্বনামও আল্লাহ তায়া'লার। অর্থাৎ এই ভিত্তিতে আল্লাহ তায়া'লার সাথে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নৈকট্য অতঃপর আরো নৈকট্যের আহ্বান এবং আল্লাহ তায়া'লার দর্শন প্রমাণিত হল। রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার বলেন, বুখারীর সেই হাদীসও এটাকে জোরদার করে, যা শরীক ইবনে আবদুল্লাহর সনদে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ওতে এই শব্দাবলী রয়েছেঃ

وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلّٰى حَتّٰى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى

অর্থাৎ পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত নিকটবর্তী হলেন অতঃপর তিনি অধিক নৈকট্য চাইলে, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'ধনুক পরিমাণ কাছে হয়ে যান অথবা এ অপেক্ষা নিকটতম। তারপর নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের প্রতি ওহী করেন যার মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের বাধ্যতামূলক হুকুম (ফরযিয়ত) অন্তর্ভুক্ত ছিল। (রূহুল মাআনী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা৪৫, বুখারী শরীফ, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা ১১২০, মুসলিম শরীফ খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯২)

এরপর রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার বলেন, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে আল্লাহর দর্শনকে প্রমাণ করেন যেমন হিব্‌রে উম্মত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অপরাপর মহাত্মাগণ এই হাদীসকে দলীল স্বরূপ পেশ করেন।

চূড়ান্ত ফয়সালা

উপরোক্ত বর্ণনা ও উদ্ধৃত বক্তব্যসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সূরা নাজ্‌মের উল্লেখিত আয়াতসমূহ আসমানী মি'রাজের বর্ণনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়া'লার এত নিকটবর্তী হয়েছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে (তুলনা না করে) দু'ধনুক পরিমাণ ব্যবধান থেকে যায় অথবা আরো কম। হযরত শরীক ইবনে আবদুল্লাহর হাদীস যা বুখারী ও মুসলিম উভয়ে রেওয়ায়েত করেছেন, তা এই অর্থকে জোরদার করে। এই হাদীস যার মধ্যে আল্লাহর তায়া'লার "دُنُوّ" (নিকটবর্তী হওয়া) ও "تَدَلّٰى" (অধিক নৈকট্য চাওয়া)'র বিবরণ আছে, তা বুখারী শরীফ ২য় খণ্ড, ১১২০ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরীফ ১ম খণ্ড, ৯২ পৃষ্ঠায় রয়েছে। আর আয়াতের তফসীরে সর্বনামসমূহ আল্লাহ তায়া'লা অথবা জিব্‌রাঈল (আঃ) এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করায় যে মতভেদ ছিল; হযরত শরীকের হাদীস তার ফয়সালা করে দিয়েছে। ওতে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ রয়েছে وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلّٰى

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

(জিব্‌রীল নন) বরং পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয়েছেন এবং তিনিই অধিক নৈকট্য তলব করেছেন।

একটি প্রশ্নের উত্তর

যদি বলা হয়– সেই সমুদয় হাদীস এই বিবরণের বিরুদ্ধ যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, জিব্‌রাঈল (আঃ) তাঁর আসল রূপ হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে দেখিয়েছেন? এর উত্তর ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (রহঃ) তাঁর তাফসীরে কবীরে এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক জিব্‌রাঈল (আঃ)কে তাঁর আসল রূপে দেখা সঠিক ও প্রমাণিত। কিন্তু কোন হাদীসে এটা বর্ণিত হয়নি যে, আল্লাহ তায়া'লা সূরা নাজ্‌মের এই আয়াতসমূহে জিব্‌রীলের দর্শনকে উদ্দেশ্য করেছেন, তবেই তো হাদীসের বৈপরীত্য অবধারিত হতো। (তাফসীরে কবীর, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা- ৭৩২)

প্রতীয়মান হল– রেওয়ায়েতসমূহে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব নেই।

হযরত শরীকের হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনা

যদি আপত্তি করা হয়– হযরত শরীকের রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাঁর হাদীস বর্ণনা করতঃ বলেছেন وَقَدَّمَ فِيْهِ شَيْئًا وَاَخَّرَ وَزَادَ وَنَقَصَ* এইভাবে অপরাপর মুহাদ্দিসগণও এই রেওয়ায়েতকে অকেজো সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং এটাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না?

এর উত্তর হল এই যে, একটি হাদীস যখন একাধিক সূত্রে এবং বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়। তখন অনেক সময় ওতে কমিবেশি হয়েই থাকে। যার অসংখ্য উদাহরণ স্বয়ং বুখারী ও মুসলিমে বর্তমান রয়েছে। ইফ্‌কের (আয়েশা সিদ্দীকার চরিত্রে কলংক দান সংক্রান্ত) একটি হাদীসকেই ধরে নিন, অনেক তারতম্য আপনি দেখতে পাবেন। যদি এই তারতম্যকে সাধারণভাবে সমালোচনার কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় তাহলে একাধিক সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীসই বিশুদ্ধতার পর্যায়ে পৌঁছবে কি না সন্দেহ। তদুপরি যখন হাদীসের রাবীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য হন এবং বুখারী ও মুসলিম তাকে রেওয়ায়েতও করেছেন। এরপর কোন্ ভিত্তিতে তাকে দলীলের অযোগ্য বলা যায়?

মজার কথা এই যে, স্বপ্নযোগে মি'রাজ প্রমাণকারীগণ হযরত শরীকের এই

* অর্থাৎ এতে কিছু পূর্বাপর ও কমিবেশি হয়েছে।

রেওয়ায়েতকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। তারা তখন মুহাদ্দিসগণের সমুদয় সমালোচনা বেমালুম ভুলে যান। তাছাড়া এই রেওয়ায়েতের সমালোচনা করার সময় বুখারী ও মুসলিমের বিশুদ্ধতার লেহাজও তাদের থাকে না। আমাদের দৃষ্টিতে হযরত শরীকের রেওয়ায়েত দলীল হিসেবে উপস্থাপন যোগ্য। এই জন্য বুখারী ও মুসলিম তাকে রেওয়ায়েত করেছেন এবং ওতে সমালোচনার কোন দৃষ্টিকোণ বের করেননি। বাকী এই বিষয়– মি'রাজ নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে হওয়ার কথা ঐ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যা ইজমার (উম্মতে মুহাম্মদীর ঐকমত্য) পরিপন্থী। অতএব তার জবাব হল এই যে, নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে ফেরেশতাদের আগমনের কথা ঐ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। মি'রাজ নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে হওয়ার কথা মোটেই উল্লেখ করা হয়নি। নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে ফেরেশতাগণ এসেছিলেন তবে সেভাবেই ফিরে চলে যান। অতঃপর অন্য কোন রাতে এসেছেন। দেখুন ঐ হাদীসে রয়েছেঃ

فَلَمْ يَرُعْهُمْ حَتّٰى اَتَوْهُ لَيْلَةً اُخْرٰى

অর্থাৎ ওহীর পূর্বে এক রাতে ফেরেশতাগণ এসে চলে যান। এরপর হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তাদেরকে দেখেননি অবশেষে তারা অন্য এক রাতে আগমণ করেন এবং তা ছিল নবুওয়াত প্রকাশের পর। যেমন হযরত শরীকের ওই রেওয়ায়েতে রয়েছে, ফেরেশতাগণ প্রথম আসমানে জিজ্ঞাসা করেছেন وَقَدْ بُعِثَ তাঁকে কি নবুওয়াত সহকারে পাঠানো হয়েছে? জিব্‌রাঈল (আঃ) বললেন, نَعَمْ হ্যাঁ, তাঁকে নবুওয়াত সহকারে পাঠানো হয়েছে। ইমাম ইবনে হাজর বলেন,

فَاِنَّهٗ ظَاهِرٌ فِىْ اَنَّ الْمِعْرَاجَ كَانَ بَعْدَ الْبِعْثَةِ

অর্থাৎ এ প্রশ্নোত্তর থেকে প্রকাশমান যে, এই রেওয়ায়েতেও মি'রাজ নবুওয়াত প্রকাশের পরে হওয়াই বিবৃত হয়েছে। (ফাতহুল বারী, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা- ৪১০)

এছাড়া অপরাপর বিরোধের অবসান ও সমালোচনার জবাবও ফাতহুল বারীর গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে প্রকাশমান– বিস্তারিত জানতে হলে ওখানে দেখুন।

এই রেওয়ায়েত দ্বারা যারা মি'রাজ স্বপ্নযোগে হয়েছে বলে প্রমাণ করতে চান তার জবাব মি'রাজের হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনার অধীনে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ পড়ে নিয়েছেন। পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। মোট কথা, হযরত শরীকের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

হাদীস দ্বারা এই বিষয়টা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, دَنٰى فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ এর মধ্যে আল্লাহ তায়া'লার নৈকট্য ও নৈকট্যাধিক্যকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লাই তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত নিকটবর্তী হয়েছেন যে, তাঁদের মধ্যে দু'ধনুকের ব্যবধান থাকে অথবা আরো কম। এই নৈকট্য জিব্‌রাঈল (আঃ) এর নয় বরং পরাক্রমশালী প্রভু আল্লাহর।

ক্বাবা কাউসাইন

'ক্বাব' পরিমাণকে বলা হয়। 'কাউস'র অর্থ হল ধনুক। তার মূল তত্ত্ব আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভাল জানেন। তবে এই নৈকট্যকে ক্বাবা কাউসাইন বলে ব্যক্ত করার রহস্য হল এই যে, আরবে নিয়ম ছিল– যখন দুই সরদার পরস্পরে চুক্তিবদ্ধ হতো তখন তারা উভয়ে নিজ নিজ ধনুক একত্রিত করে একটি তীর নিক্ষেপ করতো, যা এই কথারই প্রমাণ হতো যে, তাদের পরস্পরে এইরূপ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– যে তীর একজনের ধনুক থেকে বের হয়েছে সেটাই অপরের ধনুক থেকে বের হয়েছে। একজনের যুদ্ধ অপর জনের যুদ্ধ, একজনের সন্ধি অপরজনের সন্ধি বলে ধরে নেয়া হতো। আল্লাহ তায়া'লাও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের এইরূপ নৈকট্য দান করেছেন যে, হুজুর আলাইহিস সালামের সাথে যুদ্ধ করা আল্লাহ তায়া'লার সাথে যুদ্ধ করা এবং হুজুর আলাইহিস্ সালামের সাথে সন্ধি করা আল্লাহ তায়া'লার সাথে সন্ধি করার নামান্তর।

প্রকৃত নৈকট্য

قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى এর মধ্যে যে নৈকট্যের বর্ণনা রয়েছে সুফীগণ তাকে 'ফানায়ে তাম' (খোদার সান্নিধ্য লাভের সাধনায় নিজের অস্তিত্বের পূর্ণ বিলোপন) বলে ব্যক্ত করেন। তার কিরণসমূহ যখন আল্লাহর বন্ধুদের উপর পড়ে তখন তারা আল্লাহর গুণাবলীর জ্যোতি দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে যান। হুজুর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি শান হবে? কেউ কিছু বলতে পারে না এবং না জানাতে পারে।

আল্লাহর তায়া'লার দর্শন লাভ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى এর কর্মবাচক সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তায়া'লাকে বুঝানো হয়েছে। (দেখুন রূহুল মাআনী, পারা, ২৭, পৃষ্ঠা-৪৬) এবং অর্থ হল এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দু'বার

দেখেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে হুজুর আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রতিপালককে দু'বার দেখেছেন। একবার অন্তরের চোখে আরেকবার কপালের চোখে। (তাবরানী, রূহুল মাআনী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৪৬, মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭)

একটি আপত্তির অবসান

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যদি কেউ বলে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে দেখেছেন, একথা শুনলে আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। হযরত আয়েশা আরো বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে আল্লাহ তায়া'লার প্রতি বড় মিথ্যারোপ করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও (রাঃ) হুজুর আলাইহিস সালামের জন্যে খোদার দর্শনকে অস্বীকার করেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর আলাইহিস্ সালামকে সূরা নাজমের এই আয়াত لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছি। তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন, اِنَّمَا رَاَيْتُ جِبْرِيْلَ مُنْهَبِطًا অর্থাৎ আমি জিব্‌রীলকে অবতরণ করতে দেখেছি। এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হল– হুজুর আলাইহিস্ সালাম জিব্‌রীল (আঃ)কে দেখেছেন, আল্লাহ তায়া'লাকে দেখেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের হাদীস থেকেও হুজুর আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক আল্লাহর দর্শন লাভের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয়। এইজন্য বুখারীর ভাষ্যকার ইমাম কুসতুলানী বলেছেন, হাদীসে যে 'নৈকট্য' ও 'অধিক নৈকট্যের আহবানের' কথা উল্লেখ রয়েছে তা সূরা নাজমে উল্লেখিত 'নৈটক্য' ও 'অধিক নৈকট্যের আহ্বান' নয়। কেননা সূরা নাজমে জিব্‌রীল (আঃ) এর নৈকট্য ও অধিক নৈকট্যের আহ্বানকে বুঝানো হয়েছে। তারপর মুসলিম শরীফে হযরত আবু যর (রাঃ) এর হাদীস রয়েছে, যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে– আমি হুজুর আলাইহিস্ সালামকে জিজ্ঞেস করেছি, হুজুর! আপনি আল্লাহ তায়া'লাকে দেখেছেন? তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ তিনি তো নূর আমি তাঁকে কিভাবে দেখতে পারি? এ ছাড়াও কপাল মোবারকের চোখে আল্লাহ তায়া'লাকে অবলোকনের অস্বীকৃতি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন রূহুল মাআনী ইত্যাদিতে রয়েছে। আরো মজার কথা– তার রাবী (বর্ণনাকারী) হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস। তদুপরি অবলোকন স্থান, কাল, পরিমিতি, দিক ও অবলোকিত বস্তুর আয়ত্ব করণ ব্যতীত অসম্ভব। যদি সচক্ষে অবলোকনকে প্রমাণ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তায়া'লার জন্যে নাউযুবিল্লাহ দিক, কাল, পরিমিতি ও সীমাবদ্ধতা সবকিছুই প্রমাণিত হয়ে যাবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা হলেন উম্মুল মো'মেনীন, তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে হুজুর আলাইহিস্ সালামের জন্যে আল্লাহর দর্শন লাভকে অস্বীকার করেছেন এবং দলীল হিসাবে কুরআনের আয়াত لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ এবং مَاكَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ কে পেশ করেন।

উত্তরে বলব– আল্লাহর দর্শন প্রসঙ্গে আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। সর্বপ্রথম সেই ধর্মহীন দার্শনিকদের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করছি যারা আল্লাহ তায়া'লার দর্শনকে অসম্ভব সাব্যস্ত করেছে। প্রথমে এই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করা উচিৎ যে, দার্শনিকগণ কোন বস্তুর অবলোকনের জন্য যে শর্তাবলী আবশ্যক স্থির করেছে, সেগুলোর আবশ্যকতা হল স্বভাবগত, বিবেকগত নয়। অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়ম এভাবে প্রচলিত রয়েছে যে, দিক, স্থান, কাল ইত্যাদি ছাড়া কোন বস্তুর অবলোকন সম্ভব হয় না কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা এই বিষয়ের উপর ক্ষমতা রাখেন যে, অলৌকিকভাবে এই শর্তাবলী ছাড়াও আবলোকন ঘটিয়ে দিবেন। আর মি'রাজের রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আল্লাহ তায়া'লার দর্শনও অলৌকিকভাবেই হয়েছিল। অতএব কোন আপত্তি উঠছে না।

একটি সংশয়ের অবসান

যদি আল্লাহ তায়া'লাকে দেখা সম্ভব হতো তাহলে মূসা আলাইহিস্ সালাম যখন আরজ করেছিলেন رَبِّ اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও আমি তোমাকে দেখব।) তখন আল্লাহ তায়া'লা لَنْ تَرٰىنِيْ (তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না) দ্বারা জবাব দিতেন না।

এর উত্তর হল এই যে, এই আয়াত শরীফ আল্লাহ তায়া'লার দর্শন সম্ভব হওয়ার উপর এক উজ্জ্বল দলীল। কারণ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের প্রার্থনা এই বিষয়ের প্রমাণ যে, তিনি আল্লাহ তায়া'লার দর্শন সম্ভব হওয়ার আক্বীদা পোষণ করতেন। যদি আল্লাহ তায়া'লার দর্শন অসম্ভব স্বীকার করা হয়, তাহলে এই আক্বীদা পোষণ গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হবে। কেননা যে বস্তু আল্লাহ তায়া'লার বেলায় অসম্ভব হয় তাকে সম্ভব স্বীকার করা শক্ত গোমরাহী। মূসা (আঃ), যিনি আল্লাহ তায়া'লার কলীম ও স্থির প্রতিজ্ঞ রাসূল; কিভাবে গোমরাহীর আক্বীদা পোষণ করতে পারেন? প্রমাণিত হল– আল্লাহ তায়া'লার দর্শন সম্ভব। নচেৎ মূসা কলীমুল্লাহ (আঃ) এর প্রতি (নাউযুবিল্লাহ) গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অপবাদ উত্থাপিত হবে। আর এই অপবাদ নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। অতএব আল্লাহর দীদার অসম্ভব হওয়ার দাবীও বাতিল হল। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

এছাড়া আল্লাহ তায়া'লা কুরআন শরীফে ফরমায়েছেন وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ কিয়ামতের দিন মো'মিনদের চেহারা তাদের প্রতিপালককে দেখে উজ্জ্বল হবে। যদি আল্লাহ তায়া'লার দর্শন অসম্ভব হয় তাহলে কিয়ামতের দিন মো'মিনগণ কিভাবে দেখবে?

এরপর কুরআন করীমের সেই আয়াতসমূহ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি যেগুলো দ্বারা বাহ্যতঃ আল্লাহ তায়া'লার দর্শনের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয়।

প্রথম আয়াতঃ

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

দৃষ্টি আল্লাহ তায়া'লাকে অধিগত করতে পারে না কিন্তু তিনি সমস্ত দৃষ্টিশক্তিকে অধিগত করেন এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আনআম, আয়াত-১০৩)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়া'লার 'রুয়াত' (দর্শন)কে অস্বীকার করা হয়নি বরং অস্বীকার করা হয়েছে 'ইদ্‌রাক' তথা অধিগত করণকে। ইদ্‌রাকের অর্থ রুয়াত নয় বরং ইদ্‌রাক 'ইহাতাহ' (احاطه) কে বলা হয়। আর ইহাতাহ্'র অর্থ কোন বস্তুকে অধিগত করা। অতএব আয়াত শরীফের অর্থ হল সকল দৃষ্টি আল্লাহ তায়া'লাকে অধিগত করতে পারে না কিন্তু সমস্ত দৃষ্টি আল্লাহ তায়া'লার অধিগত। তিনি সকলকে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে পরিবেষ্টন করে আছেন। সুতরাং এই আয়াত শরীফ দ্বারা সেই অবলোকনের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয়েছে যা দ্বারা আল্লাহ তায়া'লা অধিগত হয়ে যান। কিন্তু এ দ্বারা অধিগমনহীন অবলোকনের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হতে পারে না। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে لَااُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ এই হাদীস শরীফে রয়েছে আল্লাহ তায়া'লার প্রশংসার সংখ্যা নির্ণয় ও অধিগত করণের অস্বীকৃতি। নাউযুবিল্লাহ সাধারণতঃ প্রশংসা করণের অস্বীকৃতি নয়। নচেৎ অবধারিত হবে যে, নাউযুবিল্লাহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়া'লার কোন প্রশংসাই করেননি। সুতরাং প্রকাশমান হয়ে গেল– যেভাবে আল্লাহর প্রশংসার সংখ্যা নির্ণয়ের অস্বীকৃতি দ্বারা সাধারণতঃ আল্লাহর প্রশংসা করার অস্বীকৃতি প্রমাণিত হতে পারে না ঠিক সেভাবে অধিগত করণ সহকারে অবলোকনের অস্বীকৃতি দ্বারা সাধারণতঃ অবলোকনের অস্বীকৃতিও প্রমাণিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

কোন মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তায়া'লার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে। (সূরা শূরা, আয়াত-৫১)

এই আয়াত থেকেও হুজুর আলাইহিস্ সালাম কর্তৃক আল্লাহর দর্শন লাভের অস্বীকৃতি বুঝা যায়নি। কেননা আয়াতের অবতারণা দর্শনের অস্বীকৃতির জন্য নয় বরং পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে কথা বলার অস্বীকৃতির জন্য এবং আয়াতের অর্থ হল এই যে, আল্লাহ তায়া'লা কোন মানুষের সাথে পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে কথা বলেন না। বাকী এই বিষয়– কথা না বলে তাঁর দর্শন কাউকে দান করেন কি না? আয়াতের বিষয় বস্তুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই এবং এই বাণী এ প্রসঙ্গে নীরব।

তাছাড়া এই হুকুম সেই মানুষের জন্য যার অবস্থান কেবল মানব হিসেবে হয়। আর যখন বাশারিয়তের সমস্ত জড়তা থেকে মুক্ত হওয়ার অবস্থা প্রকাশিত হয় এবং বাশারিয়তের কোন পর্দা বাকী না থাকে তখন তো এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর দর্শন লাভ করেন তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর পবিত্র বাশারিয়ত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বাশারিয়তের সমুদয় জড়তা থেকে মুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ পবিত্র বাশারিয়ত বর্তমান ছিল কিন্তু আল্লাহর কুদ্‌রতে বাশারিয়তের গুণাবলী ও তার প্রকৃতির বিকাশ ছিল না এবং বাশারিয়তের পর্দা সম্পূর্ণ উঠে যায়। অতএব আয়াত শরীফ দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে আল্লাহ তায়া'লার দর্শনের অস্বীকৃতি প্রসঙ্গে দলীল পেশ করা ঠিক হয়নি। (এর জন্য দেখুন, তাফসীরে আরায়িসুল বয়ান, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৩৬)

এবার ওই হাদীসসমূহের প্রতি আলোকপাত করছি যেগুলো দ্বারা (বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে) আল্লাহ তায়া'লার দর্শনের অস্বীকৃতি প্রমাণিত হয়।

খোদা দর্শনের অস্বীকারকারীগণ সেই হাদীসসমূহকে উপস্থাপন তো করেছে যেগুলো থেকে তারা নিজেদের ধারণা মতে খোদা দর্শনের অস্বীকৃতি বুঝে নিচ্ছে। কিন্তু সেই হাদীসসমূহকে দেখেওনি যেগুলো থেকে আল্লাহ তায়া'লার দর্শনের উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখুন তাব্‌রানী শরীফে রয়েছেঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا اِنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ اِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَبَّهٗ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِبَصَرِهٖ وَمَرَّةً بِفُؤَادِهٖ – رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ فِى الْاَوْسَطِ.

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দু'বার দেখেছেন। একবার কপালের চোখে আরেকবার তাঁর ক্বলব মোবারকের চোখে। এই হাদীসকে ইমাম তাব্‌রানী আল-আওসাতে বর্ণনা করেছেন।

বুখারী শরীফের ভাষ্যকার ইমাম কুসতুলানী (রহঃ) মাওয়াহিবুল লাদুনিয়ায় এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে বলেনঃ

رِجَالُهٗ رِجَالُ الصَّحِيْحِ خَلَا جُهْوْرِ بْنِ الْمَنْصُوْرِ الْكُوْفِىِّ وَجُهْوْرُ بْنُ الْمَنْصُوْرِ قَدْ ذَكَرَهٗ اَبُوْ حَبَّانَ فِى الثِّقَاتِ.

জহুর ইবনে মনসূর কূফী ব্যতীত তার সমস্ত রাবীই সহীহ হাদীসের রাবী। ইবনে হাব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য (ثقات) রাবীদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন।

চোখের দর্শন ও অন্তরের দর্শন

এতে সন্দেহ নেই যে, উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে দর্শনের অস্বীকৃতি প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। অপরাপর সাহাবায়ে কেরাম থেকে দর্শন লাভের পক্ষেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীসসমূহ তিন প্রকার। প্রথমতঃ যার মধ্যে কেবল দর্শনের উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যার মধ্যে চোখে দর্শনের দ্ব্যর্থহীন বর্ণনা রয়েছে। তৃতীয়তঃ যার মধ্যে অন্তরে দর্শনের উল্লেখ এসেছে। এইজন্য দর্শন প্রসঙ্গে দেখা দিয়েছে মতপার্থক্য। কতেকের অভিমত হল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়া'লাকে ক্বলব মোবারকের চোখে দেখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, কপালের চোখে দেখেছেন এবং কতেকের মাযহাব হল– কপাল ও ক্বলব উভয়ের চোখে দেখেছেন।

চোখে দর্শনের অভিমত পোষণকারীগণ

রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার বলেনঃ

ثُمَّ اِنَّ الْقَائِلِيْنَ بِالرُّؤْيَةِ اِخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ اِنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ رَاٰى رَبَّهٗ سُبْحَانَهٗ بِعَيْنِهٖ وَرَوٰى ذٰلِكَ اِبْنُ مَرْدُوِيَةْ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مَرْوِىٌّ اَيْضًا عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ.

অর্থাৎ খোদা দর্শনের অভিমত পোষণকারীদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে মতপার্থক্য রয়েছে। কতেকের মতে হুজুর আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তায়া'লাকে স্বচক্ষে দেখেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

কেউ কেউ বলেছেন, ক্বলব মোবারকে দেখেছেন। ইবনে মরদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস থেকে কপালের চোখে দেখার কথা বর্ণনা করেছেন এবং এই অভিমতই হযরত ইবনে মাসউদ ও আবু হোরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও এই অভিমত পোষণ করেন। (রূহুল মাআনী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৪৬)

এরপর রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার বলেন, কতেকের অভিমত হল– হুজুর আলাইহিস্ সালাম আল্লাহকে অন্তরের চোখে দেখেছেন। এই অভিমত হযরত আবু যর ও মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী থেকে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার আরো অগ্রসর হয়ে লিখেছেন, কতেক মহাত্মাগণ এই অভিমত অবলম্বন করেছেন যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তায়া'লাকে একবার কপালের চোখে দেখেছেন এবং একবার অন্তরের চোখে।

রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার সূফীগণের মাযহাব বর্ণনা করতঃ বলেছেন, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সূফীগণের মাযহাব হল এই যে, তাঁরা ثُمَّ دَنٰى فَتَدَلّٰى এর মধ্যে আল্লাহ তায়া'লার নৈকট্য ও অধিক নৈকট্যের আহ্বানকে হুজুর আলাইহিস্ সালামের জন্য স্বীকার করেন এবং বলেন, যেরূপ নৈকট্য (دنو) ও অধিক নৈকট্যের আহ্বান (تدلى) আল্লাহ তায়া'লার জন্যে হতে পারে, আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর কাছে সেইরূপ নৈকট্য ও অধিক নৈকট্যের আহ্বান করেছেন। অনুরূপভাবে তাঁরা হুজুর আলাইহিস্ সালামের জন্যে আল্লাহ তায়া'লার দর্শনকেও প্রমাণ করেন। হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তাস্তারী (রাঃ) এর অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাম নিজের সত্তার প্রতি মোটেই মনোযোগী ছিলেন না, বরং আল্লাহ তায়া'লার রূপ দর্শন করতে থাকেন।

তারপর রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার নিজের অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে লিপিবদ্ধ করেন, আমার মাযহাবও এটাই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান প্রতিপালকের দীদার লাভ করেছেন এবং আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী অতঃপর আরো নিকটতম হয়েছেন; যেরূপ তাঁর জন্যে হতে পারে। (রূহুল মাআনী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৪৭)

দর্শনের প্রমাণে হাদীসসমূহ

একঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا يَقُوْلُ اِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَبَّهٗ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِبَصَرِهٖ وَمَرَّةً بِفُؤَادِهٖ رَوَاهُ الطَّبْرَانِىُّ فِى الْاَوْسَطِ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দয়াময় প্রতিপালককে দু'বার দেখেছেন, একবার তাঁর বাহ্যিক চোখে আরেক বার ক্বলব মোবারকের চোখে। (মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ৩৭)

দুইঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَعْجَبُوْنَ اَنْ تَكُوْنَ الْخُلَّةُ لِاِبْرَاهِيْمَ وَالْكَلَامُ لِمُوْسٰى وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْرَجَهُ النَّسَائِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ اَيْضًا مِنْ طَرِيْقِ عِكْرِمَةَ.

হযরত ইবনে অব্বাস (রাঃ) বলেন, তোমরা কি ইব্রাহীম (আঃ) এর জন্যে বন্ধুত্ব, মূসা (আঃ) এর জন্যে আলাপচারিতা এবং মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে দর্শন হওয়াতে বিস্ময়বোধ করছো? (মাওয়াহিব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭)

তিনঃ

عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاٰى مُحَمَّدٌ رَبَّهٗ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ بِاِسْنَادٍ قَوِيٍّ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন। (মাওয়াহিব, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭)

ইমাম আহমদ (রাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে– আপনি যে হুজুর আলাইহিস্ সালামের জন্য আল্লাহ তায়া'লার দর্শন প্রমাণ করেন, হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীসের কি জবাব দিবেন? তিনি তো বলেন, হুজুর আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তায়া'লাকে দেখেননি। তখন ইমাম আহমদ (রহঃ) উত্তর দিলেন, আমি হযরত আয়েশার হাদীসের জবাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক হাদীস দ্বারা দেব। হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমায়েছেন, رَاَيْتُ رَبِّىْ (আমি আমার প্রতিপালককে দেখেছি) হুজুর আলাইহিস্ সালামের মোবারক বাণী হযরত আয়েশার উক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান। (ফাতহুল বারী)

ইমাম আহমদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়া'লাকে দেখেছেন কি? তখন তিনি বলতেন, رَاٰهُ رَاٰهُ حَتّٰى انْقَطَعَ نَفَسُهٗ হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখেছেন, দেখেছেন, এভাবে বলতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

থাকতেন এমনকি তাঁর শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতো। (রূহুল মাআনী, ফাতহুল মুলহিম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৩৩৮)

আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী সাহেব ফয়জুল বারীতে সূরা নাজম প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করেনঃ

وَالرُّؤْيَةُ فِيهَا عِنْدِيْ رُؤْيَةُ رَبِّهٖ جَلَّ سُبْحَانَهٗ كَمَا اخْتَارَهٗ اَحْمَدُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

অর্থাৎ আমার অভিমত হল এই যে, সূরা নাজমে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম কর্তৃক আল্লাহ তায়া'লার দর্শনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন তা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রাঃ) এর মাযহাব। (ফয়জুল বারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২০)

হযরত আবু যরের (রাঃ) হাদীস

হযরত আবু (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি– হুজুর! আপনি আল্লাহকে দেখেছেন? তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ আমি তাঁকে যেখানেই দেখেছি তিনি নূরই নূর। অনুরূপভাবে তাঁর অপর হাদীস যা মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ডে বর্ণিত আছে। হযরত আবু যর বলেন, দর্শন প্রসঙ্গে আমার প্রশ্নের উত্তরে হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন رَاَيْتُ نُوْرًا আমি নূর দেখেছি। এই হাদীসদ্বয়ে নূর শব্দ দ্বারা নূরের প্রসিদ্ধ অর্থ বুঝানো হয়নি। কেননা নূর হল একটি 'আরয'। আল্লাহ তায়া'লা 'আরয' ও জাওহার* থেকে পবিত্র। বরং এখানে নূর দ্বারা খোদার যা-তের তাজল্লী (জ্যোতি)কে বুঝানো হয়েছে। অর্থ হল এই– আমি যেখানে দেখেছি যা-তের তাজাল্লীই দেখেছি।

হযরত ইকরামা (রাঃ) যখন আল্লাহ তায়া'লার দর্শন অসম্ভব হওয়ার উপর لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ আয়াত শরীফকে দলীল হিসেবে পেশ করলেন তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তর দিলেন وَيْحَكَ ذٰلِكَ اِذَا تَجَلّٰى بِنُوْرِهِ الَّذِىْ هُوَ نُوْرُهٗ তোমার প্রতি আফসোস! অধিগত না করণ তো তখনই যখন আল্লাহ তায়া'লা তাঁর সেই নূর সহকারে তাজাল্লী দান করেন যা তাঁর নূর। (অর্থাৎ অসীম সত্তার তাজাল্লী দান করেন যার অধিগত করণ ও পরিবেষ্টন অসম্ভব) হুজুর আলাইহিস্ সালামের দর্শন তো

* যা অপরের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাকে 'আরয' (عرض) বলে। যেমন লাল, নীল ইত্যাদি যা শরীর বিশিষ্ট কোন বস্তুর সাহায্য না নিলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর যা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তাঁকে 'জাওহার' (جوهر) বলে যেমন দেহদারী বস্তুসমূহ। – অনুবাদক

অসীম সত্তার অধিগত করণ নয়, যার সম্ভবহীনতাকে لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা হবে। (রূহুল মাআনী, পারা-২৭, পৃষ্ঠা-৪৫)

সমাধান

যে হাদীসসমূহে দর্শনের অস্বীকৃতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো 'অধিগত করণ সহকারে দর্শন' অর্থে ব্যবহৃত। لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ আয়াত থেকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) দলীল গ্রহণ এই বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। কারণ 'ইদ্‌রাক' (ادراك) বলা হয় অধিগত করণকে, আর অধিগত করণের অস্বীকৃতি দ্বারা সাধারণতঃ দর্শনের অস্বীকৃতি বুঝায় না। অনুরূপভাবে সচক্ষে দর্শনের অস্বীকৃতি প্রসঙ্গে যে হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো দ্বারাও অধিগত করণের অস্বীকৃতি বুঝানো হয়েছে। তাহলে দলীলসমূহে কোন অসংগতি থাকছে না। কেননা পূর্ববর্তী আলোচনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সচক্ষে আল্লাহ তায়া'লার দর্শন লাভের প্রমাণে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হাদীসসমূহ (যেগুলোর সনদ বিশুদ্ধ ও অত্যন্ত সবল) সম্মানিত পাঠকদের সম্মুখে আমরা উপস্থাপন করেছি। না সূচক হাদীস হ্যাঁ সূচকের বিরুদ্ধ। এখন বিরোধ অবসান এই নিয়মেই হতে পারে যে, না সূচকের সমস্ত হাদীসকে 'অধিগত করণ সহকারে অবলোকন' অর্থে ব্যবহার করা হবে। নচেৎ বিরোধের অবসান সম্ভব হবে না। আর যদি এভাবে বিরোধের অবসান করা না হয় তা হলে মৌলিকভাবে আমাদের পক্ষ থেকে সে জবাবই হবে যা তাফসীরে মাযহারীর গ্রন্থকার দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

قُلْتُ وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ شَهَادَةٌ عَلَى النَّفِى وَشَهَادَةُ الْاِثْبَاتِ اَرْجَحُ.

অর্থাৎ (দর্শনের প্রমাণের বিপরীতে) হযরত ইবনে মাসউদ ও হযরত আয়েশার উক্তি না সূচক সাক্ষ্য। আর প্রকাশমান যে, হ্যাঁ সূচক সাক্ষ্যই অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। (তাফসীরে মাযহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-১০৭) সুতরাং দর্শনের অস্বীকৃতি বিষয়ক উক্তি অগ্রাহ্য সাব্যস্ত হবে।

তার উদাহরণ বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কা'বা শরীফের ভিতরে নামায পড়ার মতই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (কা'বা ঘরের ভিতরে) নামায পড়াকে অস্বীকার করেন। হযরত বেলাল (রাঃ) তা প্রমাণ করেন এবং বলেন, বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

islamibookbd.wordpress.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরের ভিতরে নামায পড়েছেন। না সূচক ও হ্যাঁ সূচক উভয় হাদীস সহীহ বুখারীতে রয়েছে। হাদীস বিশারদগণ এই বৈপরিত্যের অবসান এভাবে করেছেন যে, হ্যাঁ সূচক বর্ণনা না সূচকের উপর প্রাধান্যশীল। সুতরাং হ্যাঁ সূচক হাদীস না সূচক হাদীসের উপর অগ্রাধিকার পাবে।

অন্তরে দর্শনের অর্থ

কতেক লোক মনে করে– অন্তরে দর্শনের অর্থ হল এই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বলব মোবারকে এমন এক জ্ঞান হয়েছিল যাকে 'অন্তরে দর্শন' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অথবা হুজুর আলাইহিস্ সালামের ক্বলব মোবারকে আল্লাহ তায়া'লা এমন এক তাজাল্লী (জ্যোতি) দান করেছেন, যার কারণে ক্বলব মোবারকে দর্শনের মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আহলে হকের মতে অন্তরের দর্শন দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, কপালের চোখের দৃষ্টি ক্বলব মোবারকে স্থাপন করা হয়েছিল। কপালের মোবারক চোখে যে দৃষ্টি বর্তমান ছিল, কোন তারতম্য ছাড়া অবিকল সেই দৃষ্টি লাভ করেছিল ক্বলব মোবারক। ক্বলব মোবারক বাহ্যিক চোখের মত হুবহু দেখছিল। কেননা দেখার জন্যে যুক্তিগতভাবে বাহ্যিক চোখ থাকা শর্ত নয়। আল্লাহ তায়া'লা যে অঙ্গে ইচ্ছে সৃষ্টি করতে পারেন চোখের ন্যায় দৃষ্টি। যদিও খোদায়ী নিয়ম এভাবে চলমান রয়েছে যে, দৃষ্টিকে তিনি চোখের মধ্যেই সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি অলৌকিতার উপর ক্ষমতা রাখেন। আর নিঃসন্দেহে সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ অলৌকিকভাবে মি'রাজের রাতে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম ক্বলবে সৃষ্টি করেছিলেন চোখ মোবারকের দৃষ্টি এবং হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কপাল ও ক্বলবের উভয় চোখ দ্বারা তাঁর দয়াময় প্রতিপালককে সমান দেখেছেন। দেখুন বুখারীর ভাষ্যকার ইমাম কুসতুলানী মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া শরীফে বলেনঃ

ثُمَّ اِنَّ الْمُرَادَ بِرُؤْيَةِ الْفُؤَادِ رُؤْيَةُ الْقَلْبِ لَامُجَرَّدَ حُصُوْلِ الْعِلْمِ لِاَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَالِمًا بِاللّٰهِ عَلَى الدَّوَامِ بَلْ مُرَادُ مَنْ اَثْبَتَ لَهٗ اَنَّهٗ رَاٰهُ بِقَلْبِهٖ اَنَّ الرُّؤْيَةَ الَّتِىْ حَصَلَتْ لَهٗ خُلِقَتْ لَهٗ فِىْ قَلْبِهٖ كَمَا تَخْلُقُ الرُّؤْيَةَ بِالْعَيْنِ لِغَيْرِهٖ وَالرُّؤْيَةُ لَايُشْتَرَهٗ لَهَا شَىْءٌ مَخْصُوْصٌ عَقْلًا وَلَوْ جَرَتِ الْعَادَةُ بِخَلْقِهَا فِى الْعَيْنِ – اِنْتَهٰى

অতঃপর (প্রকাশ থাকে যে) 'অন্তরে দর্শন' দ্বারা অন্তরের অবলোকনকে বুঝানো

হয়েছে। এটা বুঝানো হয়নি যে, কেবল জ্ঞান লাভ করেছিলেন। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থায়ীভাবে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী ছিলেন। যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য 'অন্তরে দর্শন' প্রমাণ করেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য হল এই যে, যেমনিভাবে কোন চোখে দৃষ্টি সৃজন করা হয় তেমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্বলব মোবারকেও দৃষ্টি সৃজন করা হয়েছিল এবং (তাদ্বারা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করেন। দর্শনের জন্য যুক্তিগভাবে শরীরের বিশেষ কোন অঙ্গ হওয়া অথবা বিশেষ কিছু বর্তমান থাকা মোটেই আবশ্যক নয়। যদিও স্বাভাবিকভাবে দৃষ্টি চোখেই থাকে। কিন্তু আল্লাহ তায়া'লা চোখ ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গেও অলৌকিকভাবে দৃষ্টি সৃজন করতে সক্ষম। (মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭)

আল্লামা কুসতুলানীর (রহঃ) এই বক্তব্য এই বিষয়ের উজ্জ্বল দলীল যে, 'অন্তরে দর্শন' ও 'চোখে দর্শন' উভয়ের ভাবার্থ একটাই। وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

দর্শন প্রসঙ্গে শেষকথা

ইমাম কুসতুলানী (রহঃ) মাওয়াহিবে লাদুনিয়ায় উস্তায আবদুল আজীজ মাহদী (রহঃ) এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যার সারাংশ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হলঃ

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মি'রাজ ভ্রমণ থেকে প্রত্যাগত হলেন তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম প্রত্যেককে তার বিবেক ও পদমর্যাদা অনুযায়ী অবস্থাদি বর্ণনা করেছেন। কাফিরগণ যারা অবনতির সর্ব নিম্নস্তরে ও অত্যন্ত অধঃপতনে ছিল; তাদেরকে কেবল জড় জগতের কথাগুলো বর্ণনা করেছেন। যেমন মসজিদে আকসার অবস্থা, যা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল। অথবা পথিমধ্যে আগমনরত কাফেলার অবস্থাদি বর্ণনা করেছেন, যা শীঘ্রই তাদের সম্মুখে এসে যায়। যেগুলোর কারণে তাদের অন্তর এই ঘটনায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যায়নে বাধ্য হয়ে যায়। তারপর হুজুর আলাইহিস্ সালাম (মি'রাজের ঘটনাবলী) বর্ণনায় আরো এগিয়ে যান এবং আকাশমণ্ডলীতে গমন করা এবং সেখানকার বিস্ময়কর ও অদ্ভূত নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার বর্ণনা দেন। তবে প্রত্যেক সাহাবীকে তাঁর অবস্থানুযায়ী সংবাদ দিয়েছেন। যিনি যে অবস্থানে ছিলেন তাঁর সাথে সেই অনুযায়ী কথা বলেছেন। সপ্তম আসমান পর্যন্ত কোন সংকীর্ণতা ও প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই অবস্থাদি বর্ণনা করেছেন।

(ঘটনাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে) হুজুর আলাইহিস্ সালাম যখন জিব্‌রীল (আঃ) এর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

islamibookbd.wordpress.com

মাকামে পৌঁছলেন তখন 'উফুকে মুবীন' (স্পষ্ট দিগন্ত)'র কথা বর্ণনা করেছেন। তদুর্ধ্বে دَنٰى فَتَدَلّٰى এর মাকাম এবং فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَااَوْحٰى এর সেই সমুচ্চ মাকাম যেখানে সৃষ্টি জগতের কল্পনাও পৌঁছে না এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল ধারণাই তলিয়ে যায়; সেই পবিত্রতম দরবারের সংবাদও সাহাবায়ে কেরামকে (তাঁদের পদ মর্যাদা ও অবস্থান অনুযায়ী) দান করেছেন। মি'রাজের এই বর্ণনা ছিল শ্রোতা সাহাবীদের জন্য একটি মি'রাজ স্বরূপ। এই জন্য প্রত্যেকে তা হতে নিজ নিজ পদ মর্যাদা অনুযায়ী অংশ পেয়েছেন। কেউ ছিলেন মাকামে জিব্‌রীল পর্যন্ত, কেউ অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টির দর্শন পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং কারো ভাগে পড়েছে স্বচক্ষে দর্শনের বর্ণনা। এইজন্য কেউ বলেছেন, হুজুর আলাইহিস্ সালাম জিব্‌রীল (আঃ)কে দেখেছেন, তিনিও সত্য বলেছেন। কেউ বলেছেন, হুজুর আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ তায়া'লাকে দেখেছেন, তাঁর কথাও সঠিক। অতঃপর যার ভাগে অন্তরে দর্শনের বর্ণনা এসেছে, তিনি বর্ণনা করেছেন অন্তরে দর্শনের কথা এবং যিনি সচক্ষে দর্শনের কথা শুনেছেন তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কপালের মোবারক চক্ষুদ্বয়ে তাঁর মহান প্রতিপালককে দেখেছেন। মোদ্দা কথা, প্রত্যেকে নিজ নিজ পদমর্যাদা ও অবস্থান অনুসারে কথা বলেছেন এবং নিশ্চিতভাবে সত্যই বলেছেন। যখন এই মূলতত্ত্ব স্পষ্ট হয়ে গেল এখন ভালরূপে প্রতীয়মান হল যে, জিব্‌রীল (আঃ)কে দর্শন, আল্লাহ তায়া'লাকে দর্শন, অন্তরের দর্শন ও সচক্ষে দর্শনের সমুদয় মাকাম এবং সে সম্পর্কে মতপার্থক্য; সবটাই সঠিক। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) কা'ব কুরাযী (রাঃ), আবু যর গিফারী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সবাই হকের উপর রয়েছেন। (মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৭ ও ৩৮)

হুজুর আলাইহিস্ সালামের 'শাহিদ' হওয়া

ইমাম কুসতুলানী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তায়া'লা হুজুর আলাইহিস সালামকে 'শাহিদ' (সাক্ষী) রূপে পাঠিয়েছেন। কুরআন করীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

হে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি আপনাকে শাহিদ (সাক্ষী), সু-সংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি।

যেহেতু শাহিদের জন্য প্রত্যক্ষদর্শন আবশ্যক সেহেতু আল্লাহ তায়া'লা সপ্ত আকাশ

ও সেখানকার সৃষ্টিকুলের প্রত্যক্ষদর্শন হুজুর আলাইহিস্ সালামকে করিয়েছেন। জান্নাত, দোযখ সব কিছু দেখিয়েছেন। বন্ধু ও শত্রুদের জন্য আল্লাহ তায়া'লা প্রতিদান ও প্রতিফল যা কিছু তৈরী করে রেখেছেন তা যেন তাঁর হাবীব আলাইহিস্ সালামকে দেখান। যখন সৃষ্টিকুলের প্রত্যক্ষ দর্শন শেষ হল তখন তাঁর পবিত্র দরবারে ডেকে নিজের রূপও দেখালেন। (পৃথিবীর প্রত্যক্ষদর্শনও হুজুর আলাইহিস্ সালাম করেছেন) হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

আল্লাহ তায়া'লা আমার জন্য পৃথিবীকে সংকোচিত করেছেন, অতঃপর আমি তার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে দেখেছি।

বরং সমগ্র পৃথিবীকে হুজুর আলাইহিস্ সালাম প্রত্যক্ষ করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ رَفَعَ لِىَ الدُّنْيَا فَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهَا وَاِلٰى مَاهُوَ كَائِنٌ فِيْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظُرُ اِلٰى كَفِّىْ هٰذَا – رَوَاهُ الطَّبْرَانِىْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا.

অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লা আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে প্রকাশ করেছেন। অতঃপর আমি সমগ্র পৃথিবী এবং ওতে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে; সব কিছু দেখছি, যেমন আমার এই হাতের তালুকে দেখছি। (মাওয়াহিবে লাদুনিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১৯২)

মোটকথা, আল্লাহ তায়া'লা মি'রাজের রাতে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবকিছু দেখিয়ে নিজের পবিত্র সত্তাও দেখিয়েছেন, যেন তাঁর 'শাহিদ' হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়।

فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَااَوْحٰى

অতঃপর ওহী করেছেন আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম বান্দার (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি, যা ওহী করার ছিল। (খাযিন) এই আয়াত শরীফে আল্লাহ তায়া'লা যা কিছু ওহী করেছেন তা হল মাধ্যম ব্যতিরেকে। রূহুল বয়ানে আছেঃ

قَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَااَوْحٰى بِلَاوَاسِطَةٍ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ سِرًّا اِلٰى قَلْبِهٖ.

islamibookbd.wordpress.com

অর্থাৎ আল্লাহ তায়া'লা তাঁর প্রিয়তম বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মাধ্যম ব্যতিরেকে ওহী করেছেন, যা গোপনীয়ভাবে তাঁর ক্বলব মোবারকে স্থাপিত হয়েছে। (রূহুল বয়ান, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা- ২২১)

সেই ওহী কি ছিল? আল্লাহ তায়া'লা তাকে ـما (মা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এই মূল তত্ত্বকে প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, তা এমন আযীমুশ্শান ওহী ছিল যা বিস্তারিত বলার অবকাশ রাখে না। সংক্ষিপ্তাকারে আমরা এখানে এতটুকু বলতে পারি যে, দ্বীন ও দুনিয়ার শারীরিক ও আত্মিক, প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন নে'মতসমূহ এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের যা কিছুই আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের প্রজ্ঞানুযায়ী দেয়ার ছিল; সবকিছুই দান করেছেন। তবে প্রত্যেক নে'মত ও প্রত্যেক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ আপন আপন সময়ে হয়েছে এবং হতে থাকবে। দেখুন, শাফায়াতও হুজুর আলাইহিস্ সালামকে দেয়া হয়েছে। এতে অদ্যাবধি কোন মুসলমান মতবিরোধ করেনি। কিন্তু জগদ্বাসী জানে– তা প্রকাশের সময় হবে হাশরের দিন। প্রতীয়মান হল– যদি কোন সময় কোন গুণের প্রকাশ না হয়, তাহলে এই প্রকাশহীনতা থেকে অস্তিত্বহীনতা অনিবার্য হয় না।

এমনিতে বলতে তো এ কথাটা খুব মামুলী ও সংক্ষিপ্ত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার গভীরতায় দৃষ্টিপাত করা হলে প্রতীয়মান হবে– যারা নবুওয়াতের গুণাবলী অস্বীকার করে তাদের অসংখ্য আপত্তির উত্তর এই মামুলী কথাটাই।

হযরত শরীকের হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রত্যাবর্তন

আমাদের সম্মানিত পাঠকদের হয়ত স্মরণ থাকবে যে, হযরত শরীকের হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এত দূরে চলে এসেছি। আমরা এটাই বলে ছিলাম যে, বুখারী ও মুসলিমে হযরত শরীকের রেওয়ায়েতে মি'রাজের ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ

وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلّٰى حَتّٰى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَدْنٰى

অতঃপর নিকটবর্তী হলেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। তিনি অধিক নৈকট্য চাইলেন, এমনকি তিনি (রাব্বুল ইজ্জত) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'ধনুক পরিমাণ অথবা এর চাইতেও নিকটতম হয়ে যান। (বুখারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-১১২০, মুসলিম খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৯২)

এই হাদীসে নিকটবর্তী হওয়া, অধিক নৈকট্য চাওয়া এবং দু'ধনুক পরিমাণ অথবা এ অপেক্ষাও নিকটতম হওয়ার কর্তা 'জাব্বার রাব্বুল ইজ্জত' যা প্রকাশ্য বক্তব্যে

উল্লেখ রয়েছে। আর আমরা এটা প্রমাণ করেছি যে, এই হাদীস মি'রাজ প্রসঙ্গেই বর্ণিত হয়েছে। যারা এই হাদীসকে দলীলের অযোগ্য প্রমাণ করার জন্যে আপত্তি উত্থাপন করতঃ বলে য, এতে অনেক কমিবেশি ও উলট পালট রয়েছে এবং সেই সঙ্গে নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতাও ওতে পাওয়া যায়। তার বিস্তারিত জবাব পূর্ববর্তী আলোচনায় সম্মানিত পাঠকগণ পড়ে নিয়েছেন। বুখারী শরীফের ভাষ্যকার ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী এই আলোচনাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

হযরত শরীকের হাদীস যখন আপত্তিসমূহ থেকে নির্মল তখন এই বিষয়টা নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, যেমনিভাবে সূরা নাজমের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ মি'রাজের ঘটনার বিবরণে, তেমনিভাবে হযরত শরীকের হাদীসও মি'রাজের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হযরত শরীকের হাদীসে বর্ণিত وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلّٰى حَتّٰى ثُمَّ دَنٰى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى বক্তব্যকে সূরা নাজ্‌মের আয়াতসমূহ فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى 'র তাফসীর সাব্যস্ত করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। যেমনিভাবে হযরত শরীকের হাদীসে ক্রিয়াত্রয়ের কর্তা 'জাব্বার রাব্বুল ইজ্জত, তেমনিভাবে সূরা নাজমেও دَنٰى – تَدَلّٰى ও كَانَ ক্রিয়াত্রয়ের সর্বনামসমূহ দ্বারা রাব্বুল ইজ্জতকে বুঝানো হবে। ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহঃ) হযরত শরীকের এই হাদীসের উপর খাত্তাবীর আপত্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে গিয়ে লিপিবদ্ধ করেনঃ

وَقَدْ اَخْرَجَ الْاُمَوِىُّ فِىْ مَغَازِيْهِ وَمِنْ طَرِيْقِ الْبَيْهَقِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى قَالَ دَنَا مِنْهُ رَبُّهٗ وَهٰذَا سَنَدٌ حَسَنٌ وَهُوَ شَاهِدٌ قَوِىٌّ لِرِوَايَةِ شَرِيْكٍ اِنْتَهٰى

উমাভী তাঁর 'মাগাযী'তে সংকলন করেছেন এবং বায়হাকীর সূত্রে মুহাম্মদ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত। তিনি আবু সালমা থেকে এবং আবু সালমা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। আল্লাহ তায়া'লার বাণী وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয়েছেন তাঁর মহান প্রতিপালক।' এই সনদ হাসান এবং এটা হযরত শরীকের রেওয়ায়েতের জন্য সবল সাক্ষী। (ফাতহুল বারী, খণ্ড-১৩, পৃষ্ঠা- ৪১৩)

আরো অগ্রসর হয়ে হাফেজ ইবনে হাজর (রহঃ) খাত্তাবীর অপর এক আপত্তির উত্তর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

দিতে গিয়ে বলেন, খাত্তাবীর এই অভিমতও সঠিক নয় যে, হযরত শরীক 'নৈকট্য চাওয়া' প্রসঙ্গে নির্ভরযোগ্য রাবীদের বিরোধিতা করেছেন। কেননা তার আনুকুল্য উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বলেনঃ

وَقَدْ نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ قَالَ دَنَى اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى

অর্থাৎ ইমাম কুরতুবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তায়া'লা নিকটবর্তী হয়েছেন।'

আলহামদুলিল্লাহ! জ্ঞানবান লোকদের কাছে এই মাসআলা একেবারে স্বচ্ছ হয়ে গেল এবং সাদৃশ্য প্রতিপাদন ও উপমা প্রদান ছাড়াই আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হওয়া, অধিক নৈকট্যের আহ্বান করা এমন কি দু'ধনুক পরিমাণ অথবা এ অপেক্ষাও নিকটতম হয়ে যাওয়া উত্তমরূপে প্রমাণিত হল। সেই সাথে সূরা নাজমের আয়াতসমূহের অর্থও স্পষ্ট হয়ে গেল।

সন্দেহের উৎস

হযরত শরীকের হাদীসে যাদের সন্দেহ হয়েছে; তাদের সন্দেহের মূল উৎস হল এই যে, دُنُوّ (নিকটবর্তী হওয়া) ও تَدَلِّيْ (অধিক নৈকট্য চাওয়া)কে তারা আল্লাহ তায়া'লার শানের যোগ্য মনে করেননি। এইজন্য তারা সন্দেহে লিপ্ত হয়ে যায়। অথচ এই دنو ও تدلى হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনায়। আল্লাহ তায়া'লা উপমা প্রদান ও সাদৃশ্য প্রতিপাদন থেকে পবিত্র। অতঃপর আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না যে, আপত্তিকারীগণ কেবল হযরত শরীকের হাদীসকেই কেন সমালোচনার টার্গেট বানিয়েছে? অথচ অপরাপর 'মুত্তাফাক আলাইহি' হাদীসসমূহেও আল্লাহ তায়া'লার প্রতি এইরূপ কর্মসমূহের সম্বন্ধ বর্ণিত হয়েছে, যা বিশ্লেষণ ছাড়া আল্লাহ তায়া'লার শানের যোগ্য হতে পারে না। যেমন مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّيْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ يَنْزِلُ رَبُّنَا اِلَى السَّمَاءِ এবং অপর হাদীসে রয়েছে مِنْهُ ذِرَاعًا এখন বলুন, আল্লাহ তায়া'লার আকাশপানে অবতীর্ণ হওয়া এবং বিঘত পরিমাণ ও হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হওয়া বিশ্লেষণ ছাড়া কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে? আর যদি এখানে বিশ্লেষণ বৈধ হয় তাহলে হযরত শরীকের হাদীসে কেন অবৈধ হবে?

আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের এই বক্তব্য থেকে হযরত শরীকের রেওয়ায়েত একেবারে নির্মল হয়ে গেল এবং ওতে কোন উদ্বেগ বাকী থাকছে না।

'মি'রাজ' শব্দ

'মি'রাজ' সিঁড়িকে বলে। এক নূরানী সিঁড়ি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল; যার হাকীকত আল্লাহ তায়া'লা ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ভাল জানেন। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসমানী মি'রাজ বুরাক যোগে হয়নি বরং সিঁড়ি যোগে হয়েছে। যেমন ইবনুল হক বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বায়হাকীও দালায়িলুন্নবুওয়াতে বর্ণনা করেছেন। (যুরকানী খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৩)

অধম লিখক আরজ করছি– যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুরাকের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে সিঁড়ি যোগে আরোহণ করেন তাহলে ওতে বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে অতিরিক্ত সম্মান প্রমাণিত হয়। এই কারণে বুরাক ও সিঁড়ি দু'টোই হওয়া বিচিত্র নয়।

বক্ষ মোবারকের বার বার বিদারণ

আল্লামা তালমিসানী (রহঃ) বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ বিদারণ দু'বার হয়েছে। একবার যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম ধাত্রী হালীমা (রাঃ) এর কাছে ছিলেন বাল্যকালে, যেন শয়তানী অংশ বের হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার মি'রাজের সময়, যেন ঊর্ধ্ব জগত ভ্রমণ বিশেষতঃ আল্লাহর দর্শন লাভের জন্য হুজুর আলাইহিস্ সালামের শক্তি সক্রিয় হয়ে যায়। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেছেন, একবার কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও বক্ষ বিদারণ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, বাল্যকালে ক্বলব মোবারকের জন্যে বক্ষ বিদারণের কারণ ছিল– যেন হুজুর আলাইহিস্ সালামের পবিত্রতম ক্বলব নবীগণের (আঃ) ক্বলবের ন্যায় হয়ে যায়। অরেকবার মি'রাজের রাতে, যেন ক্বলব মোবারক ফেরেশতাদের ক্বলবের ন্যায় হয়ে যায়। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, আমি বলছি– একবার হুজুরের বক্ষ বিদারণ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও হয়েছে, যেন ক্বলব মোবারক রাসূলদের অন্তরের ন্যায় হয়ে যায়।

কাফেলার হাদীসসমূহ

পূর্ববর্তী আলোচনায় কাফেলার হাদীস মাআলিমুত তানযীল ৪র্থ খণ্ড ১১২ পৃষ্ঠা থেকে বর্ণনা করেছি। এই হাদীস তাব্রানী ইবনে মরদুভিয়া, বায়হাকী, ইবনে আবি হাতিম, আবু নাঈম প্রমুখ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কতেক লিখক অদূরদর্শিতার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

কারণে কাফেলার হাদীসসমূহ বিরোধপূর্ণ মনে করেছে। কিন্তু মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। খাতেমাতুল মুহাদ্দেসীন ইমাম যুরকানী (রহঃ) যুরকানী শরীফ ৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠায় বলেনঃ

وَلَاخَلْفَ لِاَنَّهٗ مَرَّ بِعِيْرَيْنِ بَلْ بِثَلَاثَةٍ فَكَانَ اِحْدٰهَا تَاَخَّرَتْ

অর্থাৎ কাফেলার হাদীসসমূহে কোন বিরোধ নেই। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি নয় বরং তিনটি কাফেলার নিকট দিয়ে গমন করেছেন। যার মধ্যে একটি কাফেলা যা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পূর্বে মক্কায় আগমন করার ছিল) পিছনে পড়ে যায়। (যার কারণে সূর্যকে থামিয়ে দেয়া হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ কাফেলা মক্কা শরীফে প্রবেশ করেনি; সূর্য অস্ত যায়নি)। (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০)

ইমাম যুরকানী (রহঃ) কাফেলাত্রয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এভাবে করেছেনঃ

وَقَدْ رَوَى الطَّبْرَانِىْ وَابْنُ مَرْدُوِيَةَ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالُوْا اَخْبِرْنَا عَنْ عِيْرِنَا فَقَالَ اَتَيْتُ عَلٰى عِيْرِ بَنِىْ فُلَانٍ بِالرَّوْحَاءِ قَدْ ضَلُّوْا نَاقَةً لَهُمْ فَانْطَلَقُوْا فِىْ طَلَبِهَا فَانْتَهَيْتُ اِلٰى رِحَالِهِمْ فَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ اَحَدٌ وَاِذَا قَدْحُ مَاءٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ثُمَّ انْتَهَيْتُ اِلٰى عِيْرِ بَنِىْ فُلَانٍ فِيْهَا جَمَلٌ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ غَرَارَةٌ سَوْدَاءُ وَغَرَارَةٌ بَيْضَاءُ فَلَمَّا جَاوَزْتُ الْعِيْرَ نَفَرَتْ وَصَرَعَ ذٰلِكَ الْبَعِيْرُ وَانْكَسَرَ ثُمَّ انْتَهَيْتُ اِلٰى عِيْرِ بَنِىْ فُلَانٍ فِى التَّنْعِيْمِ يَقْدُمُهُمْ جَمَلٌ اَوْرَاقُ عَلَيْهِ مَسْحٌ اَسْوَدُ وَغَرَارَتَانِ سَوْدَاوَانِ وَهَا هُوَ ذَا تَطْلَعُ عَلَيْكُمْ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَاسْتَقْبَلُوا الْاِبِلَ فَقَالُوْا هَلْ ضَلَّ لَكُمْ بَعِيْرٌ قَالُوْا نَعَمْ فَسَأَلُوا الْعِيْرَ الْاٰخَرَ فَقَالُوْا هَلِ انْكَسَرَ لَكُمْ نَاقَةٌ حَمْرَاءُ قَالُوْا نَعَمْ قَالُوْا هَلْ كَانَ عِنْدَكُمْ قَصْعَةٌ مِّنْ مَّاءٍ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا وَاللّٰهِ وَضَعْتُهَا فَمَا شَرِبَهَا اَحَدٌ مِّنَّا وَلَا اُهْرِيْقَتْ فِى الْاَرْضِ.

তাবরানী ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত উম্মে হানী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, মক্কার কোরাইশগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছে– (যদি আপনি সত্যিই

বায়তুল মোকাদ্দাস ঘুরে এসে থাকেন তাহলে) আমাদের কাফেলাসমূহের অবস্থা বলুন। হুজুর আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন, একটি কাফেলা যা অমুক গোত্রের ছিল, (হুজুর আলাইহিস্ সালাম নাম বলেছিলেন কিন্তু রাবীর স্মরণ থাকেনি) আমি 'রাওহা' নামক স্থানে তার নিকট দিয়ে গমন করেছি। তাদের একটি উষ্ট্রি হারিয়ে যায়। তারা তার সন্ধানে বের হয়েছিল। আমি তাদের পালান ও আসবাবপত্রের দিকে এলাম তখন ওখানে কেউ ছিল না। সেখানে পানি ভর্তি একটি পেয়ালা রাখা হয়েছিল; আমি তা পান করে ফেলেছি। তারপর আমি দ্বিতীয় কাফেলা পর্যন্ত পৌঁছলাম, যা অমুক গোত্রের ছিল (হুজুর আলাইহিস্ সালাম নাম বলেছিলেন কিন্তু রাবীর স্মরণ থাকেনি) আর এই কাফেলা ছিল 'যি-তুওয়া' নামক স্থানে। যেমন তাফসীরে মাআলিমুত্ তানযীলের উদ্ধৃতি সহকারে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অথবা 'যি-মির' নামক স্থানে, যেমন তাফসীরে মায্হারী ১৫ পারা ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। ওতে একটি উট ছিল যার উপর বোঝাই ছিল দু'টি বস্তা। একটি কালো (রেখাযুক্ত) এবং অপরটি সাদা (রেখাযুক্ত) যখন আমি কাফেলার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছি তখন কাফেলার একটি উট পালিয়ে যাওয়ার সময় পড়ে গেল এবং তার একটি পা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর আমি তোমাদের তৃতীয় কাফেলা পর্যন্ত পৌঁছলাম যাদের সাক্ষাৎ হয়েছে তান্ঈম নামক স্থানে এবং তা অমুক গোত্রের ছিল। ঐ কাফেলার আগে আগে একটি খাকী রঙের উট চলছিল। তাতে আরোহণ করেছে একজন কৃষ্ণাঙ্গ লোক এবং তার উপর বোঝাই করা হয়েছে (শষ্য ভর্তি) কালো (রেখাযুক্ত) দু'টি বস্তা। তারা একেবারে কাছে এসে পৌঁছেছে। (কুদা পর্বতের নিকট থেকে) শীঘ্রই সূর্যোদয়ের সাথে সাথে প্রকাশিত হবে। (বায়দাভী, কাশশাফ, মায্হারী ইত্যাদি তাফসীরসমূহের উদ্ধৃতি সহকারে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরাইশ এই কাফেলারই অপেক্ষায় কিছু লোক বসিয়েছিল আর কিছু লোক সূর্যের অপেক্ষায় নিয়োজিত করা হয়েছিল। অতঃপর একপক্ষ থেকে আওয়াজ এল– সূর্য উদিত হয়েছে, সাথে সাথে অপর পক্ষ থেকে আওয়াজ এল– কাফেলাও এসে পৌঁছেছে।)

যে কাফেলার উট হারিয়ে গিয়েছিল, তার ঘটনা যা ইবনে আবি হাতিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ওতে এই শব্দাবলীও রয়েছে।

قَدْ اَضَلُّوْا بَعِيْرًا لَهُمْ قَدْ جَمَعَهُ فُلَانٌ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هٰذَا صَوْتُ مُحَمَّدٍ.

কাফেলাওয়ালাদের যে উট হারিয়ে গিয়েছিল তাকে অমুক ব্যক্তি ধরে এনেছিল।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

(হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম সেই ব্যক্তির নাম বলেছিলেন কিন্তু রাবীর স্মরণ থাকেনি) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আমি ঐ কাফেলা ওয়ালাদের প্রতি সালাম করলাম। তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, এতো মুহাম্মদের আওয়াজ। (সাল্লাল্লাহু তায়া'লা আলাইহি ওয়াআলিহী ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম)

তথ্যসূত্র

মি'রাজের রাতে কাফেলাত্রয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার হাদীসসমূহ সুবিখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ কোথাও বিস্তারিত এবং কোথাও সংক্ষেপে বিভিন্ন ইবারতে বর্ণনা করেছেন। যে কিতাবসমূহ থেকে এই হাদীসগুলো আমরা এই বিষয়ে সংকলন করেছি; সেগুলোর নাম পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি সহ নিম্নরূপঃ

(১) তাফসীরে ইবনে জারীর, পরা-১৫, পৃষ্ঠা– ৫ (২) তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩ পৃষ্ঠা-২২ (৩) তাফসীরে বায়দাভী, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৪৭৪ (৪) তাফসীরে কাশ্শাফ, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-২২৩ (৫) তাফসীরে মাআলিমুত্ তানযীল, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-১১২ (৬) তাফসীরে খাযিন, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা- ১১২ (৭) তাফসীরে সিরাজে মুনীর, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা- ২৭৫ (৮) তাফসীরে মায্হারী পারা- ১৫, পৃষ্ঠা-৬ (৯) তাফসীরে রূহুল মাআনী, পারা- ১৫, পৃষ্ঠা- ৬ (১০) তাফসীরে রূহুল বয়ান, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৭ (১১) মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০ (১২) যুরকানী শরহে মাওয়াহিব, খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা- ১৬)

সার সংক্ষেপ

মোদ্দা কথা এই যে, এ ছিল তিনটি কাফেলা। একটি সম্পর্কে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছিলেন, তারা সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই এসে যাবে। অতএব এইরূপই হয়েছে। (তাফসীরে মাযহারী, পারা-১৫, পৃষ্ঠা-৬) দ্বিতীয়টি সম্পর্কে ফরমায়েছিলেন, তারা দুপুরের সময় এসে যাবে। তারা হুজুরের বাণী মোতাবেক ঠিক দুপুরের সময় এসেছে। (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৪০) তৃতীয়টি সম্পর্কে ইরশাদ করেছিলেন, তারা সূর্যাস্তের পূর্বেই মক্কায় প্রবেশ করবে। যখন সূর্যাস্তের সময় ঘনিয়ে এল এবং ঐ কাফেলা এসে পৌছল না তখন আল্লাহ্ তায়া'লা সূর্যকে থামিয়ে দেন যতক্ষণ না কাফেলা মক্কা শরীফে পৌছে যান। (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা- ৪০)

প্রত্যেক কাফেলা সম্পর্কে হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে

চিহ্নগুলো বলেছিলেন যখন ঐ কাফেলা প্রত্যাগত হয় এবং মক্কার কাফিরগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তখন তারা সত্যায়ন করেছে। হুজুর আলাইহিস্ সালামের বাতলে দেয়া এক একটি নিদর্শনকে সঠিক বলে স্বীকার করেছে কিন্তু ঈমান আনেনি এবং নাউযুবিল্লাহ إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (এতো সুস্পষ্ট যাদু) বলে আদি হতভাগ্যের স্বাক্ষর রেখেছে। (তাফসীরে মাযহারী ইত্যাদি)

বায়তুল মোকাদ্দাস প্রকাশিত হওয়া

মুসনাদে ইমাম আহমদ ও অপরাপর হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে মসজিদে আকসার নক্শা বর্ণনা করার সময় যখন রহস্যের চাহিদানুসারে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোযোগ সরে যায় তখন আল্লাহ্ তায়া'লা জেরুজালেম থেকে মসজিদে আকসাকে স্থানান্তর করে মক্কা শরীফে হযরত আকীল ইবনে আবি তালেবের ঘরের পাশে রেখে দিলেন এবং প্রেমাস্পদের মাহাত্ম্য এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, মসজিদে আকসা থেকে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামান্যতম মনোযোগ সরে যাওয়া মসজিদে আকসার স্বস্থান থেকে সরে যাওয়ার কারণ হতে পারে।

এখানে এই সন্দেহ ঠিক নয় যে, অপরাপর বর্ণনায় فَجَلَى لِيْ অর্থাৎ আমার জন্যে বায়তুল মোকাদ্দাস প্রকাশিত হয়ে যায়। অথবা এর সামর্থক শব্দাবলী বর্ণিত হয়েছে। অতএব বিরোধপূর্ণ হয়ে গেল। কেননা বিরোধপূর্ণ তখনই হয় যখন এক কথা অপর কথার পরিপন্থী হয়। আর প্রকাশমান যে, বায়তুল মোকাদ্দাস প্রকাশিত হওয়া, তাকে আকীল ইবনে আবি তালেবের ঘরের পাশে রাখার পরিপন্থী নয় বরং তার অবধারিত ফল। কারণ যে কোন বস্তুকে কোথাও থেকে এনে আমাদের সম্মুখে রাখা হবে তা অবশ্যই আমাদের কাছে প্রকাশিত হবে।

যারা ইমাম আহমদের রেওয়ায়েত (অর্থাৎ মসজিদে আকসাকে মক্কা শরীফে এনে স্থাপন করা)'র বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাকে সদৃশ ঘরের উপস্থিতি কিংবা সদৃশ আকৃতির অর্থে গ্রহণ করেছেন, তারা দূরদর্শিতা নিয়ে কাজ করেননি।

ক্বলব মোবারকে চোখ ও কান

হুজুর আলাইহিস্ সালামের ক্বলব মোবারকে দু'টি চোখ ও দু'টি কান এইরূপ রয়েছে যেগুলোকে এক হাদীসে تَبْصُرَانِ ও تَسْمَعَانِ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। দারেমী ও আবু নাঈমের রেওয়ায়েতে হযরত জিব্রীল (আঃ) এর এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে। قَلْبٌ وَكِيْعٌ فِيْهِ أُذُنَانِ سَمِيْعَتَانِ وَعَيْنَانِ بَصِيْرَتَانِ অর্থাৎ হুজুর আলাইহিস্

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

সালামের ক্বলব মোবারক অত্যন্ত সবল, যার মধ্যে শ্রবণকারী দু'টি কান ও অবলোকনকারী দু'টি চোখ রয়েছে। (আলী ক্বারীর শরহে শিফা, খণ্ড-১ পৃষ্ঠা- ৩৭৪)

যার অন্তরের কান ও চোখ সামী' (শ্রবণকারী) ও বাসীর (অবলোকনকারী)। আজ লোকেরা তিনি স্বয়ং সামী' ও বাসীর হওয়ায় বিস্ময়বোধ করছে। কি আশ্চার্য?

রহস্য ও প্রয়োজন

কতেক বিষয় রহস্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। লোকেরা সেগুলো প্রয়োজন হিসেবে গ্রহণ করে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। যেমন, মি'রাজের রাতে প্রধান পাদ্রী ও তার কর্মচারীবৃন্দ প্রমুখের চূড়ান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও মসজিদে আকসার দরজা বন্ধ করা যায়নি। এখন যদি কেউ এটা মনে করে যে, দরজা খোলা থাকার প্রয়োজন ছিল; যদি বন্ধ হয়ে যেতো তাহলে হুজুর আলাইহিস্ সালাম মসজিদে কিরূপে প্রবেশ করতেন? তার এই অনুধাবন নিঃসন্দেহে ভুল হবে। কেননা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিব্‌রীল (আঃ) ছিলেন। আর প্রকাশমান যে, তাঁর জন্যে পর্বতসমূহ তুলে নেয়াও কোন জটিল কাজ নয় একটি বন্ধ দরজা খোলা তাঁর পক্ষে জটিল হতে পারে কি? প্রতীয়মান হল– দরজা খোলা থাকা প্রয়োজনের তাগিদে ছিল না। বরং সেই রহস্যের ভিত্তিতেই ছিল যে, হুজুর আলাইহিস্ সালামের মসজিদে আকসায় গমনের উপর এক উঁচু মাপের নিদর্শন যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুরূপভাবে মি'রাজ ভ্রমণে প্রায় বিষয় সম্পর্কে জিব্‌রীল (আঃ) এর কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিজ্ঞেস করা এবং তাঁর বাত্‌লে দেয়া প্রয়োজনের তাগিদে ছিল না বরং এই রহস্যের কারণে ছিল যে, (মি'রাজের বর্ণনায়) ওই প্রশ্নোত্তর যেন উল্লেখিত হয় এবং উম্মতগণও এই বিষয়াবলী জানতে পারে। এছাড়া অপরিচিত স্থানে গমনকারীদের জন্য এইরূপ প্রশ্নোত্তরের সুন্নাত যেন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার পদ্ধতি ও নিয়মাবলী নির্দিষ্ট ও শরীয়ত সম্মত হয়ে যায়।

সশরীরে মি'রাজের প্রতি আলোকপাত

সম্মানিত পাঠকগণ! সাবেক আলোচনায় পড়েছেন যে, কুরআন করীমে ইস্‌রার আয়াতের প্রথম বাক্য سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ এর মধ্যে সশরীরে মি'রাজের দু'টি প্রমাণ রয়েছে এক 'সোবহান' দ্বিতীয় 'আবদ' যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে হয়েছে। এছাড়া এই বাস্তব বিষয়কে গোপন করা যায় না যে, মক্কার মুশরিকগণ যারা মি'রাজের ঘটনাকে অস্বীকার করেছে এবং তা নিয়ে উপহাস করেছে; এটাও সশরীরে মি'রাজের দলীল। কেননা যদি হুজুর আলাইহিস্ সালাম স্বপ্নে দেখার কথা উল্লেখ করতেন তাহলে এতে কারো বিস্ময়ের কিছু থাকতে পারে না এবং উপহাস

ও অস্বীকারেরও কোন অবকাশ ছিল না। এটাও রাসূলের মাহাত্ম্যের উজ্জ্বল নিদর্শন যে, শত্রুদের অস্বীকার ও উপহাসও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক চরম উৎকর্ষ অর্থাৎ সশরীরে মি'রাজের দলীল হয়ে গেল।

মি'রাজ ভ্রমণের উদাহরণ

এ জগতসমূহ কুদ্‌রতের কারখানা। আল্লাহ তায়া'লা তার প্রকৃত মালিক এবং হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়া'লার প্রেমাস্পদ। যদি কেউ কোন বড় কারখানার মালিক হয়, যার মধ্যে প্রত্যেক ধরনের যন্ত্রপাতি লাগানো হয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ চলছে। কোথাও কার্পাস থেকে তুলার দানা বের হচ্ছে, কোথাও তুলো ধুনো করা হচ্ছে, কোন মেশিনে সুতা পাকানো হচ্ছে এবং কোনটায় কাপড় তৈরী করা হচ্ছে। কোন অংশে আটা পেষা হচ্ছে এবং দ্রুত চলছে কারখানা। সমস্ত মেশিনে প্রত্যেক অংশ নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে হঠাৎ মালিকের প্রেমাস্পদ তার নিমন্ত্রণে এসে যায় তখন মালিক নির্দেশ দেন যে, আমার প্রেমাস্পদের সম্মানার্থে কারখানা বন্ধ করে দেয়া হোক। তখনই কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তাহলে প্রকাশমান যে, প্রত্যেক মেশিন তাৎক্ষণিক বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমস্ত কাজ কর্ম একেবারে থেমে যাবে। কারখানা বন্ধ হওয়ার সময় যত তুলার দানা কার্পাস থেকে বের হয়ে নিচে পড়েছিল তা সেইভাবে পড়ে থাকবে এবং যা কার্পাসের ভিতরে ছিল, তা তার ভিতরেই থেকে যাবে। তুলার যে দানা কিছু বের হয়েছিল এবং কিছু বাকী ছিল, তা সেই অবস্থায় আটকা পড়ে থাকবে। তুলা, সুতা ও দানা প্রত্যেক কিছুই আপন অবস্থায় পড়ে থাকবে। যদি ঐ কারখানা হাজার বছরও বন্ধ থাকে, তাহলে কোন কিছুই এই অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হবে না। যখন কারখানা পুনরায় চালু হবে তখন প্রত্যেক কিছুই নিজ অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন হতে শুরু করবে। যে দানা মধ্যখানে আটকা পড়েছিল, তা নিচে পড়তে শুরু করবে। সুতার যে তাগা একস্থানে থেমে গিয়েছিল, সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করবে। তুলার যে অংশ মাঝখানে আটকা পড়েছিল বাইরে আসতে শুরু করবে। ঠিক সেইভাবে মি'রাজের রাতে যখন আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিমন্ত্রণ করেছেন তখন জগতের এই কারখানা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন; তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সেই বস্তুসমূহ ব্যতীত যেগুলোকে হুজুর আলাইহিস্ সালাম সচল পেয়েছেন। জগতসমূহকে সেভাবে থামিয়ে দিলেন যেভাবে কারখানা বন্ধ হওয়ার ফলে তার প্রত্যেক কিছু থেমে যায়। চন্দ্র তার স্থানে থেমে গেল, সূর্য আপন স্থানে আটকা পড়ে গেল। কাল ও কালের আওতাভুক্তদের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। (সেগুলো

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

ব্যতীত যেগুলোর ব্যতিক্রম আমরা উল্লেখ করেছি) ঠাণ্ডা ও গরম সেই অবস্থায় থেমে গেল যে অবস্থায় তা বন্ধ হওয়ার সময় পৌঁছে ছিল। হুজুর আলাইহিস্ সালামের বিছানা মোবারকের গরমও থেমে গেল। যেখানে অযু করেছিলেন, সেখানে অযু শরীফের পানির প্রবাহও বন্ধ হয়ে গেল। হুজরা শরীফের শিকল মোবারক নড়াচড়া করতে করতে যে স্থানে পৌঁছে ছিল, ওখানে থেমে গেল। যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাম প্রত্যাগত হলেন, তখন কুদ্‌রতের কারখানা হাকীকী (প্রকৃত) মালিকের হুকুমে পুনরায় চালু হয়ে যায় এবং প্রত্যেক কিছু নতুন করে স্ব স্ব স্তর অতিক্রম করতে শুরু করে। চন্দ্র, সূর্য নিজ নিজ কক্ষপথে চলতে শুরু করে। ঠাণ্ডা গরম তাদের অবস্থান অতিক্রম করতে শুরু করে। যে বস্তুসমূহ গতিশিলতা থেকে স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল তা আবার গতিশীল হতে শুরু করে। অযু শরীফের পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে (রূহুল মাআনী, পারা-১৫, পৃষ্ঠা-১২, রূহুল বয়ান, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২৫) বিছানা মোবারকের গরম তার অবস্থান অতিক্রম করতে লাগল হুজ্‌রা শরীফের কড়া মোবারক নড়াচড়া করতে লাগল। জগতসমূহে না কোন পরিবর্তন এসেছে এবং না কারো অনুভূত হয়েছে। কারণ পরিবর্তন ও অনুভূতি উভয়ই স্পন্দন ছাড়া সম্ভব নয়। আর স্পন্দনের অস্তিত্বই ছিল না তখন অনুভূতি ও পরিবর্তন কিরূপে হয়?

মি'রাজের উপর মানুষের বিস্ময়বোধ

মানুষ হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের আকাশমন্ডলীতে গমন করায় বিস্ময়বোধ করছে। আমি তো হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের প্রত্যাবর্তনে বিস্মিত। কেননা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের মূল তো নূর। আর নিয়ম হল– كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ اِلٰى اَصْلِهٖ (প্রত্যেক কিছু তার মূলের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে) আমার তো অভিমত এই– যদি হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পৃথিবীতে অবস্থান করণে আল্লাহ তায়া'লার হিকমত (রহস্য) সমূহ যুক্ত না হতো, তাহলে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম আকাশমন্ডলীতেই থাকতেন। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহু জড় জগতকে উপকৃত করার জন্যে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে শারীরিক আকৃতি দান করেছেন এবং এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে এই মনুষ্য জগতে দীপ্তিমান রেখেছেন।

সশরীরে মি'রাজ ও বাশারিয়ত

যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পানাহার, চলা-ফেরা ও অপরাপর মানবীয় গুণাবলীকে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নূর হওয়ার অস্বীকৃতির পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেন, তাদের ভেবে দেখা উচিৎ যেভাবে

পানাহার ইত্যাদি তাদের মতে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নূর না হওয়ার দলীল, সেভাবে পানি, হাওয়া, মাটি ও আগুনের সকল জগত অতিক্রম করে উপরে চলে যাওয়া পৃথিবী ছাড়া অবস্থান করা, বায়ু ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মুখাপেক্ষী না হওয়া, আগুনের স্তর নিরাপদে অতিক্রম করা এবং মুহূর্তের মধ্যে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা ও আকাশমন্ডলীতে গিয়ে প্রত্যাবর্তন করা তাদের নিয়মানুসারে মানব না হওয়ার দলীল হতে পারে।

কেননা যেভাবে নূরের পানাহার সম্ভব নয় সেভাবে মানবেরও আকাশমন্ডলীতে যাওয়া, বায়ু ছাড়া জীবিত থাকা, আগুনের স্তর নিরাপদে অতিক্রম করা, এক মুহূর্তে আকাশমন্ডলীতে গিয়ে প্রত্যাবর্তন করাও সম্ভব নয়। প্রতীয়মান হল– আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাশারিয়তও দান করেছেন এবং নূরানিয়তও। মনুষ্য জগতে বাশারিয়ত প্রকাশের প্রাবল্য এবং নূরের জগতে নূরানিয়ত প্রকাশের প্রাবল্য।

হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র সত্তা স্বয়ং একটি মো'জেযা

মো'জেযার অর্থ হল এই যে, নবুওয়াতের দাবী সহকারে কোন নবীর সত্তা থেকে এইরূপ কর্ম বা গুণের প্রকাশ হওয়া যা স্বভাববিরুদ্ধ হয় এবং সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যক্তি নবীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এইরূপ কর্ম করতে পারে না। তাকে মো'জেযা এইজন্য বলে যে, ঐ গুণ বিরুদ্ধে অবস্থানকারীকে নবীর সম্মুখে অক্ষম করে দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কর্ম স্বভাববিরুদ্ধ না হয় তা মো'জেযা হতে পারে না। যেমন ইন্‌সান ও মানবের জন্য আল্লাহ তায়া'লা এই স্বভাব প্রচলিত করেছেন যে, সে পৃথিবীতে অবস্থান করবে, বায়ুতে শ্বাস নিয়ে জীবিত থাকবে, শারীরিক ও প্রাকৃতিক খাবার ব্যতীত জীবিত থাকবে না সে পৃথিবীতেই বিচরণ করবে, আকাশমন্ডলীতে যাওয়া তার জন্যে অলৌকিক ও স্বভাববিরুদ্ধ।

এইভাবে নূরানী মাখলুকের জন্য আল্লাহ তায়া'লা এই নিয়ম নির্ধারিত করেছেন যে, চোখের পলকে আকাশমন্ডলী থেকে পৃথিবীতে আসবে এবং এক মুহূর্তে পৃথিবী থেকে আকাশমন্ডলীতে যাবে। প্রাকৃতিক খাবার গোশ্‌ত, রুটি ইত্যাদি খাবে না। পানি পান করা, বায়ুর শ্বাস নেয়া নূরানী মাখলুকের স্বভাব নয়। নূরী ব্যক্তি আগুন, পানি বাতাস, মাটি ছাড়াও জীবিত থাকবে। তার জন্যে মাটিতে চলা, রুটি খাওয়া, পানি পান করা, বায়ুতে শ্বাস নেয়া সবই অলৌকিক ও স্বভাববিরুদ্ধ।

বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়া'লা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

বাশারিয়তও দান করেছেন এবং নূরানিয়তও। কুরআনের আয়াত قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (বলুন, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষই) এবং হাদীস শরীফ فَأَنَا بَشَرٌ (আমি তো একজন মানুষ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাশারিয়তের দলীল। আর قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ (আল্লাহর নিকট থেকে এক নূর তোমাদের নিকট এসেছেন) কুরআনের আয়াত এবং اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ نُوْرًا (হে আল্লাহ! আমাকে নূরে পরিণত করুন) পবিত্র হাদীস হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নূরানিয়তের দলীল। যখন উভয় গুণ হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেল তখন এই বিষয়টাও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, যেমনিভাবে আকাশমন্ডলীতে গমন করা, প্রাকৃতিক খাবার ও পানীয় গ্রহণ এবং বায়ু ছাড়া হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের জীবিত থাকা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পবিত্র বাশারিয়তের জন্যে অলৌকিক হওয়ার কারণে চরম উৎকর্ষ ও আযীমুশ্শান মো'জেযা। ঠিক তেমনিভাবে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের পানাহার, চলা-ফেরা এবং অপরাপর মানবীয় গুণাবলী তাঁর সত্তায় বর্তমান থাকা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের নূরানিয়তের জন্যে অলৌকিক হওয়ার কারণে তাও মো'জেযা।

মোটকথা, নূরানী গুণাবলী বাশারিয়তের দিক থেকে মো'জেযা এবং মানবীয় গুণাবলী নূরানিয়তের দিক থেকে মো'জেযা। আকায়ে নামদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তায় বাশারিয়ত ও নূরানিয়তের সমন্বয় হওয়ার কারণে তিনি আপাদমস্তক মো'জেযা।

বাল্যকালে বক্ষ বিদারণের পর বক্ষ মোবারকে সেলাই করা হয়

সহীহ মুসলিম প্রথম খণ্ড ৯২ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেদের সাথে খেলাধুলা (যা তাঁর জন্যে সাজে) করছিলেন। জিব্‌রীল (আঃ) এলেন এবং তিনি হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে মাটিতে শায়িত করে বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করলেন। ক্বলব মোবারককে বের করে সেখান থেকে জমাট বাঁধা রক্ত বের করলেন এবং জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করতঃ বক্ষ মোবারকে রেখে বক্ষ মোবারক বন্ধ করে দিলেন। শিশুরা (যাদের সাথে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম খেলাধুলা করছিলেন) পলায়ন করতঃ হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের ধাত্রীমাতা (হালীমা সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা)'র নিকট এল এবং বলতে লাগল إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে হত্যা করা হয়েছে। লোকেরা দৌড়ে এল তখন হুজুর আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের রং মোবারক বিবর্ণ হয়েছিল। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্ষ মোবারকে সুঁচ (দ্বারা সেলাই করা)র চিহ্ন দেখতাম। এই হাদীস থেকে প্রতীয়মান হল– বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে রূহানী, স্বপ্নযোগে, কাশ্‌ফ যোগে, প্রচ্ছন্নভাবে ইত্যাদি সকল ব্যাখ্যা সন্দেহাতীতভাবে ভ্রান্ত। বরং এই অপারেশন ও বিদারণ ইন্দ্রিয়ানুভূত প্রকৃত ও একটি বাস্তব বিষয়। কারণ বক্ষ মোবারকে সূচ দ্বারা সেলাই করার চিহ্ন স্পষ্টভাবে দেখা যেতো। অতঃপর হাদীস শরীফে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রয়েছে– যখন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ করা হল তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের সাথে খেলাধুলায় লিপ্ত ছেলেরা দৌড় দিয়ে হুজুরের ধাত্রীমাতা (হালীমা সা'দিয়া)'র নিকট এল এবং বলল– 'মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে।' হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের বক্ষ মোবারক বিদীর্ণ হওয়া, ক্বলব মোবারক বাইরে আনা এবং সেখান থেকে জমাট বাঁধা রক্ত বের করার দ্ব্যর্থহীন উল্লেখ এবং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের বিবর্ণ হওয়া এই বাস্তব বিষয়কে উজ্জ্বল করছে যে, এই ঘটনা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ানুভূত, তাকে আধ্যাত্মিক বলা কোনভাবেই সঠিক হতে পারে না।

এই বিস্তারিত আলোচনাকে হৃদয়ঙ্গম করার পর পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখিত আমাদের এই অভিমত একেবারে নির্মল হয়ে যাচ্ছে যে, বক্ষ মোবারকের বিদারণ বাল্যকালে হোক কিংবা যৌবনে, নবুওয়াত প্রকাশের সময় হোক কিংবা মি'রাজের সময়; হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের ইন্তেকালের পর প্রকৃত জীবন সহকারে তাঁর জীবিত থাকার সবল দলীল। কেননা মানুষের অন্তরই তার জীবনাত্মার স্থিতিস্থল। বক্ষ থেকে তা বেরিয়ে আসা দেহ থেকে জীবনাত্মা বেরিয়ে আসার নামান্তর। এ ঘটনায় যেন এই ইঙ্গিত রয়েছে, যেভাবে বক্ষ মোবারক থেকে ক্বলব মোবারক বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম জীবিত, সেভাবে রূহ মোবারক কবজ হওয়ার পরও তিনি জীবিত থাকবেন। আর এই ঘটনা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৃহত্তম মো'জেযাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

তাৎপর্যবহ শিক্ষা

বক্ষ বিদারণের ফযীলত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলায় অন্যান্য নবীগণ (আঃ)কেও দান করা হয়েছে। যেমন বনী ইস্রাঈলের সিন্দুকের কাহিনী প্রসঙ্গে তাব্‌রানীর দীর্ঘ বর্ণনায় এই বাক্য রয়েছে كَانَ فِيْهِ الطَّشْتُ الَّذِىْ يُغْسَلُ فِيْهِ قُلُوْبُ الْاَنْبِيَاءِ অর্থাৎ প্রশান্তিদায়ক সিন্দুকে সেই থালাও ছিল যার মধ্যে

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

islamibookbd.wordpress.com

নবীগণ আলাইহিমুস্ সালামের ক্বলবসমূহ ধৌত করা হতো। (ফাতহুল মুলহিম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১০০)

যেহেতু অন্যান্য নবীগণ আলাইহিমুস্ সালামকেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগামিতায় প্রকৃত ও শারীরিক জীবন দান করা হয়েছে। অতএব বক্ষ বিদারণ এবং ক্বলব মোবারকের ধৌত করণও তাঁদেরকে দান করা হয়েছে। যেন তাঁদের ইন্তেকালোত্তর জীবনের উপর সেইভাবে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালোত্তর জীবনের উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এইভাবে কোন বিশেষ কারণ ও শর্তারোপ ছাড়াই সাধারণভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস সালামের ইন্তেকালোত্তর জীবন প্রমাণিত হয়ে যায়।

ক্বলব মোবারকের ধৌত করণ

ক্বলব মোবারককে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা কোন মলিনতার কারণে ছিল না কেননা বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন পূত-পবিত্রদের সরদার। তিনি এমন পূত-পবিত্র যে, জন্মগ্রহণের পরেও বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোসল দেয়া হয়নি। অতএব ক্বলব মোবারককে জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করা কেবল এই রহস্যের ভিত্তিতে ছিল যে, এ দ্বারা জমজমের পানিকে সেই মর্যাদা দান করা হবে, যা দুনিয়ার কোন পানিতে নেই। বরং জমজমের পানিকে ক্বলব মোবারকের ছোঁয়া দিয়ে সেই ফযীলত দান করা হয়েছে যা 'কাউসার' ও 'তাসনীম'* এর পানিতেও নেই।

জিবরীল (আঃ) এর আবেদন

ওমদাতুল মুফাস্সিরীন আল্লামা ইসমাঈল হক্কী (রহঃ) বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'সিদরাতুল মুন্তাহা' অতিক্রম করে অগ্রসর হলেন তখন হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম জিব্‌রীল (আঃ)কে ফরমালেন يَاجِبْرَائِيْلُ هَلْ لَّكَ مِنْ حَاجَةٍ اِلٰى رَبِّكَ (হে জিব্রাঈল! আপনার প্রতিপালকের কাছে কোন আবেদন থাকে তো বলুন) জিব্রাঈল (আঃ) আরজ করলেন يَامُحَمَّدُ سَلِ اللّٰهَ اَنْ اَبْسُطَ جَنَاحِىَّ عَلَى الصِّرَاطِ لِاُمَّتِكَ حَتّٰى يُجَوِزُوْا عَلَيْهِ (হে আকা মুহাম্মদ মোস্তফা! আপনি আল্লাহ তায়া'লার কাছে আমার জন্য এই প্রার্থনা করবেন–

* 'কাউসার' ও 'তাসনীম' বেহেশ্‌তের দু'টি ফোয়ারা।

কিয়ামাতের দিন আপনার উম্মত যখন 'পুলসিরাত'* অতিক্রম করবে তখন আমি তাদের পায়ের নিচে নিজের পাখা বিছিয়ে দেব যাতে তারা সহজভাবে অতিক্রম করতে পারে (এই সুযোগটা যেন আমাকে দেয়া হয়)। (রূহুল বয়ান, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা ২২১)

জিব্‌রীল (আঃ)কে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের এটা বলার মধ্যে রহস্য ছিল এই– যখন ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)কে নমরূদ আগুনে নিক্ষেপ করতে চাইল তখন জিব্‌রীল (আঃ) আরজ করলেন, হে ইব্‌রাহীম (আঃ)! কোন আবেদন থাকে তো বলুন। ইব্‌রাহীম (আঃ) পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করতঃ বললেন– اَمَّا اِلَيْكَ فَلَا আপনার কাছে কোন আবেদন নেই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে জিব্‌রীল (আঃ)কে তাঁর আবেদন জিজ্ঞেস করে নিজের সম্মানিত দাদা সায়্যিদিনা ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এর পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করলেন।

মি'রাজের রাতে মূসা (আঃ) ও ইমাম গায্‌যালী (রাঃ) এর কথোপকথন

হাজী ইমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ) শামায়িমে ইমদাদিয়ায় বলেন, বর্ণিত আছে যে, যখন মি'রাজের রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন মূসা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন আপনি যে, عُلَمَاءُ اُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ বলেছেন; তা কিরূপে সঠিক হতে পারে? হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গায্‌যালী উপস্থিত হলেন এবং 'বারাকাতুহু' মাগ্‌ফিরাতুহু ইত্যাদি শব্দাবলী বর্ধিত করে সালাম আরজ করলেন হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম ফরমালেন, এত দীর্ঘায়ন বুযর্গদের সম্মুখে করছো! তিনি (ইমাম গায্‌যালী) আরজ করলেন, আপনার কাছে আল্লাহ তায়া'লা শুধু এতটুকু জিজ্ঞেস করেছিলেন وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَامُوْسٰى (হে মূসা! আপনার ডান হাতে ওটা কি?) তখন আপনি এত দীর্ঘ উত্তর কেন দিলেন–

هِىَ عَصَاىَ اَتَوَكَّؤُ عَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى– الآية

(এটা আমার লাঠি; আমি এতে ভর দিই এবং এ দ্বারা আঘাত করে আমি মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, اُدُبْ يَا غَزَّالِىْ আদব রক্ষা হে

* জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থিত অতিশয় সূক্ষ্ম পুল বিশেষ।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

islamibookbd.wordpress.com

গায্যালী! (শামায়িমে ইমদাদিয়া, পৃষ্ঠা-১৩৪)

আকায়েদে নাসাফীর ভাষ্যকার নিব্রাসের গ্রন্থকার তাঁর বিশ্বখ্যাত কিতাব নিব্রাস শরহে আকায়েদে নাসাফীতে বলেন, কুতুবে জমান ইমাম আবুল হাসান শাযালী (রহঃ) বলেছেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)এর সম্মুখে ইমাম গায্যালী (রহঃ)কে নিয়ে গর্ব করছেন। মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) কে এটা বলছেন যে, আপনাদের উম্মতের মধ্যে গায্যালীর মত কোন আলেম আছে কি? কতেক লোক ইমাম গায্যালী (রহঃ)কে অস্বীকার করতো; হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম স্বপ্নযোগে তাদেরকে কশাঘাত করেছেন। যখন তারা জাগ্রত হয় তখন কশাঘাতের চিহ্ন তাদের শরীরে ছিল। (নিব্রাস, পৃষ্ঠা- ৩১১)

এই ঘটনাকে ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহঃ) 'মুহাযিরাত' নামক কিতাবে 'হিযবুল বাহ্র' এর প্রণেতা সায়্যিদিনা ইমাম শাযালী (রহঃ) থেকে এইভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমি মসজিদে আকসায় শুয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখছি– মসজিদে আকসার বাইরে হেরমের মধ্যে একটি সিংহাসন বসানো হয়েছে এবং দলে দলে মাখ্লূকের ভিড় হওয়া শুরু হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কেমন সমাবেশ? জানা গেল– সমস্ত নবী ও রাসূলগণ (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস সালাম) বিশ্বকুল সরদার হুজুর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মনসূর হাল্লাজের শিষ্টাচারহীনতা সম্বন্ধে সুপারিশ করার জন্যে উপস্থিত হচ্ছেন। আমি যখন সিংহাসনের দিকে দেখলাম তখন ওতে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই অধিষ্ঠিত আছেন এবং সমস্ত নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস সালাম যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত মূসা (আঃ), ঈসা (আঃ), নূহ (আঃ) সবাই মাটিতে বসে আছেন। আমি ওখানে থেমে গেলাম এবং তাঁদের কথা শুনতে লাগলাম। মূসা (আঃ) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হুজুর! আপনি ফরমায়েছেন 'আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইস্রাঈলের নবীদের মত।' আপনি তাদের মধ্য থেকে কোন একজন আলেম দেখান! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম গায্যালী (রহঃ) এর দিকে ইঙ্গিত করলেন। মূসা (আঃ) তাঁকে একটি প্রশ্ন করলেন। ইমাম গায্যালী (রহঃ) তার দশটি উত্তর দিলেন। মূসা (আঃ) ফরমালেন, উত্তর প্রশ্নের অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। একটি প্রশ্নের একটি উত্তর দেয়া উচিৎ ছিল, আপনি দশটি

উত্তর কেন দিলেন? ইমাম গায্যালী আরজ করলেন, হুজুর! (মাফ করবেন) আল্লাহ তায়া'লা আপনাকেও একটি প্রশ্নই করেছিলেন– وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَامُوْسٰى (হে মূসা! আপনার ডান হাতে ওটা কি?) আপনি তার অনেক উত্তর দিয়েছেন যে, এটা আমার লাঠি, আমি এতে ভর দিই এবং এ দ্বারা আঘাত করে আমি মেষপালের জন্য বৃক্ষপত্র ফেলে থাকি এবং এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে। অথচ আল্লাহ তায়া'লা যে প্রশ্ন করেছেন তার একটি উত্তরই যথেষ্ট ছিল যে, 'এটা আমার লাঠি।' ইমাম শাযালী (রহঃ) বলেন, এই দৃশ্য দেখে যে, হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং সমস্ত নবী ও রাসূলগণ বিশেষতঃ হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ), মূসা কলীমুল্লাহ (আঃ), নূহ নজিউল্লাহ (আঃ) ঈসা রূহুল্লাহ (আঃ) এর মত 'উলুল আয্ম' (স্থির প্রতিজ্ঞ) নবীগণ; সবাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে মাটিতে বসে আছেন। প্রিয় নবীর কত বড় মাহাত্ম্য ও মহা মর্যাদার দৃশ্য! আমি ধ্যানে বিভোর ছিলাম এবং মনে মনে (স্বপ্নের মধ্যে) হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের সম্মান ও মহা মর্যাদায় বিস্ময়াভিভূত ছিলাম। হঠাৎ কে যেন আমাকে পায়ের ঠোকা দিলেন, যার আঘাতে আমি জেগে উঠি। আমি যখন তাকে দেখলাম তিনি হলেন মসজিদে আকসার ব্যবস্থাপক, যিনি মসজিদে আকসার বাতিগুলো জ্বালাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, কি বিস্ময়বোধ করছেন? এসব তো হুজুরেরই নূর থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। এটা শুনে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে যাই। নামাযের জন্য জামাত কায়েম হল তখন আমার হুঁশ ফিরে আসে। আমি মসজিদে আকসার ঐ ব্যবস্থাপককে অনেক তালাশ করেছি কিন্তু অদ্যাবধি তাঁকে পাইনি। (রূহুল বয়ান, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা- ৭৫)

একটি সন্দেহের অপনোদন

হয়ত কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, ইমাম গায্যালী মূসা (আঃ)কে (নাউযুবিল্লাহ) নির্বাক করে দিয়েছেন। তাহলে এর উত্তর হল এই যে, এই সন্দেহ কেবল এজন্য সৃষ্টি হয়েছে যে, কথোপকথনের সময় হযরত মূসা (আঃ) ও ইমাম গায্যালী (রহঃ) এর অবস্থানের প্রতি খেয়াল রাখা হয়নি।

মূল ঘটনা হল এই– মূসা কলীমুল্লাহ (আঃ) তখন পরীক্ষক হিসেবে ছিলেন এবং ইমাম গায্যালী (রহঃ) হযরত মূসা (আঃ) এর সম্মুখে পরীক্ষার্থী ছাত্র হিসেবে দণ্ডায়মান ছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) পরীক্ষা স্বরূপ প্রশ্ন করেছেন আর ইমাম গায্যালী (রহঃ) তার সঠিক উত্তর দান করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

islamibookbd.wordpress.com

যদি কোন ছাত্র পরীক্ষকের প্রশ্নের সঠিক ও যথার্থ উত্তর দেয় তবে কোন বিবেকবান লোক একথা বলতে পারে না যে, সে পরীক্ষককে নির্বাক করে দিয়েছে। বরং ছাত্রকে বলা হবে সফলকাম। অতএব ইমাম গায্যালী সম্পর্কে এটা বলা ভুল, সর্বোতভাবে ভুল যে, তিনি হযরত মূসা (আঃ)কে নির্বাক করে দিয়েছেন বরং এটাই বলা হবে যে, ইমাম গায্যালী (রহঃ) কলীমুল্লাহর দরবারে পরীক্ষা দিয়ে নিজে কামিয়াব হয়েছেন।

আরো একটি সন্দেহের অপনোদন

এখানে এই সন্দেহও ভুল হবে– বাস্তবিক পক্ষে কানূনও চায় যে, প্রশ্নের সাথে উত্তরের মিল থাকতে হবে। এক প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর বাহ্যতঃ কানূন বিরুদ্ধ। এমতাবস্থায় ইমাম গায্যালী (রহঃ) এর উত্তরসমূহ এবং সেই সঙ্গে হযরত মূসা কলীমুল্লাহ (আঃ) এর উত্তরসমূহ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যাবে।

এই সন্দেহ ভুল হওয়ার কারণ হল– প্রশ্নের সাথে উত্তরের মিল থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু উত্তরের সংখ্যাধিক্য (প্রশ্নের সাথে) মিল থাকার পরিপন্থী নয়। তবে এই প্রশ্ন অবশ্যই হতে পারে যে, একটি প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দানের রহস্য কি? যার উত্তরে আমরা বলেছি –এর রহস্য হল আলাপকে দীর্ঘ করা। যাতে কথোপকথনের সম্মান দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত লাভ করতে থাকেন। যেন ইমাম গায্যালী (রহঃ) মূসা (আঃ) কে এই উত্তর দিয়েছেন যে, হে কলীমুল্লাহ! যখন আল্লাহ তায়া'লা আপনাকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেছিলেন হে মূসা! আপনার ডান হাতে ওটা কি? তখন আপনি আল্লাহ তায়া'লার এই সম্বোধনকে নিজের জন্য সম্মান ও যশ-খ্যাতির কারণ মনে করেছেন এবং এটা উপলব্ধি করেছেন যে, আল্লাহ তায়া'লা আমার সাথে কথা বলে আমাকে তাঁর কলীম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এক প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দিয়ে আলাপকে দীর্ঘ করি যেন কথোপকথনের স্বাদ দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে হে খোদার কলীম! যখন আপনি আমাকে সম্বোধন করে প্রশ্ন করেছেন, আমি আপনার সম্বোধনকে আমার জন্য অতিশয় সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করেছি এবং এটা উপলব্ধি করছি যে, আমি কেমন সৌভাগ্যবান– খোদার কলীমের সাথে কথোপকথন করছি। আপনি আল্লাহর কলীম হওয়ায় গর্ব করেছেন আর আমি আল্লাহর কলীমের কলীম হওয়াকে মর্যাদার কারণ মনে করেছি এবং কথোপকথনের স্বাদ অনেকক্ষণ পাওয়ার জন্যে আলোচনাকে দীর্ঘ করেছি।

মি'রাজের তোহ্ফা

নামায মুসলমানদের জন্য মি'রাজ শরীফের তোহ্ফা। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১। খোদার দরবারে উপস্থিতি মি'রাজের নক্শা।

২। নামায মি'রাজ শরীফ উপলক্ষে ফরয হয়েছে।

৩। 'আত্-তাহিয়্যাত' এর মধ্যে মি'রাজের জ্যোতি ও কিরণ পাওয়া যায়।

এর বিশ্লেষণ হল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ তো ছিল এই– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়া'লার দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন এবং কোন পর্দা ছাড়াই খোদার রূপ অবলোকন করেছেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কারো জন্যে এই পার্থিব জগতের বাহ্যিক জীবনে চর্মচক্ষে আল্লাহ তায়া'লার দর্শন হতে পারে না। এইজন্য আমাদের মি'রাজ হল হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এভাবে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের এত নৈকট্য অর্জিত হবে যাতে আমরা এই দুনিয়াতেই জাগ্রতাবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় রূপ স্বচক্ষে দেখতে পাই।

এই রহস্যের নিমিত্তে তাশাহ্হুদে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বাক্য রাখা হয়েছে। নামাযে নিজের ইচ্ছা ও এরাদা সহকারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকা ও আহ্বান করা নামায ভঙ্গের কারণ। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্ভাষণের শব্দে ডাকা ওয়াজিব। প্রতীয়মান হল– মো'মিন নামাযের অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। এখন যদি সে নিজের পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা, প্রেম ও আন্তরিকতাকে এই পরিমাণ সবল করতে পারে যে, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলার সময় তার অন্তর্দৃষ্টি মুহাম্মদী রূপের জ্যোতিকে দেখতে পায়; বেশ, এটাই তার মি'রাজ। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছা বস্তুতঃ আল্লাহ তায়া'লা পর্যন্ত পৌঁছা এবং হুজুর আলাইহিস্ সালামের দর্শন আল্লাহ তায়ালার দর্শন। এইজন্য ইমাম গায্যালী (রহঃ) 'ইহয়াউল উলূমে' বলেনঃ

وَاَحْضِرْ فِىْ قَلْبِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيْمَ وَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ.

অর্থাৎ নামায পড়ার সময় নিজের অন্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

উপস্থিত কর এবং সেই অবস্থায় 'আস্‌সালামু আলাইকা আয়্যুহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বল। (ইহ্‌য়াউল উলূম, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা- ১৭৫)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْوَاصِلِيْنَ آمين.

উম্মুল মো'মেনীনের হাদীস

কেউ কেউ উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) এই হাদীস থেকে ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। এইজন্য তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

হযরত সিদ্দীকা বলেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তাঁর প্রতিপালককে দেখেছেন, সে আল্লাহর প্রতি অনেক বড় অপবাদ আরোপ করল। আর যে ব্যক্তি এটা বলে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مَافِىْ غَدٍ অর্থাৎ ভবিষ্যতে হবে এমন ঘটনাবলীর জ্ঞান রাখতেন অথবা এটা বর্ণনা করে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তায়া'লার নিকট থেকে অবতীর্ণ ওহী হতে কিছু গোপন রেখেছেন, সেও আল্লাহ্ তায়া'লার প্রতি অনেক বড় অপবাদ আরোপ করল।

এই হাদীসে উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) তিনটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন। এক– আল্লাহ্ তায়া'লার দর্শন, দুই– ভবিষ্যতে যা হবে তার জ্ঞান, তিন– কুরআন করীম ও খোদার বিধানাবলী থেকে কিছু গোপন রাখা। আল্লাহ্ তায়া'লার দর্শন প্রসঙ্গে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। খোদার বিধানাবলী ও কুরআন মজীদ থেকে কিছু গোপন রাখা (নাউযুবিল্লাহ) হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের ব্যাপারে কখনই কল্পনা করা যায় না। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ্ তায়া'লা যত জ্ঞান ও মা'রেফত তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন, তার সবটাই হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। বরং বাস্তব বিষয় হল এই যে, যা কিছু তাবলীগের (উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়া) জন্য হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা থেকে কোন কথা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম গোপন করে রাখেননি। নচেৎ উম্মতের জ্ঞান হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের সমান হয়ে যাবে। যা কেউই বলে না।

এরপর مَافِىْ غَدٍ অর্থাৎ' ভবিষ্যতে যা কিছু হবে তার জ্ঞান' প্রসঙ্গে আসুন। উম্মুল মো'মেনীন (রাঃ) এর এই উদ্দেশ্য কখনই নয় যে, নাউযুবিল্লাহ্ আল্লাহ্ তায়া'লার

জানানো সত্ত্বেও হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান রাখতেন না। বরং তার উদ্দেশ্য একেবারে সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তায়া'লার জানানো ব্যতিরেকে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের জন্য مافى غد এর জ্ঞান প্রমাণিত করাই আল্লাহ্ তায়া'লার প্রতি অপবাদ আরোপ করা। আমাদের এই বর্ণনার দলীল হল এই যে, হযরত মালেক ইবনে আওফ (রাঃ) যখন মুসলমান হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলেন তখন তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে একটি প্রশংসাসূচক কাসীদা (কবিতা) পাঠ করেছেন, যার মধ্যে তিনি হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের জন্য مافى غد এর জ্ঞান প্রমাণিত করেছেন। হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম তা শুনেছেন এবং তার উপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। বরং কসীদা শুনে তাঁর ব্যাপারে ভাল মন্তব্য করেছেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে চাদর পরিয়েছেন। আমরা পূর্ণ কসীদাটা ফাতহুল বারীর গ্রন্থকার ইমাম ইবনে হাজর আসকালানীর বিখ্যাত কিতাব 'আল ইসাবা' থেকে উদ্ধৃত করছিঃ

مَااِنْ رَأَيْتُ وَلَاسَمِعْتُ بِوَاحِدٍ ... فِى النَّاسِ كُلِّهِمْ كَمِثْلِ مُحَمَّدٍ
اَوْفٰى فَاَعْطٰى لِلْجَزِيْلِ لِمُجْتَدِىْ ... وَمَتٰى تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِىْ غَدٍ
وَاِذَا الْكَتِيْبَةُ عَرَّدَتْ اَبْنَاؤُهَا ... بِالسَّمْهَرِىِّ وَضَرْبِ كُلِّ مُهَنَّدٍ
فَكَاَنَّهٗ لَيْثٌ عَلٰى اَشْبَالِهٖ ... وَسْطَ الْاَنَاءَةِ خَادِرٌ فِىْ مَوْصَدٍ

১। আমি সমস্ত মানুষের মধ্যে কাউকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত না চোখে দেখেছি, না কানে শুনেছি।

২। তিনি ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং অভাবীর প্রতি প্রচুর দানে মেহেরবানী করেছেন। (আর হে শ্রোতা!) যখন তুমি চাইবে তিনি তোমাকে "مَافِىْ غَدٍ" (ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব ঘটনা)'র সংবাদ দান করবেন।

৩। এবং যখন শত্রুসেনার সিপাহী আনন্দ ও উল্লাসে গান আবৃত করতঃ শক্ত বর্শা ও হিন্দী তরবারির আঘাত সহকারে আক্রমণ করে।

৪। তখন তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোলামদের প্রতি) এইরূপ থাকেন, যেমন সাহসী বাঘ পূর্ণ সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য সহকারে তার বাচ্চাদের রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্বে অত্যন্ত সবল ও অটল থাকে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

فَقَالَ لَهُ خَيْرًا وَكَسَاهُ حُلَّةً

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রশংসা সূচক কবিতা শুনে 'ভাল' মন্তব্য করলেন এবং তাঁকে চাদর পরালেন। (আল ইসাবা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা- ৩৩২)

অনুরূপভাবে হযরত সাওয়াদ ইবনে কারেব (রাঃ) যিনি জাহেলিয়াত যুগে একজন জ্যোতিষী ছিলেন এবং তাঁর অধীনে ছিল একটি জিন। তাঁর জিনটা পরপর তিন রাত সাওয়াদ ইবনে কারেবকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে বলল– মক্কায় সত্যের পথপ্রদর্শক মহান রাসূল বনু হাশেম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং (তিনি হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেছেন) অধিকাংশ জিনও তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। আপনিও চলুন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করুন। এভাবে অতিবাহিত হল পরপর তিন রাত। অবশেষে হযরত সাওয়াদ ইবনে কারেবের অন্তরে ইসলাম স্থান লাভ করে। সাওয়াদ ইবনে কারেব বলেন, আমি মদীনায় পৌঁছলাম তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখা মাত্রই ফরমালেন, স্বাগতম হে সাওয়াদ ইবনে কারেব! قَدْ عَلِمْنَا مَاجَاءَ بِكَ তোমার আগমনের কারণ আমি ভালভাবে জানি। আমি আরজ করলাম, হুজুর আমি কিছু কবিতা আবৃত করেছি– শুনুন। অনুমতি পেয়ে আমি নিজের এই কবিতা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনালামঃ

اَتَانِىْ رَئِيِّىْ بَعْدَ لَيْلٍ وَّهْجَعَةٍ ... فَلَمْ اَكُ فِيْمَا قَدْ بَلَيْتُ بِكَاذِبِ

ثَلَاثَ لَيَالٍ وَقَوْلُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ ... اَتَاكَ نَبِىٌّ مِنْ لُّؤَيِّ بْنِ غَالِبِ

فَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِى الْاِزَارِ وَوَسَّطَتْ ... بِىَ الدَّعْلَبُ الْوَجْنَاءُ عِنْدَ السَّبَاسِبِ

فَاَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ لَارَبَّ غَيْرُهُ ... وَاَنَّكَ مَاْمُوْنٌ عَلٰى كُلِّ غَائِبِ

وَاَنَّكَ اَدْنَى الْمُرْسَلِيْنَ شَفَاعَةً ... اِلَى اللّٰهِ يَااِبْنَ الْاَكْرَمِيْنَ الْاَطَائِبِ

فَمُرْنَا بِمَا يَاْتِيْكَ يَاخَيْرَ مُرْسَلٍ ... وَاِنْ كَانَ فِيْمَا جَاءَ شَيْبُ الذَّوَائِبِ

فَكُنْ لِىْ شَفِيْعًا يَوْمَ لَا ذُوْ شَفَاعَةٍ ... سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ

অর্থাৎ রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়া এবং নিদ্রায় ঢলে পড়ার পর আমার নিকট এল আমার অধীনস্থ জিন। অতঃপর আমার পরীক্ষায় আমি মিথ্যুক হইনি। আমার জিন তিন রাত পর্যন্ত এটাই বলতে থাকে– তোমার কাছে লুওয়াই ইবনে গালিবের বংশ থেকে একজন রাসূল এসেছেন। আমি আমার লঙ্গি গোড়ালির

উপরে তুললাম এবং নিজের বাহনে একটি মজবূত উষ্ট্রিকে নিলাম, যা অতি দ্রুত এবং ময়দানসমূহ অতিক্রমকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রতিপালক নেই এবং নিঃসন্দেহে আপনি প্রত্যেক 'গায়ব' (অদৃশ্য জ্ঞান)'র উপর আমানতদার। হে মুনিব, বুযর্গ ও পবিত্রদের সন্তান! সমস্ত রাসূলের মধ্যে আল্লাহ তায়া'লার নিকট সুপারিশ করার সর্বাপেক্ষা হকদার আপনিই। সুতরাং হে রাসূলদের সরদার! আপনার কাছে যে বিধানাবলী এসেছে, আপনি আমাদেরকে সেগুলোর হুকুম দান করুন; যদিও ওতে জুলফির বার্ধক্যও হোক না কেন। আপনি সেদিন আমার সুপারিশকারী হবেন যেদিন কোন সুপারিশকারী হবে না। সাওয়াদ ইবনে কারেবকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাকারী আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারে।

قَالَ فَضَحِكَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ

সাওয়াদ ইবনে কারেব বলেন, আমার কবিতা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এমনকি হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের দন্ত মোবারক প্রকাশিত হয়ে গেল। (আইনী শরহে বুখারী, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৮)

দেখুন, হযরত মালেক ইবনে আওফ (রাঃ) হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের সম্মুখে مَافِىْ غَدٍ এর জ্ঞান হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের জন্য স্বীকার করেছেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। অনুরূপভাবে হযরত সাওয়াদ ইবনে কারেব (রাঃ) হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে কসীদা শুনিয়েছেন ওতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছেন যে, হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম প্রত্যেক গায়বের আমানতদার। তাতেও হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি বরং হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম খুশী হয়েছেন এবং মুচকি হেসেছেন। এই হাদীসদ্বয় থেকে প্রমাণিত হল مَافِىْ غَدٍ এর জ্ঞানও আল্লাহ তায়া'লার দানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রয়েছে এবং খোদাপ্রদত্ত প্রত্যেক গায়বের আমানতও হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের জন্য প্রমাণিত। অতএব স্বীকার করে নিতে হবে– যে হাদীসসমূহে হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম হতে مَافِىْ غَدٍ এর জ্ঞান কিংবা অন্য কোন জ্ঞানের অস্বীকৃতি বর্ণিত হয়েছে, সেখানে নিজস্ব (ذاتى) জ্ঞানের অস্বীকৃতি বুঝানো হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
(Sallallahu Alayhi Wa Sallam)

islamibookbd.wordpress.com

সূক্ষ্ম দিকদর্শন

হযরত সাওয়াদ ইবনে কারেব হুজুর আলাইহিস্ সালামকে প্রত্যেক 'গায়বের' উপর আমানতদার বলে উল্লেখ করেছেন। প্রতীয়মান হল– 'গায়ব' (অদৃশ্য জ্ঞান) আল্লাহ তায়া'লার আমানত। যেহেতু মালিকের অনুমতি ছাড়া আমানতে হস্তক্ষেপ করা খেয়ানত, সেহেতু হুজুর আলাইহিস্ সালাম যদি কারোর জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও গায়বের কোন কথা না বলেন তাহলে এ দ্বারা হুজুর আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালামের জ্ঞানহীতা প্রমাণিত হয় না। বরং হুজুরের আমানতদারিতাই প্রমাণিত হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

পৃথিবী, আকাশমণ্ডলী ও কতেক নিদর্শন

যদি প্রশ্ন করা হয়- হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে আল্লাহ তায়া'লা সমগ্র পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী দেখিয়েছেন আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেবল কতেক নিদর্শন?* তাহলে আমি বলব– اٰيَاتِنَا এর মধ্যে রয়েছে اضافت استغراقيه** আর প্রকাশমান যে, সমস্ত নিদর্শন হল সেই সমুদয়ের সমষ্টি, যার মধ্যে কতেকের সম্পর্ক রয়েছে অবলোকনের সাথে এবং কতেকের শ্রবণ, আস্বাদন, অনুধাবন ইত্যাদির সাথে! প্রমানিত হল অবলোকনযোগ্য যে নিদর্শনাবলী রয়েছে তা সমস্ত নিদর্শনের কতেক। সুতরাং من تبعيضيه *** কতেক নিদর্শনাবলী বাদ রাখার জন্যে ব্যবহৃত হয়নি বরং প্রকৃত বিষয় বর্ণনা দানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তায়া'লা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখিয়েছেন কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান হল এই যে, আল্লাহ তায়া'লা হুজুরকে স্বয়ং নিজের রূপ দেখিয়েছেন। যেমন সবিস্তারে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা বাকারার শেষাংশ

মুসলিম শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে– মি'রাজের রাতে আল্লাহ তায়া'লা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা বাকারার শেষাংশও দান করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হল– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন শরীফ প্রাপ্তির ব্যাপারে

---

* ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

** اضافت استغراقيه – পদের যে সম্বন্ধ সমস্ত এককে অন্তর্ভুক্ত করে।

*** যে من (একটি অব্যয়) দ্বারা কতেক এককে বুঝানো হয়।

জব্রীল (আঃ) এর মোটেই মুখাপেক্ষী ছিলেন না। বরং জিব্রীল (আঃ) তাঁর দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্যে নবীর দরবারে উপস্থিত হওয়ার মুখাপেক্ষী ছিলেন। হুজুর আলাইহিস্ সালাম তো জিব্রীল (আঃ) এর মধ্যম ছাড়াও তাঁর প্রতিপালকের কালাম গ্রহণ করতে পারেন। যার দলীল হল মি'রাজের রাতে (সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে) সূরা বাকারার শেষাংশ গ্রহণ করা। অতঃপর ঐ আয়াতসমূহ মদীনা মুনাওয়ারায়ও নাযিল হয়েছে। প্রতীয়মান হল– একই জ্ঞান বার বার প্রদত্ত হওয়া বৈধ এবং বারংবার দান ঐ জ্ঞানের মাহাত্ম্যেরই প্রমাণ।

মি'রাজ থেকে প্রত্যাবর্তন

বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাকে সওয়ার হয়ে (মি'রাজ থেকে) প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাফসীরে ইবনে কাসীরে রয়েছেঃ

فَرَكِبَ الْبُرَاقَ وَعَادَ اِلٰى مَكَّةَ بِغَلَسٍ

অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাকের উপর সওয়ার হলেন এবং রাতের অন্ধকারে মক্কা মোয়াজ্জমায় প্রত্যাবর্তন করেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৩)

মি'রাজের সন, মাস ও তারিখ

মি'রাজের সন সম্বন্ধে মুহাদ্দেসীন কেরামের নিম্নলিখিত অভিমতসমূহ রয়েছে।

(১) হিজরতের এক বৎসর পূর্বে (২) হিজরতের দেড় বৎসর পূর্বে (৩) হিজরতের এক বৎসর এবং আরো কিছুদিন পূর্বে (৪) হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে (৫) কোন কোন মুহাদ্দেসীনের অভিমত হল– নবুওয়াত প্রকাশের পাঁচ বৎসর পর মি'রাজ হয়েছে। অনুরূপভাবে মাস সম্বন্ধেও নিম্নলিখিত অভিমতসমূহ রয়েছে।

(১) রবিউল আউয়াল (২) রবিউস্ সানি (৩) রজব (৪) রমজানুল মোবারক (৫) শাওয়াল। দিন সম্বন্ধেও মতভেদ রয়েছে যে, কোন্ দিনের রাত্রিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ হয়েছে। এক অভিমত হল– সোমবারের রাত্রিতে মি'রাজ হয়েছে। দ্বিতীয় অভিমত হল– জুমাবারের রাত্রিতে হয়েছে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। (নাসীমুর রিয়ায, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ২৬৬)

অনুরূপভাবে তারিখ সম্পর্কেও নিম্নলিখিত অভিমতসমূহ রয়েছে।

(১) ১৭ই রমজানুল মোবারক (২) ১৭ই রবিউল আউয়াল শরীফ (৩) ২৭শে রজব। (মা-সাবাতা বিস্ সুন্নাহ, পৃষ্ঠা- ১৯১, রূহুল বয়ান, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৬)

islamibookbd.wordpress.com

প্রসিদ্ধ অভিমত

এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ অভিমত হল এই যে, মি'রাজ শরীফ ২৭শে রজব সোমবারের রাত্রিতে হয়েছে। (মা-সাবাতা বিস্ সুন্নাহ, ১৯১, রূহুল বয়ান, খণ্ড-৫ পৃষ্ঠা-১০৬)

শবে মি'রাজের ফযীলত

উম্মতের বেলায় শবে মি'রাজ অপেক্ষা শবে কদর উত্তম। আর হুজুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় শবে মি'রাজ শবে কদর অপেক্ষা উত্তম। (মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা- ৪)

একটি আপত্তি ও তার অপনোদন

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন– শবে মি'রাজে কোন আমলের প্রাধান্যের ব্যাপারে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। এইজন্য না হুজুর আলাইহিস্ সালাম সাহাবীদের জন্য এই রাতকে নির্ধারিত করেছেন, না সাহাবায়ে কেরাম তাকে কোন ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। অতএব শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন করা এবং ওতে মি'রাজ আলোচনার ব্যবস্থা করা বিদআত। তার একটি দলীল এও রয়েছে– যদি সাহাবায়ে কেরাম অথবা তাদের পরবর্তী কোন যুগে ঐ রাতে মি'রাজ আলোচনার এন্তেজামের প্রচলন থাকতো তাহলে তার মাস ও তারিখ সম্বন্ধে এত অধিক মতপার্থক্য দেখা দিত না। মত পার্থক্য হওয়া এই বিষয়রেই প্রমাণ যে, পূর্বেকার বুযর্গদের নিকট শবে মি'রাজের কোন গুরুত্ব ছিল না।

এর উত্তরে বলব– যদি আপত্তিকারীর উদ্দেশ্য এই হয় যে, শবে মি'রাজে বিশেষভাবে কোন সৎ কাজ ও ইবাদতের প্রচলন হওয়া কোন হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তাহলে তার সাথে আমাদের কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু এ দ্বারা এটা কোথায় প্রমাণিত হল যে, শবে মি'রাজে মি'রাজ উদ্‌যাপনও নাজায়েয ও বিদআত? আল্লাহ তায়া'লার বাণী وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ* এবং وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ** এই বিষয়ের উজ্জ্বল দলীল– যে দিনগুলোতে আল্লাহ তায়া'লার কুদরতের বিশেষ ও গরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী প্রকাশিত হয়েছে; সেগুলোর চর্চা কুরআনের মর্ম অনুযায়ী একটি সৎ আমল এবং আল্লাহ তায়া'লার নে'মতসমূহের আলোচনা খোদার নির্দেশরই বাস্তবায়ন। মি'রাজের ঘটনা অপেক্ষা বৃহৎ আল্লাহ তায়া'লার কুদরতের

* অর্থঃ এবং তাদেরকে আল্লাহর দিবসগুলো দ্বারা উপদেশ দিন।

** অর্থঃ আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানিয়ে দিন।

শান প্রকাশের ঘটনা আর কোনটা হতে পারে? আর শবে মি'রাজে আল্লাহ তায়া'লা যে নে'মতসমূহ তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীলায় হুজুর আলাইহিস্ সালামের উম্মতকে দান করেছেন, সেগুলোর অস্বীকার কে করতে পারে? অতঃপর সেই রাতের চর্চা, তার আলোচনা ও বর্ণনা আমাদের উপস্থাপিত কুরআনের আয়াতদ্বয়ের আলোকে কিভাবে বিদআত সাব্যস্ত হতে পারে? বাকী এই বিষয় যে, পূর্ববর্তীদের মধ্যে তার প্রচলন ছিল না! তার উত্তর হল এই– বর্ণিত না হওয়া অস্তিত্ব না থাকাকে অবধারিত করে না। এইজন্য কেবল বর্ণিত না হওয়াতে তার অস্তিত্বহীনতা প্রমাণিত হয় না। আর আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে তার নিষেধাজ্ঞা শরীয়তের কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়নি এবং তাতে এমন কোন কর্ম অন্তর্ভুক্ত নেই, যার উপর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে পবিত্র শরীয়তে। তার দলীল সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এর খেলাফতকালে কুরআন মজীদের পাণ্ডুলিপি তৈরী করা। যে সম্বন্ধে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)কে বলেছিলেন كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আপনি সে কাজ কিরূপে করবেন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি?) অতঃপর হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) সিদ্দীক ও ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়কে জিজ্ঞেস করেছেন كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আপনারা সেই কাজ কিরূপে করবেন যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি?) ফারুকে আযম সিদ্দীকে আকবরকে অতঃপর সিদ্দীকে আকবর যায়েদ ইবনে সাবিত আনসারী (রাঃ)কে এই উত্তরই দিয়েছেন। هُوَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ (নিঃসন্দেহে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি কিন্তু) খোদার কসম! সেটা ভাল কাজ। (বুখারী শরীফ, খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৭৪৫)

প্রতীয়মান হল– যে কাজ থেকে হুজুর আলাইহিস্ সালাম নিষেধ করেননি এবং তাতে ভাল দিক পাওয়া যায়, সেটা বাহ্যতঃ বিদআত প্রতীয়মান হলেও প্রচ্ছন্নভাবে উত্তম ও ভাল। সুতরাং যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেয়া হয় যে, সলফে সালেহীনের (পূর্বেকার সৎ কর্মপরায়নগণ) মধ্যে শবে মি'রাজ উদ্‌যাপনের প্রচলন ছিল না, তবেও এই উদ্‌যাপন ও মি'রাজ আলোচনাকে বিদআত ও অবৈধ বলা যায় না যতক্ষণ না উদ্‌যাপনে এমন কোন কাজ করা না হয় যা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে নিষিদ্ধ। আর আমরা কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছি যে, আল্লাহর দিবসগুলোর চর্চা এবং খোদার নে'মতসমূহের আলোচনা কুরআনের নির্দেশেরই বাস্তবায়ন। অতএব শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন করা এবং তাতে

Bangladesh Anjumane Ashekane Mostafa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

মি'রাজের ঘটনাবলী বর্ণনা করা বৈধ, মুস্তাহাব, রহমত ও বরকত লাভের উপায়। তার অস্বীকার সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যার অন্তরে মি'রাজ ওয়ালা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুশমনী ও শত্রুতা থাকে। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা।

বাকী এই প্রশ্ন– শবে মি'রাজ সম্বন্ধে মতপার্থক্য হওয়া এই বিষয়ের দলীল যে, পূর্বেকার লোকদের কাছে এর কোন গুরুত্ব ছিল না নচেৎ মতপার্থক্য হতো না।

এ সম্বন্ধে বলব– যদি দিন, তারিখ ও মাসের মতপার্থক্যকে এই বিষয়ের দলীল স্বীকার করা হয় যে, পূর্ববর্তী লোকদের কাছে এই রজনীর কোন গুরুত্ব ছিল না, না তাদের যুগে সেটা উদ্‌যাপনের কোন প্রচলন ছিল। তাহলে মি'রাজের সন নিয়ে মতপার্থক্য এ কথার দলীল হয়ে যাবে যে, মি'রাজ আদৌ হয়নি। যদি হতো তাহলে তার সন নিয়ে এত মতপার্থক্য হতো না। আমাদের মতে মি'রাজের সন নিয়ে মতপার্থক্য এই বিষয়ের উজ্জ্বল দলীল যে, মি'রাজের দিন, তারিখ ও মাস সম্পর্কে মত পার্থক্য কেবল রেওয়ায়েতসমূহের ভিন্নতার কারণে হয়েছে। মি'রাজ আলোচনার আয়োজন ও শবে মি'রাজের গুরুত্বের সাথে এটাকে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। কেননা দিন, তারিখ ও মাসের সাথে শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন ও মি'রাজ আলোচনার আয়োজনের সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু মি'রাজের সনের সাথে এই আয়োজনের কোন সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও এতে প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে। প্রতীয়মান হল– শবে মি'রাজ উদ্‌যাপন ও তার প্রতি গুরুত্বারোপের সাথে এই মতপার্থক্যের কোন সম্পর্ক নেই। যদি আপত্তিকারীর কথা মত আমরা এই বিষয়কে স্বীকারও করি– মতপার্থক্য এই কারণেই হয়েছে যে, পূর্বেকার যুগে শবে মি'রাজ উদ্‌যাপনের কোন প্রচলন ছিল না এবং তাদের কাছে শবে মি'রাজের কোন গুরুত্ব ছিল না। তাহলে আমি জিজ্ঞেস করব– রোযা, নামায, হজ্ব, যাকাত ও অন্যান্য ইবাদতসমূহ এবং অধিকাংশ লেন-দেন সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেকার ইমামদের মধ্যে প্রচুর মতপার্থক্য ঘটেছে। যেমন নামাযে প্রতি তক্‌বীরে হাত তোলা, উচ্চস্বরে আমীন বলা, ইমামের পিছনে

কিরাত পাঠ, বিতর নামাযের রাকাতসমূহ, তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা, শবে ক্বদর নির্ধারণ, দু'ঈদের অতিরিক্ত তক্‌বীরসমূহ ইত্যাদি অসংখ্য মাসআলায় সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য কারো অজানা নয়। সুতরাং এই মতপার্থক্যের ভিত্তিতে এটা বলা শুদ্ধ হবে কি– সলফে সালেহীনের যুগে রোযা নামায ইত্যাদির কোন প্রচলন ছিল না এবং তাদের নিকট এই ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মোস্তাহাব বিষয়াবলী এবং এই সৎকর্মসমূহের কোন গুরুত্ব ছিল না? কোন অনুভূতি সম্পন্ন ব্যক্তি এইরূপ কথা বলার সাহস করতে পারে না। প্রতীয়মান হল– মতপার্থক্য প্রচলনহীনতা কিংবা গুরুত্বহীনতার কারণে নয়। বরং রেওয়ায়েত সমূহের ভিন্নতার কারণেই হয়েছে।

আরবদেশে রজব শরীফ উদ্‌যাপন

'রূহুল বয়ান' ও 'মা-সাবাত বিস্ সুন্নাহ'র ভাষ্য থেকে প্রকাশ যে, মানুষের মধ্যে শবে মিরাজ উদ্‌যাপনের প্রচলন ছিল। বিশেষতঃ আরব দেশের অধিবাসীরা এই মোবারক রজনীর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব স্বীকার করতো। দেখুন রূহুল বয়ানে রয়েছেঃ

وَهِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنْ رَّجَبٍ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ

শবে মি'রাজ হল রজবের ২৭ তারিখ এবং তার উপর মানুষের আমল রয়েছে। (রূহুল বয়ান, খণ্ড-৫ পৃষ্ঠা- ১০৩)

প্রতীয়মান হল– মানুষেরা ঐ রাতে কিছু না কিছু করতো। আর মা-সাবাতা বিস্ সুন্নাহয় রয়েছেঃ

اِعْلَمْ اَنَّهٗ قَدِ اشْتَهَرَ بِدِيَارِ الْعَرَبِ فِيْمَا بَيْنَ النَّاسِ اَنَّ مِعْرَاجَهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنْ رَّجَبٍ وَمَوْسَمُ الرَّجْبِيَةِ فِيْهِ مُتَعَارِفٌ بَيْنَهُمْ. الخ

জেনে রাখো, আরব দেশে মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মি'রাজ শরীফ ২৭শে রজবে হয়েছে এবং রজব উদ্‌যাপনের দিন ও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)

islamibookbd.wordpress.com

তারিখ আরব দেশে আরববাসীদের মধ্যে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ। (মা-সাবাতা বিস্ সুন্নাহ, পৃষ্ঠা-১৯১)

আলহামদুলিল্লাহ! রজব শরীফ উদ্‌যাপনকে যারা বিদআত বলে, তাদের কথা বাতিল হয়ে গেল এবং স্পষ্ট হয়ে গেল সত্য।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ

সৈয়দ আহমদ সাঈদ কাযেমী গুফিরা লাহু
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৬০ ইংরেজী।

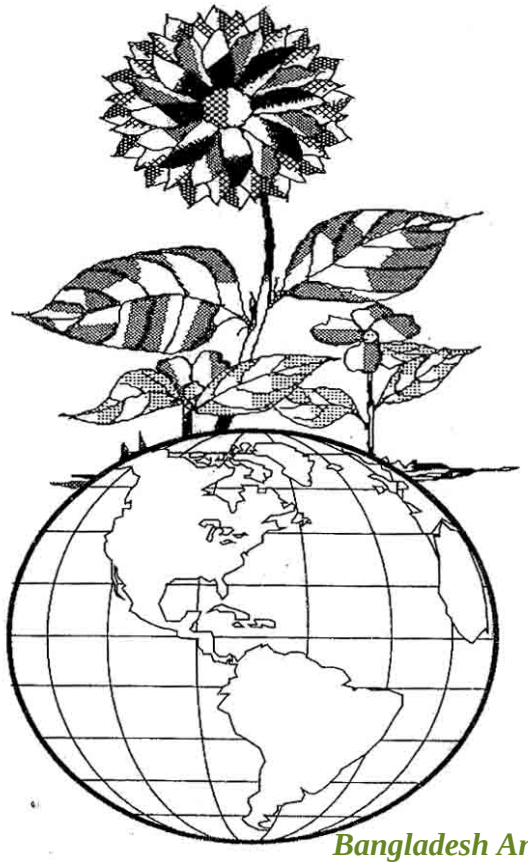

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallahu Alayhi Wa Sallam\)